উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 29 October 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 159 JAL

Reliance
STORES OPEN AT 9 AM

LG 139 CM (55) QNED82 TV ₹59990* *PRICE AFTER BANK OFFER
SAMSUNG 139 CM (55) NEO QLED SMART TV ₹89999* *PRICE AFTER BANK OFFER
SAMSUNG 165 CM (65) QLED 65Q70D ₹105990* *PRICE AFTER BANK OFFER
LG 139 CM (55) OLED 55C4 ₹114990* *PRICE AFTER BANK OFFER
ZERO PROCESSING FEES | ZERO INTEREST COST.

SONY 5.1 CH Soundbar 600W HT-S40R ₹23990 ₹18990*
*Inclusive of Bank Cashback & TV Combo

BUY INVERTER ACs
SMART AC 1.5T Starting from ₹28990*
GET UPTO ₹6000* INSTANT DISCOUNT on select Inverter ACs
INSTALLATION AT ₹599+GST ON INVERTER ACs WORTH ₹1415

DIRECT COOL Starting from ₹12990* EMIs of ₹1083*
FROST FREE Starting from ₹21990* EMIs of ₹1833*
SIDE BY SIDE + AIR FRYER ₹48990*
7Kg TOP LOAD Starting from ₹15000*
9Kg FRONT LOAD Starting from ₹33000*
WASHER DRYER Starting from ₹47000* FREE AIRFRYER WORTH ₹7295*
*PRICES AFTER BANK CASHBACK
BPL BOSCH Godrej Haier IFB LG SAMSUNG Whirlpool

ফেস্টিভ্যাল অফ ইলেক্ট্রনিক্স
এই ধনতেরাসে, এখানে নতুন সূচনার শুরু করুন
#DestinationOfCelebrations
₹15000 পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট*
AMERICAN EXPRESS, AU SMALL FINANCE BANK, AXIS BANK, Bank of Baroda, BOBCARD, DBS, FEDERAL BANK, HSBC, ICICI Bank, IDFC FIRST Bank, IndusInd Bank, kotak, one
₹22500 পর্যন্ত ক্যাশব্যাক*
BAJAJ FINSERV, IDFC FIRST Bank, HDB FINANCIAL SERVICES, HDFC BANK, kotak

Reliance digital
PERSONALISING TECHNOLOGY

LOWEST PRICE EVER
iPhone 14 128 GB Dual camera system 12MP Main | Ultra wide ₹59900 ₹45900*
EMI options available
*Price inclusive of bank cashback and exchange bonus
*Exchange offer applicable in select stores
SAMSUNG Galaxy S24 Circle to Search with Google
8 GB RAM / 128 GB ₹74999 ₹59999* ULTRA ₹129999 ₹109999*
BENEFITS NO COST EMI AVAILABLE
iPhone 16 128 GB Built for Apple Intelligence Available in all colour variants ₹79900 ₹74900*
*Inclusive of brand cashback
BENEFITS GET AN APPLE 20W ADAPTER FREE

LOWEST PRICES
AMD R5 Starting from ₹30999*
Intel® Core™ i5 Starting from ₹40499*
GAMING RTX 2050 Starting from ₹44999*
GAMING RTX 3050 Starting from ₹50499*
acer ASUS DELL hp Lenovo SAMSUNG
BENEFITS GET TROLLEY + PRINTER WORTH ₹14500 AT ₹4699*
LAPTOP ESSENTIALS
10% UNLIMITED DISCOUNT* on UPI transactions

BUY MORE SAVE MORE KITCHEN & HOME APPLIANCES
BUY ANY 1 5%OFF* BUY ANY 2 10%OFF* BUY ANY 3 15%OFF*
WATCH SERIES 9 GPS ₹29999* CELLULAR + GPS ₹36999*
PRICE INCLUSIVE OF ₹3500 BANK CASHBACK*
BEST DEAL AirPods 4 ₹11900* Pro 2nd Gen ₹20999*
*PRICE AFTER BANK CASHBACK

SCAN QR CODE FOR STORE LOCATION
Reliance digital DIWALI DHAMAKA Offer
SHOP AT RELIANCE DIGITAL, GET JIO AIR FIBER FREE FOR 365 DAYS
*Offer period 18th September to 3rd November. T&C apply
EXCITING CORPORATE GIFTING SOLUTIONS Starting From ₹599
KITCHEN COMBO DEALS Starting at ₹1699
ALSO SHOP ON: reliancedigital.in
SHOP ANY ELECTRONICS AT MY JIO STORE
Jio DIGITAL LIFE

এক বিজ্ঞাপনে বিয়ে

ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দেবেন?

পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

আপনার মুশকিল আসানে হাজির

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আপনার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে আমাদের ই-পেপারেও প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে, পাত্র-পাত্রী সংবাদ এখন পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে। ১৬২টি দেশে ছড়িয়ে আছেন আমাদের পাঠক। যেখানেই উত্তরবঙ্গবাসী সেখানেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আমাদের পাত্র-পাত্রী কলামে একটি বিজ্ঞাপনেই চার হাত এক হওয়ার নজির অজস্র

তাই শুভ কাজে আর দেরি কেন? আজই বিজ্ঞাপন দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদে, আমাদের অফিসে এসে, আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্রে অথবা শুধুমাত্র একটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে।

9064849096

শিলিগুড়ি : 0353-2524722, জলপাইগুড়ি : 9641289636, কোচবিহার : 9883550805, আলিপুরদুয়ার : 9883539878, মালদা : 9800585950, রায়গঞ্জ : 9531538275, বালুরঘাট : 9434220500, কলকাতা : 9073204040
এছাড়াও উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্র

KHOSLA ELECTRONICS
শুভ উদ্বোধন কোচবিহার-এ
রেল গুমটি, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকে
91474 17300
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
উদ্বোধনী উপহার মার্বেলের গণেশজী
48 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER
WE CHALLENGE UNBEATABLE OFFERS
EXCLUSIVE AT KHOSLA
4 EMI OFF
EXCLUSIVE OFFER
29 - 31 October
PLAY & WIN SURE SHOT FREE GIFTS
CAR
LED
BIKE
SOUND BAR
MOBILE
MIXI
REF
WASHING MACHINE
MICROWAVE OVEN
COFFEE MUG
IRON
UTENSILS
EXTRA BONUS!
Shop & Earn ₹6000
LOYALTY BONUS
36 MONTHS EMI
₹45,000 CASH BACK
₹40,000 EXCHANGE OFFER
0 DOWN PAYMENT
₹888 EMI STARTS
88*% DISCOUNT
STORES OPEN TILL MID NIGHT
SAMSUNG
vivo
oppo
mi
hp DELL Lenovo ASUS acer
iPhone 16 128GB ₹74,900* EMI ₹3,329 CASHBACK ₹5,000 on CC
iPhone 16 Pro 128GB ₹1,15,900* EMI ₹4,995 CASHBACK ₹4,000 on CC
S24 8/256GB ₹61,900* EMI ₹2,579
A 16 6/128 GB ₹16,499* EMI ₹1,374
V40E 8/256 ₹27,899* EMI ₹2,069 CASHBACK ₹2,000 on CC
Y 300 8/128 GB ₹21,599* EMI ₹1,599 CASHBACK ₹2,000 on CC
F 27 8/128 GB ₹20,999* EMI ₹1,399 CASHBACK ₹2,000 on CC
A 3 X 4/128 GB ₹13,499* EMI ₹1,349 CASHBACK ₹1,000 on CC
13C 5G 6/128 ₹11,499 EMI ₹958
13 8/128 ₹14,499 EMI ₹1,209 CASHBACK ₹1,000 on CC
AMD Athlon 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹25,900 EMI ₹2,158
i3 12th GEN 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹35,500 EMI ₹2,959
i5 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSSD Win 11+OFC ₹48,900 EMI ₹4,075 CASHBACK ₹1,500 on CC
SAMSUNG LG SONY Whirlpool Panasonic Haier LLOYD IFB Godrej KUTCHINA
BUY 1 GET 1 FREE
BOSCH KGA DAIKIN HITACHI BLUE STAR VOLTAS Carrier OGENERAL FABER
DISCOUNT ₹52,409
Buy 1.5 Ton 3* Inv AC Get FREE 32 Smart LED worth ₹24,990 EMI ₹3,333
DISCOUNT ₹31,790
Buy 233 L DD Refrigerator Get FREE 7 Kg Top Load WM worth ₹26,780 EMI ₹2,933
DISCOUNT ₹23,290
Buy 7 Kg Top Load WM Get FREE 20 L MWO worth ₹8,500 EMI ₹1,583
DISCOUNT ₹39,899
Buy 32 Smart LED Get FREE 180 L SD Ref worth ₹21,390 EMI ₹1,999
DISCOUNT ₹19,300
1400 Suc, Motion Sensor Cimney Get FREE 3 BB Glass Cooktop worth ₹6,990 EMI ₹1,474
Panasonic
FESTIVALS COME HOME WITH Panasonic
1st OCT to 10th NOV 2024
SMART AC
TELEVISIONS
BUY AN OLED & BRING HOME A 43 (108cm) 4K GOOGLE TV FREE*
FIXED EMI OFFERS* On Select Models
20% CASHBACK UP TO ₹15000* On Select Models
3 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On 32 Inch and above LED Models
SPECIAL FINANCE SCHEME* 24/7, 15/5, 15/0 & 10/6
AIR CONDITIONERS
10% CASHBACK UP TO ₹4000*
1+9 YEAR* WARRANTY On Split Inverter Compressor
1+4 YEAR* WARRANTY On Split ACs PCB
STANDARD INSTALLATION CHARGES* ₹1200 + GST
1+4 YEAR* WARRANTY On Eco Tough ODU Casing
1+4 YEAR* WARRANTY On Split Fixed Speed Compressor
WASHING MACHINES
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
2+1 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On Select WM Models
12 YEAR* WARRANTY On Motor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 15/0
REFRIGERATORS
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
3 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On Select Refrigerator Models
10 YEAR* WARRANTY On Inverter Compressor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹1,999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 7/0, 8/0, 10/0, 12/4, 15/5 & 20/6
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹15,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxn.; Validity: 19 Oct - 04 Nov 2024. T&C Apply.
BUY 24 x7 khoslaonline.com
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC Standard Chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
Scan to locate your nearest Khosla store
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price includes Cashback & Exchange Amount.
RAIGANJ MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph: 91473 93600
ALIPURDUAR SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph: 98742 87232
SILIGURI SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 29 October 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 159 JAL

দক্ষিণ আফ্রিকায় কোচ লক্ষ্মণ

দশের পাতায়

গুজরাটে টাটার নয়া বিমান কারখানা

আটের পাতায়

স্বর্ণতৃষা... ধনতেরাসের আগে সোনার দোকানে। শহরের পুরান বাজার এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হাইকোর্টের চ্যানেলে পর্ন

কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে কাজ চলার সময় ইউটিউব লাইভ হ্যাক হয়ে যায়। সোমবার বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তর এজলাসে মামলা মেনশন করার সময় এই ঘটনা ঘটে। চলতে থাকে পর্নোগ্রাফি ভিডিও। নজরে আসতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

আগামী বছর জনগণনা

৪ বছর দেরিতে হলেও ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্র জনগণনা শুরু করতে চলেছে। গোটা বছর ধরেই চলবে ওই প্রক্রিয়া। জনগণনা পুরোপুরি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে। এদিকে জনগণনার সঙ্গে জাতগণনা হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের।

বিস্তারিত আটের পাতায়

কালো তালিকায় ৪

কাজে ঢিলেমির অভিযোগ ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : জেলায় জলস্বপ্ন প্রকল্প রূপায়ণে কাজে ঢিলেমির অভিযোগে বেশ কয়েকটি ঠিকাদারি সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন। জেলায় জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ এখনও ৫০ শতাংশই হয়নি। একাধিক ঠিকাদারি সংস্থা প্রকল্প রূপায়ণে উদাসীন বলে অভিযোগ। তাদের কাজের ঢিলেমির জন্য একাধিক এলাকায় জল সরবরাহ পরিষেবা খামতি থেকে যাচ্ছে। এই ঘটনা পর্যালোচনা করার জন্য সোমবার নিজের আরটিটি হলঘরে বৈঠক ডেকেছিলেন জেলা শাসক। সেখানে সবদিক পর্যালোচনার পর বেশ কয়েকটি ঠিকাদারি সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেন জেলা শাসক। জেলা শাসক বলেন, 'কোনও অজুহাত শুনব না। কাজ ঠিকমতো না করলে সেই এজেন্সিকে কাজ থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

জেলার চা বাগানের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জলস্বপ্ন প্রকল্প রূপায়ণে একাধিক এজেন্সি কাজ ঠিকমতো করছিল না বলে অভিযোগ। কোথাও জলাধার নির্মাণের কাজ অর্ধেকের বেশি পড়ে রয়েছে। কোথাও আবার পাইপ বসানোর কাজ মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার পাইপলাইন নিয়ে বাড়ির কাছে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। আবার কোথাও পাইপলাইন গেলেও কলের ব্যবস্থা করা হয়নি। এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছিল

ময়নাগুড়ির বাসিলারডাঙ্গায় জলস্বপ্ন প্রকল্প।

বলে অভিযোগ। ফলে জলপ্রকল্পে রূপায়ণে খামতি থেকে যাচ্ছিল।

জেলায় ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার বাড়িতে ওই প্রকল্পে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। এ বছর প্রকল্প রূপায়ণ করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সেই সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী বছর করা হয়েছে।

এদিকে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় পাইপলাইন বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করাতে চলাচলে সমস্যা হচ্ছিল। ফলে সেই রাস্তা মেরামত করে দেওয়াতে সময় লেগেছে। অন্যদিকে, বর্ষার কারণে কাজে সমস্যাও হয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকা সহ বেশ কিছু এলাকায় জমি পেতেও সমস্যা হচ্ছিল। সেগুলি মিটিয়েছে ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও বিডিওরা। অনেক চা বাগান থেকে জমির উপর এনওসি পেতেও দেরি হচ্ছিল। ফলে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বেশ কিছু এলাকায় দেরি হয়েছে।

জেলার বানারহাট, মেটেলি ব্লকে, মালবাজারের আপার লাইনের দিকে পানীয় জলস্তরের সমস্যা রয়েছে। ফলে এই জায়গাগুলিতে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজ দ্রুতগতিতে অধিকাংশ এলাকায় চললেও কয়েকটি এজেন্সি কাজ ঠিকভাবে করছিল না। এতদিনে ৫০ শতাংশ কাজই ঠিকমতো করা সম্ভব হয়নি। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কার্যনির্বাহী আধিকারিক সোমনাথ চৌধুরী বলেন, 'যারা কাজে ঢিলেমি করছিল, কাজ ঠিকভাবে করছিল না এমন ৪টি ঠিকাদারি সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। নতুন করে আরও কয়েকটি ঠিকাদার সংস্থাকে সতর্ক করা হল। এরপরেও কাজ এগিয়ে নিয়ে না গেলে তাদের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে দপ্তর।'

কড়া প্রশাসন

- জেলায় জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ এখনও ৫০ শতাংশই হয়নি
- কাজের ঢিলেমির জন্য একাধিক এলাকায় জল সরবরাহ পরিষেবা খামতি থেকে যাচ্ছে
- জলস্বপ্ন প্রকল্প রূপায়ণে একাধিক এজেন্সি কাজ ঠিকমতো করছিল না বলে অভিযোগ
- জেলায় ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার বাড়িতে ওই প্রকল্পে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল

শুভেন্দুর সমালোচনা

প্রাথমিকে আপাতত টেট নয়

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : ২০২৪ সালে প্রাথমিকের টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) আপাতত স্থগিত। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সোমবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আইনি জটিলতা ও আগের দু'বারের উত্তীর্ণদের এখনও নিয়োগ করতে না পারায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য এজন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন।

২০২২ ও ২০২৩ সালের পর এ বছরের ডিসেম্বরে ফের টেট হওয়ার কথা ছিল। পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেয়েছিলাম, প্রত্যেক বছর যেন টেট হয়। পরপর দু'বছর টেট হলেও আইনি জটিলতায় এখনও নিয়োগ সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের টেটের রেজাল্টও প্রকাশ করা যায়নি। তাই আগের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে

> আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেয়েছিলাম, প্রত্যেক বছর যেন টেট হয়। পরপর দু'বছর টেট হলেও আইনি জটিলতায় এখনও নিয়োগ সম্ভব হয়নি। তাই আগের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে টেট নেওয়া হবে।
>
> **গৌতম পাল,** *পর্ষদ সভাপতি*

ছয় মাসের মধ্যে টেট নেওয়া হবে।'

যদিও বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'আর কোনওদিন টেট নেওয়া হবে না। ওবিসি সংরক্ষণে ৯৮ শতাংশ মুসলিমকে ঢুকিয়ে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্ট সেই নির্দেশকে বাতিল করেছে। ওই 'অবৈধ সংরক্ষণ' বাতিল করলে মমতা তাঁর ভোটব্যাংক হারাবেন। অপরদিকে আদালতের নির্দেশ না মানলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হবে। এজন্য টেট বন্ধ করে দেওয়া হল।'

২০২২ সালের টেটে প্রায় ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী ছিলেন। উত্তীর্ণ হন দেড় লক্ষ। ২০২৩ সালে পরীক্ষা দেন ২ লক্ষ ৭২ হাজার। কিন্তু উত্তীর্ণদের তালিকা এখনও প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। গৌতমের যুক্তি, 'কিছু আইনি জটিলতায় ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না।'

২০২২ সালে টেট পাশ ডিএলএড ঐক্যমঞ্চের সভাপতি বিদেশ গাজি বলেন, 'আজই বিকাশ ভবনে শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মহাদেব সোরেনের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, পর্ষদ শূন্যপদ চেয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।'

কথায় কথায়

মহিলাদের দর বাড়ে ভোটের মুখে

আশিস ঘোষ

ভোট এলেই কত কী মনে পড়ে যায় এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর। আর তখনই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বাঞ্ছা কল্পতরু সাজার। মনে পড়ে যায় মহিলাদের কথা, যাঁরা মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক। কে কত বেশি ভেট দিতে পারবে ভোটারদের শুরু হয় তার রীতিমতো প্রতিযোগিতা। এ সময় তাঁদের মনে পড়ে মহিলাদের কথা। তাঁদের জন্য কতরকম স্কিমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নিয়ম করে। এ বলে আমায় দ্যাখ। ও বলে আমাকে।

সংবৎসর মহিলাদের কদর কতটা তা কাগজ খুললেই মালুম হয়। তবে দর যে ভোটের বাজারে বিলক্ষণ বাড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই যে এ রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু হল তারপর থেকে রাজ্যে রাজ্যে ভাণ্ডারের ছড়াছড়ি। যারা সেসময় তৃণমূলকে গাল পেড়েছিল, যারা বলেছিল এ হল মহিলাদের ঘুষ দেওয়া, রাজকোষের টাকার অপচয়, তারাও যে যার রাজ্যে নানারকম নামে পুরোদমে চালু করে দিয়েছে একইরকম নানা প্রকল্প। কে কত বেশি টাকা দেবে তারও পাল্লা শুরু হয়ে যায়। যেন নিলামের বাজার। ভাণ্ডারের টাকার অঙ্ক তো আছেই, সঙ্গে ফাউ বাসে চড়া, কম সুদে ব্যাংকের ঋণ আরও কত কী। মহিলা ভোটের অঙ্কে ভালো ফায়দার হিসেব দেখে এখন আর কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নিন্দেমন্দ করে না। সেই বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও থেকে শুরু করে কোথাও বহেনা, কোথাও মাইয়া, কোথাও লাডলি বেটির নামে কত প্রকল্প। ভোটের প্রচারে গলা ফাটিয়ে চলে এ সবের গুণগান। সঙ্গে চাপা গলায় শাসানি, ভোট না দিলে ভাণ্ডার পাবি না। এতেই কাজ হয়। মহিলা ভোট বাঁধা থাকে দলের খাতায়।

এই যে বিধানসভার ভোট হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে সেখানেও হেমন্ত সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে মহিলাদের মাসে হাজার টাকার মাইয়া সম্মান যোজনা রয়েছে। ভোটের আগে এ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। তারা গলা কয়েক ধাপ চড়িয়ে বলেছে,

এরপর নয়ের পাতায়

ধান পাকতেই খেতে হানা ময়ূরের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : হাতি নয়, এবার ময়ূরের হামলা থেকে জমির ধান বাঁচাতে দিশেহারা অবস্থা বনবস্তিবাসী ও কৃষকদের। গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া বেশ কয়েকটি বনবস্তি ও গ্রামের কয়েকশো কৃষক এখন জমির ধান বাঁচাতে রীতিমতো বিপাকে পড়েছেন। প্রতিবছর ধান পাকতেই ময়ূরের হামলা হলেও, চলতি বছর ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। হাতির পাশাপাশি ময়ূরের হাত থেকে কীভাবে জমির ফসল বাঁচিয়ে ঘরে তুলবেন সেই চিন্তাতেই রাতের ঘুম উধাও কৃষকদের।

গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া সরস্বতী, বিচাভাঙ্গা বনবস্তির পাশাপাশি উত্তর ঝাড়মাটিয়ালি গ্রামে সারাবছর হাতির হামলা লেগেই থাকে। বিশেষ করে ধান পাকার এই মরশুমে প্রায় প্রতি রাতেই গ্রামে হাতির হামলা হত প্রতি বছর। চলতি বছর এই তিনটি এলাকাতে হাতির হামলা তেমনভাবে না হলেও কৃষকদের জমির পাকা ধান ঘরে তোলা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ময়ূরের হামলায়। প্রতিদিন সকাল হতেই দলবেঁধে ময়ূরের দল প্রবেশ করছে ধানখেতে। আর তারা হামলা চালিয়ে জমির পাকা ধান সাবাড় করছে বিঘের পর বিঘে। তবে ময়ূরের হামলা এই প্রথম নয়, প্রথম হল এত ব্যাপক পরিমাণে ময়ূরের হামলা হওয়া। স্থানীয় বিচাভাঙ্গা বনবস্তির প্রবীণ লব পাইক জানান, চলতি বছর এত দলবেঁধে ময়ূর একসঙ্গে আসছে তা সত্যিই আশ্চর্যের। প্রতি বছর ময়ূরের হামলা যে হয় না তা নয়, তবে তেমন একটা ক্ষতি হয় না। তবে এই বছর এলাকায় ময়ূরের হামলায় ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই অবস্থায় পড়া সরস্বতী বনবস্তির কৃষক মঙ্গল কোরা, সুরজ কোরা প্রমুখ জানান, প্রতিদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামে দলবেঁধে হামলা চালাচ্ছে ময়ূরের দল। এক পাশ দিয়ে তাদেরকে তাড়ালে অন্য পাশ দিয়ে ফের জঙ্গলে প্রবেশ করছে তারা। নিমেষেই জমির ধান সাবাড় করে জঙ্গলে ফিরছে। কিছুতেই তাদের রোখা যাচ্ছে না। একই পরিস্থিতি লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ঝাড়মাটিয়ালি গ্রামের কৃষকদের।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিবছরই এই সময়ে ময়ূরের দল গ্রামে আসে। তবে এবার তাদের হামলায় ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেশি। তবে কী কারণে এত ব্যাপক পরিমাণে ময়ূরের দল এবার গ্রামে আসছে তা কেউ বলতে পারছেন না। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'জঙ্গল লাগোয়া কিছু কিছু এলাকায় ধান পাকার মরশুমে ময়ূরের ধানখেতে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে ব্যাপক পরিমাণে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখে কী করা যায় সেটা দেখা হবে।'

সংকটে কৃষকরা

- জমির ধান কীভাবে বাঁচাবেন তা ভেবেই রাতের ঘুম উধাও হয়েছে কৃষকদের
- প্রতিবছর ময়ূরের হামলা হলেও, চলতি বছর ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেড়েছে
- ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামে দলবেঁধে হামলা চালাচ্ছে ময়ূরের দল
- এত ময়ূরের দল এবার কেন গ্রামে আসছে তা কেউ বলতে পারছেন না

ঝাড়মাটিয়ালিতে হানা দিয়েছে ময়ূরের দল।

ভিন্নরূপে বন্দনা দুই রাজপরিবারে

জ্যোতি সরকার ও শিবশংকর সূত্রধর

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর : দুই রাজপরিবার। লতায়-পাতায় তাঁদের সম্পর্কও রয়েছে। দুই রাজবাড়ির কালীপুজো নিয়ে কমবেশি ৫০০ বছর ধরে একইভাবে আচ্ছন্ন থাকে কোচবিহার আর জলপাইগুড়ি। কোচবিহারে তিনি বড়োতারা রূপে পুজো পান। আর জলপাইগুড়িতে চিরাচরিত কালীমূর্তিতে। তবে, পুজোর রীতি থেকে ভোগ- সবেতেই কিন্তু অনেক ফারাক।

কোচবিহারের রাজ আমলের পুজোয় বরাবরই বিশেষ রীতি থাকে। বড়োতারার পুজোর মূল বৈশিষ্ট্যই হল এখানে শাটি ও শোলমাছ পোড়া ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। বড়োতারাকে সন্তুষ্ট রাখতে পাঁচ ধরনের বলি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। রাজ পুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'বড়োতারার পুজো কঠিন একটি কাজ। একটুও যাতে ভুল না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়। অমাবস্যা তিথিতে সারারাত ধরে পুজো চলে।'

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে পাঁচ প্রজন্ম ধরে পুজো করে আসা পুরোহিত পরিবারের অন্যতম সদস্য শিবু ঘোষাল। তিনি জানালেন, 'রাজবাড়ির পুজো ৫১৫ বছর ধরে হয়ে আসছে। পুজোর দিনে আমিষ ভোগ হবে। দেবীর সামনে প্রসাদের থালাতে স্থান পাবে বড় সাইজের করলা নদীর বোয়াল মাছ। ভোগে দেওয়া হবে রুই, কাতলা, ইলিশ এবং আড় মাছ। ফ্রায়েড রাইস আর পোলাও থাকবে। রাজবাড়িতে বলিপ্রথা চালু রয়েছে। এবারও বলি দেওয়া হবে।'

বড়োতারার পুজো কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ কোনও নথিতে নেই। ফলে এই পুজো কতটা প্রাচীন তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি ইতিহাসবিদরা। কেউ মনে করেন বড়োদেবীর পুজোর কিছু পরে বড়োতারার পুজো শুরু। আবার অনেকে মনে করেন, মদনমোহনবাড়ি তৈরির আগে রাজবাড়িতে বড়োতারার পুজো হত। কোচবিহার আর্কাইভের সভাপতি ঋষিকল্প পাল বলেছেন, 'বড়োতারার পুজো শুরুর সময়টা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে এটি প্রাচীন পুজো।'

মদনমোহনের ডানদিকের ঘরে জয়তারার অধিষ্ঠান। সেখানে সারা বছর নিত্যপুজো হয়। বড়োতারার প্রতিমা সেই জয়তারার আদলেই হয়ে থাকে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রেই জানা গিয়েছে,

এরপর নয়ের পাতায়

দুই রাজবাড়ির দেবী প্রতিমা। মদনমোহনবাড়িতে ও জলপাইগুড়িতে।

অবশেষে বন্দি মানুষখেকো চিতাবাঘ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ অক্টোবর : সহজে না হলেও অবশেষে সফল হল বন দপ্তর। সোমবার ভোরে খাঁচাবন্দি হল ত্রাস সৃষ্টিকারী সেই মানুষখেকো চিতাবাঘ। গত ১৯ অক্টোবর চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সুশীলা গোয়ালাকে একটি চিতাবাঘ খুবলে খেয়েছিল। ওই ঘটনার নয়দিনের মাথায় ধরা পড়া চিতাবাঘটিই ওই ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এতে কালীপুজো ও দীপাবলির আগে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে খেরকাটা গ্রামে। ধরা পড়া চিতাবাঘটি মর্দা। বয়স আনুমানিক ১২-১৩। তবে চিতাবাঘটির যেহেতু মানুষখেকো তকমা লেগে গিয়েছে সেকারণে এখনই সেটিকে জঙ্গলে ছাড়ছে না বন দপ্তর।

পর্যবেক্ষণের জন্য সেটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি চিতাবাঘ পুনর্বাসন কেন্দ্রে। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার মুখ্য বনপাল (উত্তরবঙ্গ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'চিকিৎসকরা চিতাবাঘটির শারীরিক পরিস্থিতি বিশদে যাচাই করবেন। তাঁদের রিপোর্ট মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। যদি চিতাবাঘটিকে ছাড়াও হয় সেক্ষেত্রে দূরের কোনও জঙ্গলকে বেছে নেওয়া হবে।'

১৯ অক্টোবরের হাড়হিম করা মর্মান্তিক ঘটনার পর গ্রামটিতে মোট দুটি খাঁচা পাতে বন দপ্তর। লাগানো হয়েছিল দুটি ট্র্যাপ ক্যামেরাও। মাঝে একদিন ক্যামেরায় চিতাবাঘটির ছবিও ধরা পড়ে। তবে খাঁচাবন্দি হচ্ছিল না চিতাবাঘটি। যেখান থেকে সুশীলাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার পাশেই পেতে রাখা খাঁচায় বুনোটি ধরা পড়ে। টোপ হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছিল ছাগল।

খাঁচাবন্দি খেরকাটার সেই চিতাবাঘ।

বুনোটি খাঁচাবন্দি হওয়ায় এলাকার মানুষ অনেকটাই চিন্তামুক্ত। আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ববি তেলি সাউ বলেন, 'গ্রামবাসীরা আতঙ্ক বুকে চেপে দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। এবারে তা দূর হল। তবে এখানে যাতে স্থায়ীভাবে খাঁচা পেতে রাখা হয় বন দপ্তরের কাছে এমন আর্জি জানানো হয়েছে।'

এলাকার বাসিন্দা রূপেশ ছেত্রী বলেন, 'আমার জমিতে পেতে রাখা খাঁচাতেই চিতাবাঘটি ধরা পড়েছে। এককথায় বলতে পারেন আমাদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে।'

এদিন কাকভোর থেকেই এলাকাবাসী তর্জনগর্জন শুনতে পাচ্ছিলেন। চিতাবাঘ বাবাজি যে ধরা দিয়েছে তা বুঝতে তাঁদেরও দেরি হয়নি। খবর চাউর হতেই গোটা এলাকার মানুষ ভিড় জমান চিতাবাঘ দেখতে। খবর পেয়ে চলে আসেন বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ, বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের কর্মী সহ নাগরাকাটা থানার পুলিশকর্মীরা। খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'চিতাবাঘটি খাঁচাবন্দি হলেও খেরকাটার প্রতি বনকর্মীদের নজরদারি অব্যাহত থাকবে।'

বাসিন্দা রাহুল আলম বলছেন, 'হাতি, চিতাবাঘের সঙ্গেই আমাদের নিত্য সহাবস্থান। তবে এতটা আতঙ্ক এর আগে কখনও এখানে ছড়িয়েছিল কি না জানা নেই।'

বিন্নাগুড়ির হলদিবাড়ি চা বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে জয়প্রকাশ টোপ্পো।

বুড়িছোঁয়া প্রচার ঘাসফুল-পদ্মের

গয়েরকাটা, ২৮ অক্টোবর : সোমবার প্রথমবারের জন্য প্রচারে এসেও বিন্নাগুড়ির দুই চা বাগানে বুড়িছোঁয়া প্রচার সারলেন মাদারিহাট উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো। এদিন সকাল ৭টা নাগাদ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হলদিবাড়ি ও মোরাঘাট চা বাগানে প্রচারে আসেন তৃণমূল প্রার্থী। অল্প সময়ের মধ্যেই দুই চা বাগানে প্রচার সেরেই চলে যান।

অন্যদিকে, এদিন সকালে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গয়েরকাটায় প্রচার সারেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এদিন গয়েরকাটা বাজারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যান তিনিও।

প্রার্থীদের এমন বুড়িছোঁয়া প্রচারে হতাশ শ্রমিকরা। এমনিতেই মাদারিহাট উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সেভাবে প্রচার জমেই ওঠেনি। এদিন দুই চা বাগান সহ গয়েরকাটায় তৃণমূল প্রার্থী ও বিজেপির সাংসদ প্রচারে এলেও সেভাবে সময় না দেওয়ায় অনেকেই হতাশ হয়েছেন। হলদিবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা মনোজ ওরাওঁ জানালেন, তাঁদের চা বাগানে রাস্তাঘাট সহ পানীয় জলের নানা সমস্যা রয়েছে। বললেন, 'শুনেছি এদিন তৃণমূল প্রার্থী প্রচারে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে দেখতে পাইনি। আমাদের সমস্যার কথা তাঁর শোনা উচিত।'

তৃণমূলের বানারহাট ব্লক সভাপতি সাগর গুরুং বলেন, 'শ্রমিকদের কাজের সময়ে আমরা তাঁদের বিরক্ত করতে চাইনি। তাই আমাদের মূল কথা শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রার্থী।' আর বিজেপির মাদারিহাট ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি কৌশিক নন্দী বলেন, 'মনোজদা এদিন কলকাতা থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার পথে গয়েরকাটায় এসেছিলেন। পরে আবার আসবেন।'

মুরগিছানা বিলি ঘিরে বিতর্ক

রাজগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : তৃণমূলের দলীয় অফিসের সামনে থেকে সোমবার সরকারিভাবে মুরগিছানা বিতরণের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বিজেপি নেতাদের প্রশ্ন, সরকারের টাকায় আয়োজিত একটি সরকারি অনুষ্ঠান কী করে একটি রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসের সামনে আয়োজিত হল? সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়। অরিন্দম আবার জানালেন, তিনি কোনও আমন্ত্রণ পেয়ে যাননি, নিজের ইচ্ছাতেই গিয়েছিলেন। পঞ্চায়েত সমিতি এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অভিযোগ, বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অণিমা রায় এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

বিজেপির মান্তাদারি অঞ্চল কনভেনার দুলাল অধিকারী বলেন, 'তৃণমূল সরকারি অনুষ্ঠানগুলিকে দলীয় অনুষ্ঠান বলে চালিয়ে দিচ্ছে। মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।' ব্লক প্রাণীসম্পদ আধিকারিক একজন সরকারি কর্মচারী। তিনি কীভাবে এটা করলেন, সেই জবাব চাইছেন তিনি।

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার বলেন, 'আমি নিজেই জেনেছি সকাল সাড়ে দশটায়।' যদিও অন্য কথা বলছেন রাজগঞ্জ ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক বাণেশ্বর সিং। তিনি বলেন, 'যে কোনও অনুষ্ঠান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ম্যাডামের সঙ্গে আলোচনা করে করা হয়। এই ব্যাপারেও হয়েছিল।' বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানান, তিনি এই ব্যাপারে কিছু জানেন না। সরকারি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়ে অতিথি হয়ে যান। ৪৬২ জনের হাতে ৪,৬২০টি মুরগির ছানা তুলে দেওয়া হয়।

সাজোসাজো রব।।

ময়নাগুড়ির মুনলাইট ক্লাবের পুজোমণ্ডপ। ছবি : অভিরূপ দে

বাসের ধাক্কায় আহত ১

ধূপগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : সোমবার সন্ধ্যায় একটি বাসের ধাক্কায় আহত হন এক বাইকচালক। ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকার ঘটনা। ময়নাগুড়ির দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে বাসটি আসছিল। রাস্তায় ভেমটিয়া এলাকায় চলন্ত ওই বাইকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে বাসটি। তড়িঘড়ি বাইকচালককে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পরে অবশ্য চালককে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাসটিকে উদ্ধারের জন্যে ক্রেনও ডাকা হয়। তবে আরেক বিপত্তি ঘটে। বাসটি গিয়ারে থাকায় ক্রেন বাসটিকে টানতে পারছিল না। একসময় বাসটির গিয়ার নিউট্রাল করতেই সেটি পেছনের দিকে যেতে শুরু করে এবং সড়কের পাশের একটি গ্যারাজে ঢুকে যায়। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এখনও ১০০-র বেশি বলি হলহলিয়ায়

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : পুরোনো হলেও এতটুকু জৌলুস কমেনি হলহলিয়া সর্বজনীন কালীপুজোর। বেশ ধুমধাম করে কালীপুজো হয়। শুরু থেকেই বলির প্রথা চালু ছিল। তা আজও বহাল রয়েছে। এখনও পুজোর দিনে ১০০-র বেশি পাঁঠাবলি হয়। শুধু পাঁঠা নয়, পায়রাবলির রীতিও রয়েছে। ময়নাগুড়ি থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ধূপগুড়ির দিকে যেতে ঝাঝাঙ্গির কিছুটা আগেই হলহলিয়া সেতু। চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই সেতুর পাশেই মায়ের মন্দির। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র এই রাস্তার ধারে মায়ের মন্দিরে পুণ্যার্থীদের যাতায়াত লেগেই রয়েছে। এবার ৭৮ বছরে পা দেবে মায়ের পুজো। সারাবছর মায়ের নিত্যপুজো করা হয়। প্রতি মঙ্গলবার এবং শনিবার ভোগ নিবেদন করে পুজো হয়। প্রত্যেক অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে বিশেষ পুজো হয়।

গোড়ার দিকে এলাকার পুরোনো কিছু বাসিন্দা মিলে এই পুজোর আয়োজন করেন। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে মানুষের আনাগোনা বাড়ে। মনস্কামনা পূরণে রোজ অসংখ্য পুণ্যার্থী ভিড় জমান। পুজোর পরে মায়ের প্রতিমা মণ্ডপেই রেখে দেওয়া হয়। সেই প্রতিমাই সারাবছর পূজিত হয়। কালীপুজোর আগের দিন পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে পুজোর দিন ফের নতুন প্রতিমা নিয়ে এসে আসনে বসানো হয়। পুজো কমিটির সভাপতি দীনেশ রায় জানান, এলাকার সবাই এই পুজোয় একত্রিত হন। বাইরে থেকেও অসংখ্য মানুষ ভিড় জমান। হলহলিয়ার পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, পুজোর দিন রাত তিনটে থেকে পরের দিন বিকেল ৩টে পর্যন্ত টানা ২৪ ঘণ্টা খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না।

পুজো কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় রায় জানালেন, দূরদূরান্তের মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে মায়ের দর্শন করেন। পুজোর পরের দিন শীতবস্ত্র বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে। সেইসঙ্গে আরতি প্রতিযোগিতা, নৃত্য পরিবেশন করা হবে। পুজোমণ্ডপের পাশেই ভোগ রান্নার ঘর তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় এক বৃদ্ধা সাবিত্রী রায়ের কথায়, 'বহু মানুষ এখানে এসে মানত করেন। মাকে ভক্তিসহকারে পুজো করলে মা সেই মনস্কামনা পূরণও করেন। সেই কারণেই প্রতি বছর বলির সংখ্যাও বাড়ছে।'

শ্মশান কালীবাড়ি, থানার পুজো মেটেলির আকর্ষণ

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ২৮ অক্টোবর : মন্দির সহ বারোয়ারি কালীপুজোর সংখ্যা মেটেলিতে নেহাত কম নয়। বেশ জাঁকজমক করেই বহুকাল থেকে এখানে কালীপুজো হয়ে আসছে। দীপাবলি উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই মেটেলি বাজার সহ বিভিন্ন এলাকা আলোয় সেজে উঠতে শুরু করেছে।

মেটেলি বাজার সংলগ্ন কুর্তি নদীর ধারে রয়েছে শ্মশান কালীবাড়ি। পাশেই শ্মশানঘাট। একসময় এখানে মন্দির ছিল না। তখন বাঁশের মণ্ডপ বানিয়ে বার্ষিক পুজো হত। পরবর্তীতে সকলের সহযোগিতায় মন্দির তৈরি হয়েছে। মোটামুটি চার-পাঁচ দশক ধরে এই মন্দিরে বার্ষিক পুজো হচ্ছে। দীর্ঘদিন সেই মন্দির ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল। এবছর মন্দির মেরামত, রং করে ঝাঁ চকচকে হয়েছে। মুক্তিপুর ঘাট কালীপুজো কমিটির তরফে জোরকদমে চলছে কালীপুজোর প্রস্তুতি।

পুজো কমিটির সভাপতি কার্তিক কানু, সম্পাদক মলয় চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জগদীশ গোয়েল, সমীরণ দে, অক্ষয় সোম প্রমুখ জানালেন, এবছর সকলের সহযোগিতায় কালী মন্দিরের মেরামত করা হয়েছে। পুজোয় আলোকসজ্জা সহ সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে। পুজোর দিন বহু মানুষের সমাগম হয় এই মন্দিরে।

অন্যদিকে, মেটেলি থানাপাড়া কালীপুজো কমিটির তরফে মেটেলি থানায় পুজোর প্রস্তুতিতে আলোকসজ্জা চলছে। থানার গেটে বসছে বড় তোরণ। থানার কালী মন্দির রং করা হচ্ছে। এই পুজো দেখতে প্রতিবছর মেটেলি বাজার সহ সংলগ্ন চা বাগান এলাকার মানুষ শামিল হন। সকলের জন্য থাকে প্রসাদের ব্যবস্থা। পুজো কমিটির সম্পাদক সুজন বিশ্বাস বলেন, পুজো উপলক্ষ্যে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার দুঃস্থদের কম্বল প্রদান করা হবে। মেটেলি ওয়াইএমএ ক্লাবের তরফেও জাঁকজমক করে পুজোর প্রস্তুতি চলছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মেটেলির বিভিন্ন কালীপুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়বে বলে উদ্যোক্তারা আশা করছেন।

আজ টিভিতে

রুদ্র ঝিনুককে মারার পরিকল্পনা করে। ফুলকি এবং রোহিত ঝিনুককে বাঁচায়। **ফুলকি** – সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৪০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ৮.১৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১১.৪০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ টক্কর, ২.৫০ লোফার, সন্ধ্যা ৬.০০ গীত সংগীত, রাত ৮.৩৫ বাহাদুর, রাত ১১.১০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধ্যা ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমার মা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বসন্ত বিলাপ

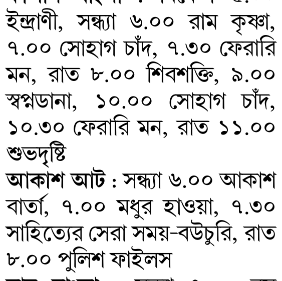

শুধু তোমারই জন্য দুপুর ১.৩০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

সিক্রেট সুপারস্টার দুপুর ৪.২৫ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

বসন্ত বিলাপ দুপুর ২.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), (নিলাম পরিচালনকারী অফিসার) কর্তৃক মালদা ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে ঘরের বাইরে (ওএইচই), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) ... ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ই-নিলাম ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। ...

মালদা ডিভিশনে ঘরের বাইরে (ওওএইচ) ই-নিলাম

...

মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর ই-নিলাম

...

মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেট ওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর ই-নিলাম

... মালদা টাউন, **নিলাম শুরু :** (প্রতিক্ষেত্রে) ০৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। আরও বিশদের জন্য সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-123/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) ... www.ireps.gov.in ...

MLD-125/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ই-টেন্ডার-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২২, তারিখ ২৫.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ... www.ireps.gov.in ...

MLD-124/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Corrigendum Notice

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-22 of 2024-25 for SL 1, 6, 8 9 & DDP/N-23 of 2024-25 for SL-1

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-22 of 2024-25 for SL 1, 6, 8 9 & DDP/N-23 of 2024-25 for SL-1 Closing date extended upto 04/11/2024 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website-www.wbtenders.gov.in

Sd/-

Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice

NIT No. DDP/N-22/2024-25

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-22/2024-25 Serial No-8 regarding credential of the work stated in the NIT 22 of 24-25 Serial No-8 of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad Details of Corrigendum may be seen in the Website-www.wbtenders.gov.in

Sd/-

Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ-এর আশেপাশে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 10000 টাকা, হেড অফিস শিলিগুড়ি। থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। (M) 9046427575, 9434603126. (C/113048)

বিক্রয়

মোগড়াডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালের পাশে পাকা রাস্তার ধারে ২ কাঠা জমিতে দোকানঘর সহ পাকা বাড়ি বিক্রি। (M) 7908604517. (C/112827)

অ্যাফিডেভিট

গত 25.10.24, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Das-এর পরিবর্তে Jyotsna Roy, D/o. Late Parimal Roy হলাম। উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার। (C/111869)

•

আমি প্রমিলা প্রসাদ, স্বামী- শ্যাম প্রসাদ, সাকিন- খালপাড়া, ওয়ার্ড নং-৭, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং এই মর্মে জানাইতেছি যে, আজ তথা ইংরাজি ২৮/১০/২৪ তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট বলে শ্রীমতী ভুনার দেবী থেকে শ্রীমতী প্রমিলা প্রসাদ নামে পরিচিত হলাম এবং উভয়ই একই ব্যক্তি। (C/113239)

•

আমার নাম Stalin Das, Date of Birth- 04/01/1986, S/o. Kanti Lal Das, Vill- Anantanagar, P.O.- Srikrishnapur, P.S.- Islampur, U/D. গত 21/10/2024 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করতে চাই। আমার আধার নম্বর- 760201182594. (S/N)

General Notice

"BORDER FENCING-এর জন্য সরাসরি জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে বড় মিরচা মৌজার (J.L. NO. 117) খতিয়ান নং 286 এর রায়ত গফিজুল পিতা- খাটালু, সাং : নিজ (বড় মিরচা), পোঃ আষারুবস্তি, থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর-কে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৮ (আট) দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O. অফিস চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর-এ হাজিরা দেওয়ার জন্য জানানো যাইতেছে।

Contact No. 9832413002
email : bllrochopra@gmail.com

Sd/-
Assistant Director & Block Land & Land Reforms Officer, Chopra

University of North Bengal
Centre for Distance and Online Education

ADMISSION NOTIFICATION
ACADEMIC SESSION: JULY 2024
UNDER OPEN & DISTANCE LEARNING (ODL) MODE

Applications are invited for the following courses under ODL Mode for **M.A.** *in English, Bengali, Nepali, History, Political Science, & Mathematics*, and **B.Com.** in the academic session July, 2024. The applications are to be submitted through the online system **upto 15.11.2024.** Please go through the 'Information Booklet' carefully before filling-up the online application for. For detailed information, please visit the website at **https://cdoe.nbu.ac.in/** and **www.nbu.ac.in**. The Learner Support Centres: • **NBU Siliguri (H.Q.)** • **NBU Jalpaiguri Campus** • **NBU Saltlake Kolkata Campus**

Advt. No: 60 /R-2024, Dated 29.10.2024 Registrar (Additional Charge)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর খারাপ নিয়ে সমস্যা থাকবে। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। বৃষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ উৎসব। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মিথুন : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ধার করতে হবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে সামান্য কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বাড়ি কেনার সুযোগ আজ। সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সংবাদ পেয়ে আনন্দ। কন্যা : শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। প্রতারককে আজ চিনতে পেরে বিস্মিত হবেন। তুলা : সামান্যেই খুশি থাকুন। কোনও আত্মীয়ের চক্রান্তে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রেমে আনন্দ। ধনু : অন্যায় কাজের থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে হতে পারে। মকর : বস্ত্র, রত্ন ও ইমারত ব্যবসায় লাভবান হবেন। বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : নতুন ব্যবসা নিয়ে বাবার পরামর্শ নিন। ছেলের জন্য আজ কিছু করতে পেরে আনন্দ। মীন : অফিসের কোনও জটিল কাজের সমাধান করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১২ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৭ কার্তিক, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, ১২ কাতি, সংবৎ ১২ কার্তিক বদি, ২৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৮। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ১০।৫৭। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৭।৪৯। ইন্দ্রযোগ দিবা ১০।১১। তৈতিলকরণ দিবা ১০।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।৫৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৭।৪৯ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১০।৫৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৭।৪৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী – নৈর্ঋতে, দিবা ১০।৫৭ গতে ত্রিপাদদোষ। বারবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ১২। ৪৬ গতে ২। ১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬। ৩৪ গতে ৮।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। ধনতেরাস (ধনত্রয়োদশী)। অমৃতযোগ- দিবা ৬। ৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গত ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১। ৪৭ মধ্যে ও ১। ৩২ গতে ৩। ১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫। ৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Toll Free Number: 1800 266 0018

5 YEAR WARRANTY

‡ADDITIONAL CASH DISCOUNT AVAILABLE ON Flipkart | amazon

~INSTANT CASHBACK AVAILABLE ON HDFC BANK | pine labs PAY LATER

Special offers for CSD/CPC/Corporate employees. Reach us at: institutionalsales@heromotocorp.com

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. #Offer is for a limited period or till stock lasts.Offer amount may vary for model/variant and states. For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. Actual value may vary, offer is for a limited period only or till stock lasts. ~The 5% cashback upto ₹5000/- is applicable on minimum transaction of ₹40,000, subject to the credit card company's, T&Cs. ^Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. ‡Flipkart and Amazon offers are subject to the sole discretion & T&Cs of respective organisations.

Authorised Dealers: Durgapur: Dutta Hero, Ph: 9289922686, Muchipara, Ph: 7479000771, Kolkata: Hitech Hero Kasba, Ph: 9289922954, Prince Anwar Shah, Ph: 9289922954, Taratala, Ph: 9289922954 Sri Krishna Automotive- Thakurpukur, Ph : 9289922672, Budge-Budge, Ph: 9830766679, Natunhat, Ph: 923007531, Smsg Hero- Baguiati Ph: 9821696156, Rajarhat Ph: 9821696156, Diamond Harbour, Diamond Ventures,Ph: 9289924246, Andul: Ridhi Hero, Ph: 9289922669, Salkia, Ph: 9289922669, Barrackpore: Raja Hero, Ph: 9289922821, Barasat: Cynosure Hero, Ph: 9289922432, Belghoria, Ph: 9289922432, Chandannagar: Argosy Hero, Ph: 9289923070, Baruipur: Sri Krishna Hero, Ph: 9289922725, Sonarpur, Ph: 9289922725, Jaynagar, Ph: 9289922725 Dankuni: Auto Palace Hero, Ph: 9289922397, Howrah: Shibpur: Amit Hero, Ph: 9289922185, Uluberia – Khalisani: J D Hero, Ph: 9289923159, Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Naihati: Naihati Hero, Ph: 9289922798, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Asansol: Avik Hero, Ph: 9289923194, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Bankura: Dutta Hero, Ph: 9289922471, Basirhat: Das Hero, Ph: 9289922639, Berachampa (Goyra) Ph:9289922639, Swarupnagar Ph:9289922639, Berhampore: Golden Hero, Ph: 9289922938, Nirmal Auto Mobile , Ph: 9289233028 , Burdwan: Rudra Hero, Ph: 9289922186, Contai: C M Hero, Ph: 9289922860, Krishnanagar: G.P. Hero, Ph: 9289922553, Midnapore: Palco Hero, Ph: 9289922402, Jhargram, Ph: 8158896283 Purulia: Aswini Hero, Ph: 9289923126, Kharagpur: Amit Hero, Ph: 9289923206, Raghunathgunj: Golden Automart Hero, Ph: 9289922867, Ranaghat: Diamond Hero, Ph: 9289923805 Raniganj: Pradip Hero, Ph: 9289922190, Rupnarayanpur: S. M. Hero, Ph: 9289922508, Rampurhat: Paul Hero, Ph: 9289923079, Suri: International Hero, Ph: 9289922507, Tamluk: Supreme Hero, Ph: 9289922187, Tarakeswar: Super Hero, Ph: 9289922801, Belda: Hi Tech Hero, Ph: 9289923116, Alipurduar: Dutta Hero, Ph: 9289923146., Haldia: Krishnaa Hero, Ph: 9821697401Associate Dealers: Bishnupur: Premier Automobiles-9434108414, Dhulian: Chowdhury Motors-8373070210, Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dubrajpur: Taher Automobiles-9434008580, Santipur: Brajo Gopal Auto Centre-9733556837, Arambag: Sarada Distributors-9735858690, Andal More: Rahul Automobiles-7908394924, Khidirpur: Rounak Motors-9903675220, Ghatal: Das Traders-9332992200, Bolpur: Auto Tech-9531536181, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Bagnan: Disari India Automobiles-7908416228, Raghunathpur: Nag Automobiles-7797040044, Sainthia: Dutta Motors-9735883954, Habra: Auto World-9232166160, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre-9733726677, Judurberia: Quick Auto-8240505651, Egra: Ananya Automobiles-8653855129, Canning: Srikrishna Motors-7001311822, Karimpur Thanar More: Biswas Automobiles-8609050955, Gushkara: Auto Gallery-9476134546, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Sonamukhi: Mahamaya Motors-9614814509, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Katwa: Maa Chamunda Automobiles-9609156240, Lalgola: Rakesh Motors-9800964576, Farakka: Ankur Motors-8343078965, Sherabazre: Deb Automobiles-9851082518, Itahar: Deep Auto Centre-9800630306, Panagarh: Tarama Auto-8001623333, Sinthi: Auto Sales Corporation-8240893364, Nalhati: Rana Motors-9093570900, Aurangabad: Bandana Motors-8170953131, Debagram Garur Hat: A.M Auto Centre-7797429333, Bharatpur: Khan Auto Centre-9083556351, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422, Kotasur: Dutta Automobiles-8250672477

FCP/INTERFACE/6878/OCT2024/BENGALI

ক্রেতা আদালতের রায় মানল বিমা কোম্পানি

১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বেসরকারি বিমা কোম্পানি গড়িমসি করছিল। ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের রায়ে সেই বিমা কোম্পানি ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হল। সোমবার বিমা কোম্পানির প্রদান করা চেক আদালতে এসে নিয়ে যায় মৃতের পরিবার। অন্যদিকে, শপিং মলের নাম লেখা ক্যারিব্যাগের জন্য ছয় টাকা নেওয়া হয়েছিল। মামলা দায়ের করার পর সংশ্লিষ্ট শপিং মলকে ৪০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ জলপাইগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের। জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের বিচারক তথা প্রেসিডেন্ট অপূর্বকুমার ঘোষ বলেন, 'কয়েক বছর আগে বাইক দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হয়। পরে যে কোম্পানিতে বাইকটি বিমা করা ছিল তাঁরা তরুণের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দিতে গড়িমসি করেছিল। এরপর মৃত তরুণের মা ভারতী দাস বিমা কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। আদালত সিদ্ধান্তের পর বিমা কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হয় ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। বিমা কোম্পানির দেওয়া ১৫ লক্ষ টাকার চেক এদিন ভারতী দাসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একইভাবে একটি শপিং মলে ক্রয় করা সামগ্রী নেওয়ার জন্য টাকার বিনিময়ে মলের নাম লেখা ক্যারিব্যাগ এক ক্রেতাকে দেয়। এরপর ওই ক্রেতা শপিং মলের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। আদালত ২৯ নভেম্বরের মধ্যে ওই শপিংমলকে ৪০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে অভিযোগকারীকে দেওয়ার জন্য।'

২০২১ সালে জলপাইগুড়ির বামনপাড়ার বাসিন্দা শিবু দাসের বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। ছেলের মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণের জন্য মা ভারতী একাধিকবার বিমা কোম্পানিতে দরখাস্ত করেছেন। অভিযোগ, বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে কার্যত অস্বীকার করে। এরপর কোনও উপায় না পেয়ে ভারতী ২০২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের দ্বারস্থ হন। ছেলের মৃত্যু সংক্রান্ত এবং বিমার যাবতীয় নথি তিনি আদালতে জমা দেন। লিগ্যাল এইডস ফোরাম থেকে ভারতী আইনজীবী নিয়োগ করেন। শুরু হয় মামলা। এক বছর শুনানি চলার পর আদালত সিদ্ধান্ত নেয় বিমা কোম্পানিকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার। ভারতীর কথায়, 'বিমা কোম্পানিতে অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু তারা নানান অজুহাত দেখিয়ে বিমার ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে গড়িমসি করছিল। বাধ্য হয়ে আমি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আদালতের রায়ে আমি খুশি।'

ঘটনাক্রম

- কয়েক বছর আগে বাইক দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হয়
- যে কোম্পানিতে বাইকটি বিমা করা ছিল তারা তরুণের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দিতে গড়িমসি করছিল
- মৃত তরুণের মা ভারতী দাস বিমা কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন
- বিমা কোম্পানির দেওয়া ১৫ লক্ষ টাকার চেক সোমবার ভারতীর হাতে তুলে দেওয়া হয়

দীপাবলির জন্য লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তি বিক্রি হচ্ছে। সোমবার। মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

আইনি পদক্ষেপ

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলা আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে'র বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় উসকানিমূলক মন্তব্যের প্রতিবাদে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সংগঠন। বিভিন্ন মহল থেকে সংগঠনের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন কটূক্তি ও বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। সোমবার জেলা তৃণমূল অফিসে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনি আয়োজিত হয়। সেখানে সকল নেতৃত্ব জেলা সভাপতিকে আইনি পথে হাঁটার জন্য পরামর্শ দেন। তপন জানান, তিনি জেলা তৃণমূল সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

থমকে ফোর লেনের কাজ

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের বিন্নাগুড়ি মৌজায় ফোর লেনের কাজ এখনও থমকে রয়েছে। সমস্যা সমাধানে সোমবার কোনও প্রশাসনিক বৈঠক হয়নি। মঙ্গলবারেও কাজ শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের ফোর লেন সার্ভে, ডিপিআর তৈরির জন্য সমীক্ষা করতে গিয়ে ২৫ অক্টোবর অফিসার ও কর্মীরা স্থানীয়দের হাতে আক্রান্ত হন। নিরাপত্তার অভাবের অভিযোগে তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেন। স্থানীয়দের দাবিপূরণ না হলে তাঁরা কাজ করতে দেবেন না বলায় গুরুত্বপূর্ণ এই রুটের কাজ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

ব্যাংকে ভোগান্তি

বেলাকোবা, ২৮ অক্টোবর : লিংক ফেলিওরের ফলে সোমবার ভুগতে হল স্থানীয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহকদের। সেইসঙ্গে খারাপ ছিল সংলগ্ন এটিএমটিও। তাতে ভোগান্তি আরও বেড়েছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, এদিন সকাল থেকেই দীর্ঘক্ষণ ব্যাংকে লিংকের সমস্যা ছিল। এব্যাপারে ব্যাংক ম্যানেজার গৌতম রসাই বলেন, 'লিংকের স্পিড কম ছিল। আর এটিএম নিয়ে তিনি খোঁজখবর করে ব্যবস্থা নেবেন।'

বধূ নিখোঁজ

ময়নাগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : ফের এক বধূ নিখোঁজের ঘটনা ঘটল ময়নাগুড়িতে। ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। নিখোঁজ ওই বধূ গত ২৪ অক্টোবর দুপুরে বাড়িতেই ছিলেন। বিকেল ৫টা নাগাদ বাড়ির কাউকে কিছু না বলেই তিনি বেরিয়ে যান। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। নিখোঁজ বধূর স্বামী এই বিষয়ে সোমবার ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। ওই বধূর স্বামী সিকিমে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ২৩ অক্টোবর তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। নিখোঁজ বধূর কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে। যদিও সেই ফোনটি বন্ধ। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

কমিটি গঠন

বেলাকোবা, ২৮ অক্টোবর : রবিবার কুকুরজান হাইস্কুলে সিপিএমের রাজগঞ্জ ব্লক এরিয়া কমিটি গঠিত হল। গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠকে দলের সদস্যদের মধ্যে ১৯ জনকে নিয়ে কমিটি হয়। কমিটির সম্পাদক রতন রায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। রতন বলেন, 'কমিটিতে তিনজন মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়েছে।' বৈঠকে আগামীদিনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও আরজি কর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

হাসপাতালে ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট দাবি

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : বেশ কিছুদিন ধরেই রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ব্লাড স্টোরেজ ইউনিটের দাবি উঠছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের বেশ কিছু তরুণ কয়েকদিন ধরে রাজগঞ্জ এলাকায় এই দাবির সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। সোমবার তাঁরা রাজগঞ্জের বিএমওএইচ ডাঃ রাহুল রায়ের হাতে তুলে দেন গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র। বিএমওএইচ দাবিটি সহানুভূতির সঙ্গে দেখার এবং সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

রক্তের অভাবে অনেক সময় রোগীর প্রাণসংশয় এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটার সাক্ষী রয়েছে রাজগঞ্জ। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগ বলেন, 'অনেক সময় রক্ত নিয়ে আসতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। সমস্যা মেটাতে দলমতনির্বিশেষে রাজগঞ্জের মানুষ রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ব্লাড স্টোরেজ ইউনিটের দাবি জানাচ্ছে।' রাজগঞ্জের বিএমওএইচ রাহুল রায় বলেন, 'গ্রামীণ হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক খোলা সম্ভব নয়। ব্লাড ব্যাংকের জন্য নির্দিষ্ট মেডিকেল অফিসার নার্স, অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। কিন্তু ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া যেতেই পারে।'

রাজগঞ্জের বিএমওএইচ ডাঃ রাহুল রায়ের হাতে দাবিপত্র দেওয়া হচ্ছে।

> রক্ত জীবন বাঁচাতে পারে। জীবন ছিনিয়েও নিতে পারে। সমস্যা মেটাতে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ব্লাড স্টোরেজ ইউনি খোলার দাবি জানালাম আমরা।
>
> **তন্ময় মোদক** *সমাজসেবী*

যে তথ্যটি বেশি করে উঠে আসছে তা হল শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি শহরের মাঝে রাজগঞ্জ এলাকায় কোনও ব্লাড ব্যাংক নেই। মুমূর্ষু কোনও রোগীর রক্তের প্রয়োজন হলে আত্মীয়রা ছুটে যান শিলিগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ির কোনও ব্লাড ব্যাংকে। অনেক ক্ষেত্রে রক্ত না পেয়ে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে রোগীর আত্মীয়দের। দাবিপত্র তুলে দিয়ে সমাজসেবী তন্ময় মোদক বলেন, 'রক্ত জীবন বাঁচাতে পারে। জীবন ছিনিয়েও নিতে পারে। সমস্যা মেটাতে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ব্লাড স্টোরেজ ইউনিটের দাবি জানালাম আমরা।' এবিষয়ে বিএমওএইচের বক্তব্য, 'এলাকার তরুণদের দাবি যুক্তিসংগত। এলাকার মানুষের দাবি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

প্রশাসনের দ্বারস্থ শ্রমিকরা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন করলাভ্যালি চা বাগানের ২০০-এর বেশি আদিবাসী পরিবারের নাম আবাস যোজনা প্রকল্পে তালিকাভুক্ত হয়নি। তাঁরা সরকারি আবাস পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে করলাভ্যালি চা বাগানের শ্রমিকরা সোমবার জলপাইগুড়ি সদর বিডিও'র দ্বারস্থ হন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রুবিনা মুন্ডার নেতৃত্বে শ্রমিকরা বিডিও'র কাছে যান।

ওই পরিবারগুলি কাঁচা ঘরে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকগুলি ঘর বসবাসের অযোগ্য। বিপুল খেড়িয়া, সুনিতা ওরাওঁ, জুলিস্তা ওরাওঁ, জুগ্মু খেড়িয়া প্রমুখের ঘরের ওপরে ঠিকমতো ছাউনি নেই। বর্ষায় হুহু করে ঘরের মধ্যে জল ঢুকে পড়ে। কনকনে ঠান্ডায় তো টেকাই দায়। সম্প্রতি আবাস যোজনা প্রকল্পে ২০১৮-এর তালিকা নিয়ে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। বিপুলের কথায়, 'আমাদের গৃহহীন থাকার বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে নতুন ঘর দেওয়া হোক।' বিডিও মিহির কর্মকার বললেন, 'করলাভ্যালি চা বাগানে আবাস যোজনার সার্ভে হয়েছে। বর্তমানে ওই সার্ভের বিষয়ে সমীক্ষা চলছে। নতুন করে কোনও নাম সংযোজনের সুযোগ নেই। পরবর্তীতে সরকার নতুন করে নাম সংযোজন করার নির্দেশ দিলে তা নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

২০১৮ সালের আবাস যোজনার সার্ভে করা হয়। তাতে জলপাইগুড়ি জেলার ২৩ হাজার ৮০০ ব্যক্তির নাম রয়েছে। রুবিনা মুন্ডা বলেন, 'সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসীরা অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু ২০১৮ সালের সমীক্ষায় ওই ২০০ পরিবার প্রকল্পের বাইরে চলে যায়। আমরা চাই আদিবাসী পরিবারগুলি সরকারি পরিষেবার পুরো সুযোগ পাক।' রুবিনা আরও জানান, তাঁর নির্বাচনি এলাকায় ২৫০ জনের মধ্যে মাত্র ৩৩ জনের নাম প্রকল্পের আওতায় এসেছে। যে সমস্ত আধিকারিক আবাস যোজনার কাজে তদারকি করেছেন সেখানে খামতি রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সততার পরিচয়

বেলাকোবা, ২৮ অক্টোবর : সততার পরিচয় দিলেন এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। সোমবার বেলাকোবা সেন্ট্রাল ব্যাংকের এটিএমে চার হাজার টাকা তুলতে গিয়ে তা না নিয়ে ফিরে যান এক বেলাকোবাবাসী। ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি ব্যাংক ম্যানেজার সৌম্যদীপ দুবের কাছে অভিযোগ জানাতে এলে জানতে পারেন, এক ব্যক্তি এটিএম থেকে চার হাজার টাকা পেয়েছেন এবং তাঁর মোবাইল নম্বর দিয়ে গিয়েছেন। সেই নম্বরে যোগাযোগ করলে শিক্ষক হারেস আলি আহাম্মেদ সেন্ট্রাল ব্যাংকের ম্যানেজারের কক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁকে চার হাজার টাকা ফিরিয়ে দেন।

খুদেদের উপহার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : ৫০ জন দুঃস্থ খুদে পড়ুয়া সোমবার স্কুলব্যাগ, খাতা, পেন্সিল প্রভৃতি পেয়ে দারুণ খুশি। জলপাইগুড়ির কদমতলার ব্যবসায়ী সুইটি ঘোষ ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ওই খুদেদের মুখে হাসি ফুটল।

পানীয় জলের সংকট

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৮ অক্টোবর : সকাল সকাল পাড়ার মোড়ে পুরসভার কলের কাছে লম্বা লাইন। কেউ কেউ লাইনে বালতি রেখে পাশের ওয়ার্ডের জলের কল দেখে আসছেন। সেখানে জল পড়ছে কি না। আবার ভয়ও হয় নিজের ওয়ার্ডের কলের জল কখন শেষ হয়ে যায়। আবার দৌড়ে আসেন পাড়ার মোড়ে। রোজই পানীয় জল সংগ্রহ করতে বাসিন্দাদের হয়রান হতে হচ্ছে। কারণ একাধিক ওয়ার্ডে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। বাসিন্দারা বলছেন, শহরের ১, ২, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডগুলিতে কার্যত পানীয় জল মিলছে না। তবে শহরের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে আবার বিপরীত চিত্র। এই তিন ওয়ার্ডে আবার পানীয় জল পরিষেবা যথেষ্ট ভালো। দু'বেলা ঠিকমতো জল মিলছে। পাশাপাশি ওয়ার্ডের প্রতিবেশী একজন পুরসভার কলের জলে স্নান করছেন। আরেকজন এক বোতল জলে সারাদিনের তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন। বাসিন্দারা বলছেন, সবে অক্টোবর। এই সময় থেকেই জলকষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই ব্যাপারে পুরসভার জল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার নারায়ণ দাস বলেন, 'জলের প্রেশার কম থাকায় সংকট শুরু হয়েছে। পুরসভায় সবটাই জানানো হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা মিষ্টি রায় বলেন, এই সমস্যা দিনকে-দিন বেড়েই চলছে।

টুকরো খবর

সচেতনতামূলক কর্মসূচি

মালবাজার, ২৮ অক্টোবর : মাল ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের রানিচেরা চা বাগানে সোমবার অনুষ্ঠিত হল এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের (ইপিএফও) সচেতনতামূলক কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে চা শ্রমিক সহ অন্যদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হয়। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমস্যা থাকলে তা দূর করার জন্যও আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানটিতে আধিকারিক, কর্মী সহ বাগানের অন্য কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। অর্গানাইজেশনের অঙ্কুর সিংহ রায় বলেন, 'প্রতি মাসে এই ধরনের একটি আউটরিচ শিবির করা হয়।'

সাহায্য

রাজগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : প্রায় এক মাস আগে রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুধিয়া চর এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়। সোমবার ওই পরিবারটির খোঁজখবর নিতে তাঁদের বাড়িতে যান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় এবং রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার। বিধায়ক জানান, তিনি ওই পরিবারের দুই সদস্যের বর্তমান অবস্থার সম্পর্কে জানার জন্যই তাঁদের বাড়িতে এসেছেন। আগামীদিনে তাঁদের সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। ২৭ সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাড়ির মালিক পরেশ দাস, তাঁর স্ত্রী দীপালি দাস, ছেলে মিঠুন দাস ও দুই বছরের নাতি সুব্রত অধিকারী মারা যান।

রক্তদান শিবির

ধূপগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : সোমবার সোনাতলা হাট জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষের তরফে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। একইসঙ্গে বস্ত্রদান ও সেমিনারও করা হবে বলে জানিয়েছেন। জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানায়, এদিন রক্তদান শিবিরে ৫০ জন রক্তদান করেন।

বিজয়া সম্মিলনি

ময়নাগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার তরফে ময়নাগুড়ি পশ্চিমপাড়া দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠিত হল। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মানুষকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়।

জিআর টোকেন নিয়ে অসন্তোষ

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৮ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে শহরের দরিদ্র বাসিন্দাদের জন্য জিআর বণ্টন করা হয়। সেজন্য পুরসভার তরফেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের দেওয়া হয় জিআর-এর টোকেন। সেই টোকেন বণ্টন নিয়ে এবার সরব হলেন মাল পুরসভার একাধিক কাউন্সিলার।

কালীপুজো উপলক্ষ্যে সেই জিআর-এ মাথাপিছু ৬ কেজি করে চাল দেওয়ার কথা। সেই মতো মাল পুরসভা থেকে সব কাউন্সিলারের মধ্যে জিআর দেওয়ার টোকেন ভাগ করে দেওয়া শুরু হয়েছে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ দাবি করেছেন, তাঁকে যে সংখ্যক টোকেন দেওয়া হয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। সুরজিৎ বলেন, 'আমি বিগত দিনে ভাইস চেয়ারম্যানকে বারবার বলেছিলাম যে আমার ওয়ার্ডে গরিব মানুষের সংখ্যা বেশি। তাই আমার টোকেনের সংখ্যা আরও একটু বাড়িয়ে দেবেন। আমার ওয়ার্ডের জন্য বরাদ্দ মাত্র ২৫০টি। আমি চেয়েছিলাম ৩০০টি টোকেন। তা পাইনি বলে আমি টোকেন নিতে অস্বীকার করেছি।' এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি পরোক্ষে মেনে নিয়েছেন যে জিআর টোকেনের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তবে তাঁরা তা সব ওয়ার্ডে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। উৎপল বলেন, 'সুরজিৎ কেন প্রতিবাদ করছে, সেটা আমার জানা নেই। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। আর সুরজিৎ এব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনও আলোচনাও করেননি।' শাসকদলের দুই কাউন্সিলারের এই তর্জায় কোন্দলের আভাস দেখতে পাচ্ছে বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা। তিনি বলেন, 'সামাজিক পরিষেবা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল তো রয়েছেই। তা বারবার সামনে চলেও আসছে। আর ওদের গোষ্ঠীকোন্দলের ফলে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে।'

তবে কেবল সুরজিৎই নয়, একই বিষয়ে সরব হয়েছেন অন্য কাউন্সিলাররাও। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একমাত্র কাউন্সিলার বিজেপির সুশান্ত সাহাও টোকেনের সংখ্যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি ২০০টি টোকেন পেয়েছি। আরও পেলে ভালো হত।'

ফাটাপুকুরের কিশোর সংঘের ২০ হাতের কালী প্রতিমা।

শ্যামার আরাধনায় বেলাকোবা

বেলাকোবা, ২৮ অক্টোবর : পানিকৌরি অঞ্চলের অন্যতম সেরা কালীপুজোগুলোর মধ্যে একটি ফাটাপুকুর কিশোর সংঘের কালীপুজো। এবার সেই পুজোর ৩০তম বর্ষ। তাদের থিম অনুভূতি। কিশোর সংঘ পুজো কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর ঘোষ বলেন, 'মানুষের চিন্তাভাবনা এবং সমাজে তার প্রভাব কী, সেই বার্তাই দেওয়া হবে।'

পুজোর বাজেট আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা। ২০ হাত প্রতিমা, নজরকাড়া মণ্ডপ ও এক কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে আলোকসজ্জা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আশা উদ্যোক্তাদের।

বেলাকোবা বাবুপাড়া সর্বজনীন শ্যামাপুজো কমিটি এবার কাল্পনিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপ গড়তে চলেছে। তার প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির আবাসিকদের যৌথ উদ্‌যোগে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মৃৎশিল্পীর হাতে বানানো প্রতিমা শোভা পাবে মণ্ডপে। পুজো কমিটির সদস্য প্রসেনজিৎ দে বলেন, 'এবছর পুজোতে তিনদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, ভোগ বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ যাবতীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।'

এবছর ১৭তম বর্ষে পা দিতে চলেছে পণ্ডিতের বাড়ি সর্বজনীন পুজো কমিটির পুজো। পুজো কমিটির সদস্য বিশাল রায় জানিয়েছেন, পুজোর পরের দিন ভোগ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জেলার খেলা

জেলা দলে ইমন

চালসা, ২৮ অক্টোবর : আইএফএ-র অনূর্ধ্ব-১৪ ফুটবলে জলপাইগুড়ি জেলা দলে সুযোগ পেল মেটেলি ব্লকের চালসা সংলগ্ন শালবাড়ির ইমন গুরুং। ব্যবসায়ী কার্তিক গুরুং ও গৃহকর্তী দীপা গুরুংয়ের ছেলে ইমন বিন্নাগুড়ি সেন্ট জেমস স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। জাতীয় দলের হয়ে ফুটবল খেলার স্বপ্ন ইমনের।

টি২০ ক্রিকেট

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর: আন্তঃজেলা টি২০ ক্রিকেটে সোমবার জলপাইগুড়ি বনাম শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ম্যাচ খারাপ আবহাওয়ার জন্য ভেস্তে যায়। সেই ম্যাচটি হবে মঙ্গলবার। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রথম ম্যাচ না হওয়ায় জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলাকে ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে।

কোরানিপাড়ায় দিনে পূজিত হন কালী

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে রাতেরবেলায় সাধারণত কালীপুজো হয়ে থাকে। সারারাত মায়ের আরাধনায় ভক্তরা ব্রতী হন। কিন্তু জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন কোরানিপাড়া এলাকায় প্রায় ৪৫০ বছরের পুরোনো কালী মন্দিরে মা দিনেরবেলায় পূজিত হন। শুনতে অবাক লাগলেও বছরের পর বছর ধরে এই নিয়ম চলে আসছে। কোরানিপাড়া গদাধর ক্যানাল সংলগ্ন পুরাতন পান্ডাপাড়া মাতৃমন্দিরে তাই কালীপুজোয় রাতে পুজোর আয়োজন হয় না। ওই দিন সকালে নিত্যপুজোর মতোই মা পূজিত হন। তবে, দুর্গাপুজোর অষ্টমী তিথিতে মায়ের বাৎসরিক পুজো হয়। সেটিও দিনেরবেলাতে। পাশাপাশি এই মন্দিরে কোনও কালী প্রতিমার দেখা মিলবে না। তার বদলে বেদি রয়েছে। সেখানেই পুজো করা হয়। মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত বিমানশেখর রায় বলেন, 'এই মন্দিরে রাতে পুজোর বিধান নেই। তাই কালীপুজোয় অমাবস্যা তিথিতে রাতে পুজো হয় না। প্রতিদিনের মতো ওই দিন সকালে মন্দিরে নিত্যপুজো হয়। সন্ধ্যাবেলায় প্রচুর ভক্ত এসে মোমবাতি জ্বালিয়ে যান।'

মূর্তি ছাড়া বেদিতে এখানেই মায়ের পুজো হয়। সোমবার। -সংবাদচিত্র

> এই মন্দিরে রাতে পুজোর বিধান নেই। তাই কালীপুজোয় অমাবস্যা তিথিতে রাতে পুজো হয় না। প্রতিদিনের মতো ওই দিন সকালে মন্দিরে নিত্যপুজো হয়। সন্ধ্যাবেলায় প্রচুর ভক্ত এসে মোমবাতি জ্বালিয়ে যান।
>
> **-বিমানশেখর রায়** *পুরোহিত*

স্থানীয় সূত্রে খবর, আগে এই মন্দির বলতে ছিল মাটির বেদি। আর বট গাছের নীচে শিবলিঙ্গ। প্রতি শনি-মঙ্গলবার ও অমাবস্যা তিথিতে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতে আসতেন। রাস্তায় কোনও আলোর ব্যবস্থা ছিল না। সময় পালটেছে। এখন কংক্রিটের মন্দির তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখনও ৪৫০ বছরের পুরোনো বেদিতেই দেবী পূজিত হন। যাঁদের জমির উপর এই মন্দির সেই বংশের সন্তান পুলক শর্মা আগে দেবীর পুজো করতেন। কিন্তু বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিন বছর ধরে পুরোহিত বিধানশেখর রায় পুজো করছেন।

মন্দিরের ইতিহাস প্রসঙ্গে পুলক বলেন, 'শুনেছি সেই সময় পান্ডাপাড়া এলাকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পাশাপাশি ছিল শ্মশান ও কবরস্থান। সেসময় ঠাকুরদার বাবাকে দেবী স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে তিনি এখানে থাকবেন। প্রথমে মাটির বেদি করে পুজো হত। প্রতিমাও আনা হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নে দেবীমূর্তি না রাখার কথা জানান। এই দেবীর বিশেষত্ব হল তিনি স্বয়ংসিদ্ধা। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে মায়ের কাছে আসেন, প্রার্থনা করেন। ভক্তিসহকারে ডাকলে মা সকলের মনস্কামনা পূরণ করেন।'

শুনানির সময় অশ্লীল ভিডিও

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে আদালতের কাজকর্ম চলার সময়েই ইউটিউব লাইভ হ্যাক হয়ে যায়। সোমবার বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তর ৭ নম্বর এজলাসে মামলা মেনশন করার সময় এই ঘটনা ঘটে। হঠাৎ করেই চলতে থাকে অশালীন পর্নোগ্রাফি ভিডিও। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং। পরবর্তীকালে আদালতের কার্যবিবরণী থেকে ওই অংশটি বাদ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রযুক্তি বিভাগ।

হঠাৎ করে ওই অশালীন ভিডিও শুরু হওয়ায় যান্ত্রিক কারণে খুব তড়িঘড়ি করে কিছু করা যাচ্ছিল না। শুধু 'মোড অফ অপারেশন'টা দ্রুত প্রাইভেট করে দেওয়া হয়। এখন হাইকোর্টে পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে শুনানি চলছে। ফলে আদালতের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদেরও এই বিষয়ে কোনও গাফিলতি রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের তরফে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে হাইকোর্টের ইউটিউব চ্যানেল হ্যাকের ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেলও হ্যাক হয়ে যায়। লাইভ স্ট্রিমিং চলাকালীন ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচার শুরু হয়।

মুখ্যসচিবকে পালটা মেল নয়া সংগঠনের

অভয়া তহবিলে প্রশ্ন

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : এবার আট দফা দাবি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ই-মেল করল সদ্য গঠিত জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'। এতদিন ১০ দফা দাবি নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে একা দাপিয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। নতুন সংগঠন হওয়ার পরেই পুরোনো সংগঠন (ফ্রন্ট)-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওই ই-মেল করলেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। তাঁদের দাবির প্রথমটিই ৮ অগাস্ট রাতে আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর তদন্ত ও অপরাধীর ফাঁসি। একইসঙ্গে 'অভয়া'-র নামে যে তহবিল গঠন হয়েছে, তাকে বেআইনি বলে অভিযোগ জানিয়ে তহবিল অডিটের দাবিও জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন।

ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর পরই জুনিয়ার ডাক্তাররা বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। তখনই জন্ম নেয় জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। 'অভয়া'-র মৃত্যুর বিচারের দাবির পাশাপাশি মোট ১০ দফা দাবি নিয়ে শুরু হয় আন্দোলন। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ওই দশ দফা দাবি নিয়ে বৈঠক করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়ার ডাক্তারদের অধিকাংশ দাবিই মেনে নেন। কিন্তু স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের অপসারণ সহ কয়েকটি দাবিতে অনড় থাকেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। এরই মধ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগ ওঠে জুনিয়ার ডাক্তারদেরই একাংশের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন হাসপাতালের বেশ কিছু জুনিয়ার ডাক্তারের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়। তাঁদের হাসপাতালে ও হস্টেলে ঢুকতে নিষেধ করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে হাইকোর্ট এই নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দেয়। অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, 'যারা থ্রেট কালচারের কথা বলছে, তাদের বিরুদ্ধেই দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। ফ্রন্টের হয়ে কথা বলায় তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে।'

যে ১০ দফা দাবি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের নতুন সংগঠন মুখ্যসচিবকে ই-মেল করেছে, তার অন্যতম 'অভয়া'র মৃত্যুর পর বিচারের দাবিতে যে তহবিল গঠন হয়েছে তার অডিট। অ্যাসোসিয়েশন এরই মধ্যে অভিযোগ করেছে, ওই তহবিলে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। ফ্রন্ট অবশ্য আগেই জানিয়েছে, সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় এই টাকা দিয়েছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের অপর দাবি, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে 'থ্রেট কালচার'-এর যে অভিযোগ উঠে এসেছে, সেই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা। আবার কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে একপক্ষের বক্তব্য শুনে যেন শাস্তি না দেওয়া হয়, সেই আর্জিও জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগে বহু জুনিয়ার ডাক্তারকে হাসপাতালে ঢুকতে বারণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে আরজি করের ৫১ জন জুনিয়ার ডাক্তার ছিলেন। যদিও হাইকোর্টের নির্দেশে তাতে স্থগিতাদেশ মিলেছে। ফ্রন্ট-এর দাবিমতো টাস্ক ফোর্স, রোগী কল্যাণ সমিতি সহ সমস্ত কমিটিতে নিজেদের প্রতিনিধিও চেয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। ফ্রন্টের সমান সমান প্রতিনিধিত্ব তারা দাবি করেছে।

মরচে ধরা কাঁচি

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : রোগীর অপারেশন করার সময় ভেঙে গেল মরচে ধরা কাঁচি। এসএসকেএম হাসপাতালের এই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। ভেঙে যাওয়া কাঁচির ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করে তারা। বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। অভিযোগ, অপারেশনের সময় হঠাৎই ভেঙে যায় ওই কাঁচিটি। তখনই দেখা যায়, সেটিতে মরচে পড়ে আছে। সেই মরচের ওপরেই রঙের প্রলেপ থাকায় তা ধরা যায়নি। কিছুদিন আগে আরজি করে ট্রমা কেয়ারে রক্তমাখা গ্লাভস নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। এবার অভিযোগ উঠল এসএসকেএমে।

সময়সূচি বদল

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : একাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-২ পরীক্ষার সময়সূচিতে বদল আনল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২৩ মার্চ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। একই সঙ্গে সিমেস্টার-২ পরীক্ষাও চলবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, সিমেস্টার-২ পরীক্ষা দুপুর ৩টের পরিবর্তে বেলা ২টো থেকে ৪টে অবধি হবে। তবে ভিজুয়াল আর্ট, মিউজিক ও ভোকেশনাল সাবজেক্টের পরীক্ষা হবে দুপুর ২টো থেকে ৩.১৫ মিনিট পর্যন্ত। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষাও সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

ডাক্তারদের পাশে আর নয় : শুভেন্দু

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, ২৮ অক্টোবর : জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে বিজেপির একেবারে ইউ-টার্ন। এই আন্দোলনের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না বিজেপি। স্পষ্ট করে সেকথা জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জুনিয়ার ডাক্তাররা অবশ্য কখনোই বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে রাজি ছিলেন না। বরং ওই আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে গো ব্যাক স্লোগান শুনে ফিরতে হয়েছিল।

তবুও জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে তাঁরা আছেন বলে এতদিন মন্তব্য করতেন বিজেপি নেতারা। সোমবার পুরো উলটো কথা শোনা গেল শুভেন্দুর মুখে। তিনি বলেন, 'প্রথম দিন থেকে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু যেদিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেছেন, সেদিন থেকে আমরা জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে নেই। নো কম্প্রোমাইজ উইথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য রবিবার জুনিয়ার ডাক্তারদের সমালোচনা করেছিলেন শুভেন্দু ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সোমবার আরও এক ধাপ এগিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতি নৈতিক সমর্থন দূরের কথা, সহানুভূতিও বিজেপির থাকবে না বলে স্পষ্ট করে দিলেন বিরোধী দলনেতা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার করতে তিনি সোমবার ঝাড়খণ্ড পৌঁছেছেন। যদিও যাওয়ার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি বাংলার ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

শুভেন্দু শুধু বলেন, 'বাংলায় হিন্দুরা ভোট দিতে পারেন না। এর আগে চারটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শুধু বিজেপির নয়, সিপিএম, তৃণমূলের হিন্দু ভোটাররাও ভোট দিতে পারেননি। দিতে পারলে মমতার সরকার পড়ে যাবে। কোনও সনাতনী, হিন্দু ও জনজাতি ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবেন না।'

প্রাক্তন মন্ত্রী সাইরানি প্রয়াত

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : মারা গেলেন বাম জমানার প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি। সোমবার দুপুরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তিনি মারা যান। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। সম্প্রতি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৪ সালে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর বিধানসভা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হিসাবে প্রথমবার নির্বাচিত হন তিনি। তবে সাইরানির জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। দাদা রমজান আলি ছিলেন জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লকের দাপুটে নেতা ও বিধায়ক। সেই রমজান আলির মৃত্যুর সূত্রেই শিক্ষকতা ছেড়ে পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ হাফিজের। এরপর ১৯৯৬ ও ২০০১ দুইবারই ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন তিনি। বিধায়ক হওয়ার পর, বামফ্রন্টের শরিক হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরে সমবায় দপ্তরের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি।

রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা ও সংগঠনে গ্রহণযোগ্যতার সুবাদে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও রাজ্য বামফ্রন্টের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন হাফিজ। জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুই মুখ্যমন্ত্রীর অধীনেই কাজ করেছেন। অশোক ঘোষের মৃত্যুর পর দলের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিবাদের জেরেই ২০২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়েন তিনি। এরপর ৩ নভেম্বর তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। সাইরানির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায় এবং প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে সাইরানির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন ছত্তিশগড়-এর এক বাসিন্দা

ছত্তিশগড়, করবা - এর একজন বাসিন্দা রেনু দেবী আগারওয়াল - কে

12.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90H 88125 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করবে এবং জীবনযাত্রার মাণকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। আমি ছাড়াও, আমার পুরো পরিবার ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

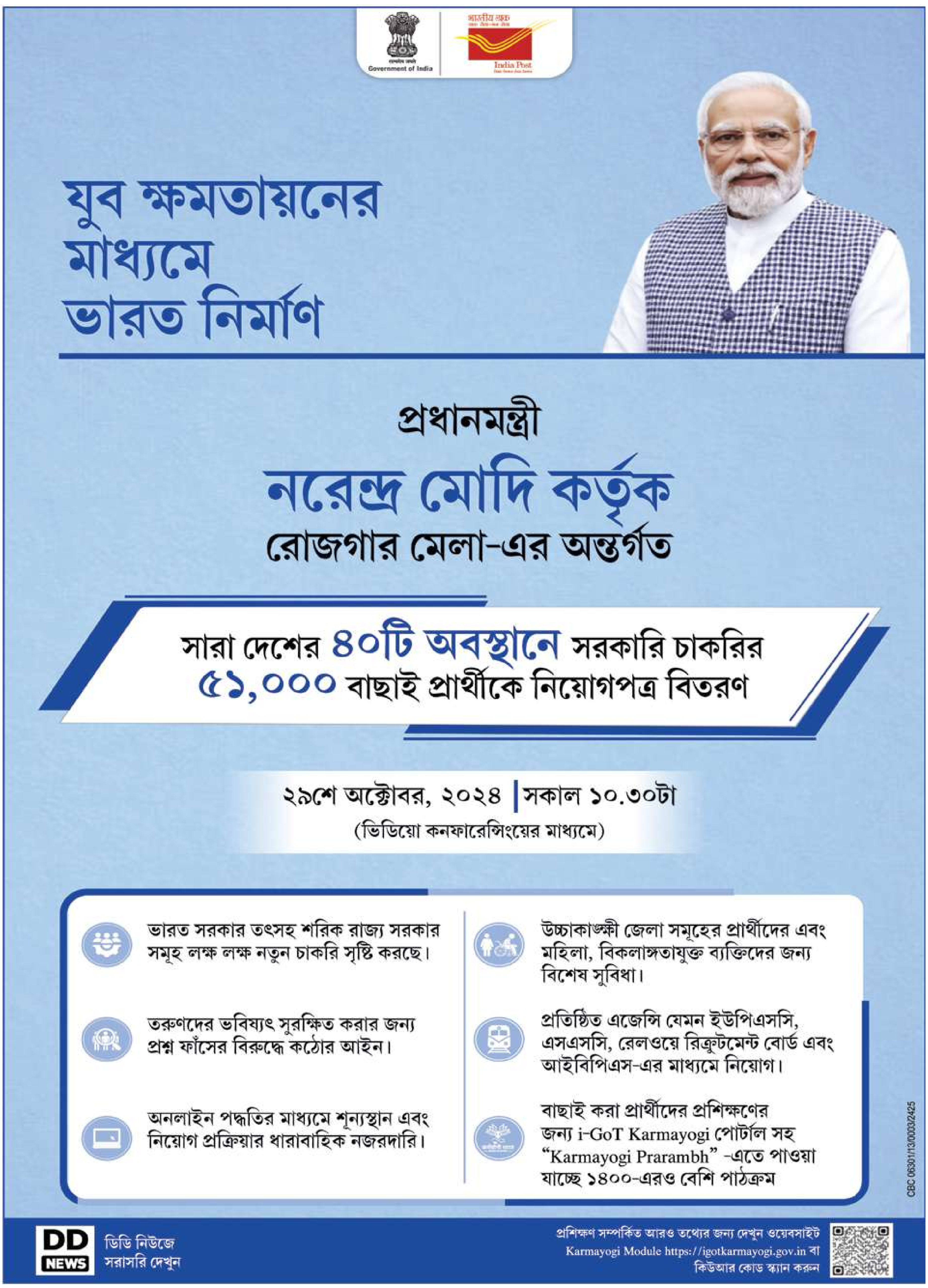

মঙ্গলবার, ১২ কার্তিক ১৪৩১, ২৯ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৯ সংখ্যা

আত্মতুষ্টির বিপদ

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে সাম্প্রতিক হার ফের কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল, দুর্বল স্ট্র্যাটেজি ও আত্মতুষ্টিকে প্রকাশ্যে এনেছে। যদিও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু হরিয়ানায় সেই সাফল্য তুলে ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে দলটি। লোকসভা ভোটে বিজেপির 'অবকি বার চারশো পার'-এর রথ রুখে দিতে অবশ্য কংগ্রেস সহ প্রায় সব বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ওই ভোটের শিক্ষা হরিয়ানায় বাস্তবায়িত হয়নি।

শতাব্দীপ্রাচীন দলটির হারের প্রাথমিক কারণগুলির অন্যতম অনৈক্য। আরও স্পষ্ট করে বললে উপদলীয় কোন্দল। নেতৃত্ব নিয়ে দলের দুই প্রবীণ নেতা ভূপিন্দর সিং হুডা ও কুমারী শৈলজার দ্বন্দ্ব ভোটারদের মধ্যে ভুল বার্তা ছড়িয়েছে। এর জেরে কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ভোটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই মতবিরোধ দলের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিজেদের সমন্বিত শক্তি হিসাবে তুলে ধরতে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছিল। ভোটারদের মধ্যে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

আম আদমি পার্টির (আপ) মতো বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট তৈরির ব্যর্থতা ছিল আরেকটি মস্ত ভুল। এই ভুলটি বিজেপির কাজ সহজ করে দিয়েছিল। অন্য রাজ্যগুলির মতো হরিয়ানার নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (আইএনএলডি) এবং জননায়ক জনতা পার্টির (জেজেপি) এখনও কিছু কিছু জায়গায়, বিশেষত গ্রামীণ ও বর্ণপ্রধান এলাকায় প্রভাব আছে। সেই বিরোধী ভোটের টুকরো টুকরো হয়ে থাকা বিজেপির পায়ের নীচের মাটিকে মজবুত করেছে।

কংগ্রেসের দুর্বলতাকে পুঁজি করে বিজেপি কৌশলগত শক্তি দেখিয়েছে। যার ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষ থাকা সত্ত্বেও হরিয়ানায় তৃতীয়বার সহজেই সরকার গঠন করে ফেলল সর্বভারতীয় শাসকদল। দলটির স্থিতিশীল সরকার ও উন্নয়নকেন্দ্রিক শাসনের প্রতিশ্রুতি ভোটারদের বড় অংশে প্রভাব ফেলেছে। বিপরীতে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তুলে ধরতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। তারা স্থানীয় সমস্যা ও আঞ্চলিকতাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সরকার বিরোধী মনোভাব নিয়েছিল। অন্যদিকে, বিজেপি তৃণমূল স্তরের ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে প্রচারে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা ও আর্থিক সমৃদ্ধি তুলে ধরেছে।

এই কৌশলে কংগ্রেসকে বলে বলে গোল দিয়েছে বিজেপি। সেজন্য এরকম ফলের পিছনে কংগ্রেসের আত্মতুষ্টি অন্যতম কারণ। লোকসভা নির্বাচনের নজরকাড়া সাফল্যে বিরোধীরা বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। এমন বাড়তি আত্মবিশ্বাসকে কংগ্রেস হরিয়ানায় পুঁজি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত দলীয় নেতৃত্ব ভেবেছিল, শুধুমাত্র সরকার বিরোধী ফ্যাক্টরই বিজেপিকে হটাতে যথেষ্ট। ফলে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের শক্তিশালী স্থানীয় নেতৃত্বের বিষয়টি অবহেলিত থেকেছে।

ভবিষ্যতেও এই সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি সংশোধন না হলে বিজেপির মোকাবিলা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন। বিশেষত যেসব রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি শক্তিশালী, সেখানে সাফল্য পেতে তাদের গুরুত্ব দিতে হবে। কংগ্রেসেও স্বচ্ছতা ও অভ্যন্তরীণ সংহতি তৈরি জরুরি। ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ছাড়া ভোটারদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা অসম্ভব। দলটি জন্মের পর থেকেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ। হরিয়ানার নির্বাচন সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

বর্তমানে বিজেপির একাধিপত্য সমালোচনার মুখে। এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সুসংহত জোট তৈরিতে বিরোধীরা এখনও ব্যর্থ। লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সাফল্যে প্রমাণিত, দেশে এখনও তাদের জনসমর্থন রয়েছে। কৌশলগত দূরদর্শিতা ও সুসংহত ঐক্য ছাড়া সেই সমর্থন ইভিএমে একত্রীকরণ করা অসম্ভব। মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটে বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বাজাতে চাইলে কংগ্রেসকে আঞ্চলিক দলগুলির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।

অমৃতধারা

ঈশ্বর তোমায় বাণী পাঠান না কারণ তোমার শ্বাসের চেয়েও তিনি বেশি কাছের। তিনি শুধু তোমায় জাগিয়ে তোলেন। তুমি কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পার না। ঈশ্বরের সমীপ হবার চেষ্টায় আন্তরিক হও, তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করও না। তাঁর শরণে তোমাকে যেতেই হবে- আজ নয়তো আগামীকাল। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে ভয়ের কোনও স্থান নেই। ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পেতে ভয় পেও না। তোমার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখ। ঈশ্বর বৈচিত্র্যপ্রেমী। তিনি শতনামে শত আকারে ও বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। তাঁর বৈচিত্র্যময়তাকে স্বীকার করে নিতে পারলেই তুমি ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাসের আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

অনেক ভারতীয়র ভোটই পাবেন না কমলা

সাতদিন পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রথমে মনে হচ্ছিল, কমলা হ্যারিস এগিয়ে। এখন লড়াই হাড্ডাহাড্ডি।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের অধিকাংশ মিডিয়াতে আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে আগে থেকে তেমন আলোচনা হয় না। আমরা সেই দেশে থাকার সময় থেকেই দেখে আসছি, নির্বাচনের শেষে ফলাফল প্রকাশিত হলে তার একটা ঘোষণা খবরের কাগজ, টিভি, রেডিওতে প্রচার করা হয় সংক্ষিপ্ত খবর হিসেবে। এর বেশি কিছু নয়।

অথচ, মার্কিন দেশের ভোটের ওপর সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বিশেষ করে নব্বইয়ের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর একমাত্র সুপারপাওয়ার, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। অর্থনৈতিক সুপার জায়েন্ট হিসেবে এই মুহূর্তে আমেরিকার সমান্তরাল শক্তি আর কেউ নেই। এবং এই মহাদৈত্যের অর্থনীতির আসল চালিকাশক্তি হল যুদ্ধব্যবসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ থেকে সমরাস্ত্র উৎপাদন এবং সারা বিশ্বে তার বিক্রি ও মুনাফার মাধ্যমেই আমেরিকা তার সম্পদ সুবিপুলভাবে বৃদ্ধি করেছে। সংক্ষিপ্ত হিসেব হল, আজকের রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি মহাশক্তিধর দেশগুলি সব মিলিয়ে যে পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি করে, কেবলমাত্র মার্কিন দেশই তার চেয়ে অনেক বেশি তা করে থাকে।

বলা হয়, আজ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে কোনওভাবে তার সমরাস্ত্রের এই ব্যবসা কেড়ে নেওয়া হয়, আমেরিকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়বে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাই শুধু আমেরিকার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনের ফলের ওপর সারা বিশ্বের যুদ্ধ ও শান্তি পরিস্থিতি নির্ভর করে আছে। এবং ঠিক যেমন পটেটো চিপস বা কোক, পেপসি, ম্যাকডোনাল্ড, পিৎজা হাট তাদের বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং ও সহজলভ্যর মাধ্যমে তাদের প্রোডাক্টগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলেছে সারা বিশ্বে, মার্কিনি যুদ্ধবাণিজ্য কর্পোরেশনগুলোও তাদের প্যাকেজিং এমনভাবে করে ফেলেছে যে আমেরিকার মানুষ মনে করছে, আমেরিকার সারা বিশ্বে লাগাতার যুদ্ধ আসলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই। সেই যেমন জর্জ অরওয়েল তাঁর বিখ্যাত ১৯৮৪ গ্রন্থে লিখে গিয়েছিলেন, ওয়ার ইজ পিস। যুদ্ধ আসলে শান্তি।

মগজধোলাই এক আশ্চর্য শৈল্পিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। হীরক রাজা অথবা হাল্লার রাজার কথা মনে পড়ে যায়। 'নিস্তার নাহি কাহারো সটকে।' কোনও না কোনওভাবে আমরা আজকের পৃথিবীর সাধারণ মানুষ আমেরিকার যুদ্ধব্যবসার শিকার। সে আমরা কলকাতায় থাকি, ঢাকায়, অথবা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু কিংবা আফ্রিকা। গোর ভিডাল বলেছেন, ইজরায়েলের সৃষ্টির পর, সেই ১৯৪৮ সাল থেকে, এমন কোনও বছর যায়নি, যে বছর আমেরিকা পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকেনি।

এবং আমেরিকার দুই প্রধান রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দুই-ই এই যুদ্ধব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাদের পিছনে ট্রিলিয়ন ডলার কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে প্রধানই হল যুদ্ধবাণিজ্যের ধারক ও বাহক। যুদ্ধের পরেই আসে ড্রাগ (ওষুধ, হাসপাতাল, এবং আবার সেই যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগে এমন সমস্ত ড্রাগ তো আছেই), তার সঙ্গে যোগ করুন গোপন চ্যানেল দিয়ে রপ্তানি ও বিশেষ করে আমদানি করা মাদক, যা আমেরিকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য। এবং এইসব ভয়ানক মাদকের কারণেই পৃথিবীতে অনেকগুলো যুদ্ধ ঘটে গিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায়, আফগানিস্তানে, আফ্রিকায় এবং আরও অনেক দেশে আমেরিকার যুদ্ধব্যবসার প্রধান কারণই হল মাদক চালান ও জোগান- এমনই বলা হয়ে থাকে।

তারপর আছে গাড়ির ব্যবসা, তেল, কম্পিউটার, মাইক্রোচিপস, ওই কোক পেপসি ম্যাকডোনাল্ড, পিৎজা হাট, ব্যাংকিং মহাবাণিজ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেক্স ইন্ডাস্ট্রি।

আজ এদেশের নির্বাচন সিস্টেম এমন করে ফেলা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান এই দুই দলের বাইরে যে দলগুলোর অস্তিত্ব আছে- যেমন গ্রিন পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি- তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত ব্যালটে নাম তোলার আশা একেবারেই অসম্ভব।

২

বিগ মিডিয়াতে অবশ্য এসব বিষয়ে নিয়ে কখনও বিশদ আলোচনা আমি শুনিনি। দেশেও নয়, এদেশেও নয়। ১৯৮৫ থেকে আমেরিকায় আছি। প্রথমে বিজ্ঞান এবং তারপর সাংবাদিকতার ছাত্র হওয়ার কল্যাণে মিডিয়াকে বিশেষভাবে ফলো করেছি। এসব অ-জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, সিবিএস, এবিসি, ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদি বড় বড় মিডিয়া আউটলেটে দীর্ঘ এবং বিশ্লেষণমূলক কোনও আলোচনা কখনও আমি হতে শুনিনি।

এই আসল খবর বর্জনের মিডিয়া মডেলের নাম আমি দিয়েছি 'জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন।' অর্থাৎ ক্রিকেট, ফুটবল, বেসবল, হলিউড, বলিউড, টলিউড ইত্যাদি নিয়ে হাজার গপ্পো ফাঁদার প্রচুর সময় ও পরিসর মিডিয়ার আছে। কিন্তু মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ু, অর্থনীতি, দৈনন্দিন সমস্যা, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় মিডিয়ার নেই।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে জাতীয় নেটওয়ার্কগুলোতে সম্প্রচারিত ডিবেট হয় দুই পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে, সেখানেও কখনও কেউ প্রশ্ন করে না, কেন আমেরিকার মতো একমাত্র সুপারপাওয়ার দেশেও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কোভিডে মারা যায়, এদেশে প্রতি ছ'জনের মধ্যে একজন কেন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, অথবা সারা পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতেই কেন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার মানবিক অধিকাররূপে গণ্য হয় না?

কখনও জিজ্ঞেস করা হয় না, কেন আমেরিকায় বন্দুকবাজির বীভৎসতার কারণে যেখানে-সেখানে যখন-তখন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়? কেন আমেরিকার জেলগুলোতে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক বন্দি আটক থাকে, এবং তাদের শ্রমকে প্রায় বিনামূল্যে কাজে লাগিয়ে নেয় মার্কিন কর্পোরেশনগুলো।

আজ এদেশের নির্বাচন সিস্টেম এমন করে ফেলা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান এই দুই দলের বাইরে যে দলগুলোর অস্তিত্ব আছে- যেমন গ্রিন পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি- তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত ব্যালটে নাম তোলার আশা একেবারেই অসম্ভব। তাদের প্রার্থীদের ওই জাতীয় নেটওয়ার্কের ডিবেটে অংশ নেওয়া অসম্ভব, কারণ অন্তত পাঁচ শতাংশ ভোট প্রাথমিক স্তরের নির্বাচনে না পেলে আইন অনুসারে বিতর্কে অংশ তাঁরা নিতে পারবেন না। এমনকি, অতি-জনপ্রিয় ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট রাজনীতিবিদ বার্নি স্যান্ডার্সকেও বিশাল পরিমাণ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং তাদের পেটোয়া মিডিয়া নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদি বিগ মিডিয়া সুকৌশলে বাতিল করে দিয়েছিল, যাতে হিলারি ক্লিন্টন চূড়ান্ত প্রার্থী হতে পারেন। এবং তারপর ২০১৬-তে ট্রাম্প নামক খলনায়কের হাতে হিলারির পরাজয়।

এবারের নির্বাচনে আবার ট্রাম্প অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। যেহেতু কমলার বাবা কৃষ্ণাঙ্গ, এবং তিনি নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গী বলে পরিচয় দিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, সেই কারণে এমনিতেই বহু প্রবাসী ভারতীয় মার্কিন নাগরিক তাঁকে ভোট দেবেন না, এমনই আমাদের তৃণমূল স্তরের ধারণা। এই ভারতীয়রা মনে করেন, কর্পোরেট আমেরিকার সাফল্যেই তাঁদের অর্থনৈতিক বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং, সেই ওয়ান পার্সেন্টের নেতা ট্রাম্পই পারেন তাঁদের সেই বাড়বাড়ন্তকে আরও বাড়িয়ে তুলতে।

দেশের ভেতরে বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, বন্দুকবাজি, নারী নির্যাতন, একনায়কতন্ত্রের নতুন হিটলার ট্রাম্প, যাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র কলঙ্কিত? যিনি বিশাল বিশাল অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত?

অধিকাংশ প্রবাসী ভারতীয় ও বাঙালি এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। ট্রাম্প ফিরে এলে আমেরিকায় গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। ফ্যাসিবাদ শিকড় গেড়ে বসবে। বিজ্ঞানবিদ্বেষী, নারীবিদ্বেষী, ইমিগ্রান্টবিদ্বেষীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে খোলা অস্ত্র নিয়ে। এবং তার প্রভাবে ভারত, বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বেই স্বৈরাচারী ধর্মান্ধরা উল্লাসে ত্রিশূলনৃত্য করবে।

(লেখক নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। প্রাবন্ধিক।)

আজ

১৯৯৬

অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭১

প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার ম্যাথু হেডেনের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা ম্যাচটা নিয়ে ভারতে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয়ও উঠে এসেছে অনেকের আলোচনায়। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, স্পেনের মতো ভারতেও রিয়াল, বার্সেলোনার সমর্থকরা তর্কাতর্কিতে মেতে উঠেছিল।

-নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

কিং কোবরাকে ধরা তো দূরের কথা, কাছে ঘেঁষার জন্যও সাহস দরকার। এবার সেই কিং কোবরার মাথায় চুম্বনের ভিডিও ভাইরাল। বিশাল কিং কোবরাকে বাগে আনেন এক ব্যক্তি। তারপর সাপের মাথায় চুমু দেন। অবাক নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

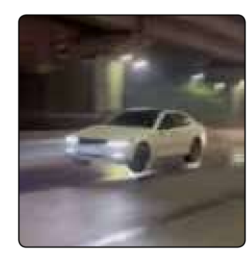

গাড়ির গতিতে রাশ টানে স্পিডব্রেকার। গুরুগ্রামে এহেন এক স্পিডব্রেকার রয়েছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য রাস্তার ধারে নেই কোনও চিহ্ন। গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে স্পিডব্রেকারের ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে কার্যত লাফালাফি করছে। ভাইরাল সেই ভিডিও।

জনমন জনমত

যত্রতত্র কফ-থুতুতে জরিমানা হোক

শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু রাস্তায় হেঁটে চলাফেরা করা খুব কষ্টকর। কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে গল্প করার সময়, হেঁটে পথ চলতে চলতে কিংবা বাইক-সাইকেল-টোটো থেকে রাস্তার মাঝখানে কফ, থুতু, পান-গুটখার পিক ফেলে থাকেন। রাস্তার বাইরে বা ড্রেনে ফেললে রাস্তা এতখানি নোংরা হয় না। বিশেষ করে সুভাষপল্লি বাজার থেকে হাতি মোড়, কোর্ট মোড় থেকে হাসপাতাল খুব নোংরা।

এর আগে বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কর্পোরেশনের কোনও নোটিশ বা জরিমানার নোটিশ চোখে পড়েনি। এই অবস্থায় মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কমিশনারকে অনুরোধ, আপনারা বিজ্ঞপ্তি জারি করুন।

রাস্তাটা ডাস্টবিন নয়, মানুষের চলাফেরার জন্য। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা করবেন, তাঁদের জরিমানা করা দরকার। এ বিষয়ে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

- তাপসকুমার দত্ত, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

ব্লাড ব্যাংক চাই মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম, এই হাসপাতালে কোনও ব্লাড ব্যাংক নেই। ফলে রক্তের প্রয়োজনে এই মহকুমার মানুষকে সুদূর জলপাইগুড়ি শহরে ছুটতে হয়, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং চরম দুর্ভোগের।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ওপর ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি, হলদিবাড়ি সহ মেখলিগঞ্জের সব মানুষ নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের দাবি জানানো হলেও প্রশাসন বিষয়টিকে উপেক্ষা করে এসেছে। বিধায়ক সাংসদ কেউই এই বিষয়ে নাক গলাননি। ফলে এখানকার মানুষ চরম হয়রানির শিকার। এই দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্লাড ব্যাংক স্থাপনে পদক্ষেপ করতে হবে।

-রঞ্জিতকুমার রায়, মেখলিগঞ্জ।

সামাজিক দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে মানুষ

গত কয়েকদিনে ডুয়ার্স এলাকায় বেশ কয়েকবার মর্মান্তিকভাবে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দুটি শহর অথবা লোকালয়ের মাত্র এক-দুই কিলোমিটারের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটলে, রাস্তার পাশে আহত ব্যক্তি পড়ে কাতরাতে থাকলেও সেই পথে যাতায়াতকারী অন্য পথযাত্রী সেটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথবা অন্য কাউকে দুর্ঘটনার খবরটুকু পৌঁছে দিচ্ছেন মাত্র। অথচ সময়মতো পুলিশে বা যোগ্য লোকের কাছে (সমাজসেবী) খবর দিলে হয়তো সেই সব প্রাণ বাঁচানো যেত। এখন মানুষজন এই ধরনের দায়িত্ব নিতে ভুলে যাচ্ছে, যা খুব দুঃখজনক। এইসব সামাজিক দায়িত্বভার কাউকে নিতে হবে।

-সুমন কুণ্ডু, বিন্নাগুড়ি বাজার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যে ভোটে লাইন-স্লোগান নেই, ছুটিও নেই

সাধারণ ভারতীয়র পক্ষে আমেরিকার ভোটের ছবি কল্পনা করা কঠিন। ফাইভস্টার হোটেলের মতো পরিবেশে ভোট হয়।

রুমি বাগচী

আরেকটু হলেই ভোটের কথা ভুলে যাচ্ছিলাম।

যদিও আমেরিকায় সবসময়ই নভেম্বরের এক তারিখের পর প্রথম মঙ্গলবারেই ভোট হয়। কিন্তু চারদিকে একটাও দেওয়াল লিখন নেই, ভাষণ-স্লোগানও নেই, ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ভোটের প্রচার বলতে অডিটোরিয়ামে ভোটপ্রার্থীদের মধ্যে ডিবেট। আর কিছু র‍্যালি। প্রথমে নিজের দলের মধ্যে ডিবেট করে মনোনয়ন পাওয়া। তারপর বিপক্ষের সঙ্গে। এই ডিবেটের মধ্যে দিয়েই যা কিছু প্রচার।

ভোটের আগে পোস্টে বাড়িতে একটি নকল ব্যালট আসে। ব্যালট একটা চটি বই-এর মতো। কারণ একসঙ্গে প্রায় পনেরো-ষোলোটা ভোট দিতে হয়। প্রেসিডেন্ট, সেনেটর, গভর্নর নির্বাচন ছাড়াও ম্যারিজুয়ানাকে আইনসম্মত করা উচিত কি না, স্কুল সিস্টেমে কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন কি না, এমনকি কোনও বিশেষ গাছ কাটা উচিত কি না- এই সব কিছুই ব্যালটে থাকে। এতগুলো ভোট সময় নিয়ে মনস্থির করার জন্য এই 'প্র্যাকটিস ব্যালট' বাড়িতে আসে। ওই ব্যালটেই ভোটটা দিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে আসল ব্যালটে কপি করে দিই।

ভোটে কোনও ছুটি নেই। অফিসে যাওয়ার আগে অথবা পরে অথবা লাঞ্চ ব্রেকে ভোট দিতে হয়। প্রতিবারই ভোট দিতে এসে মনে হয় এ কেমন নীরব, নিষ্প্রাণ ভোট পর্ব! স্লোগান নেই... পোস্টার নেই... রাত জেগে দেওয়াল লিখন

নেই! সবচেয়ে বড় কথা, ভোট উপলক্ষ্যে সবার সঙ্গে আড্ডা দেওয়াও নেই।

ফাইভ স্টার হোটেলের মতো একটি বিল্ডিংয়ের কাচের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই রিসেপশনিস্ট ওয়েলকাম জানাল। লাইন তো স্বপ্নাতীত। আমি ছাড়া কখনও একজন দুজনের বেশি কাউকে দেখিনি। তবু সোফা, টেবিল, ম্যাগাজিন, পানীয় জল, সুদৃশ্য বাথরুম-- সব আছে।

তবু শিলিগুড়ির ভোট-উৎসবের কথা ভেবে মন স্মৃতিবিধুর হয়। হ্যাজাকের আলোয় রাত জেগে দেওয়াল লিখন। অটোতে স্লোগান দিতে দিতে সারা শিলিগুড়ি ঘোরা।

এইদিন পাড়ার সমস্ত মানুষকে দেখতে পাওয়া যেত। যে ছেলেটি চাকরি করতে অন্য শহরে গেছে, সেও আজ ছুটি নিয়ে এসেছে। আর যে বৌটির সদ্য বিয়ে হয়েছে, সে আজ ভোট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। যদি ভিড় না থাকত, দু'মিনিটে ভোট দিয়ে বৌটিকে বাড়ি ফিরতে হত, তাহলে কি তাঁর জীবনের আলো একটু কমে যেত না!

আর পাড়ার যে মেয়েটি সদ্য বিয়ে হয়ে অন্য পাড়ায় চলে গিয়েছে, কিন্তু তার নামটি রয়ে গিয়েছে এই পাড়ায়, সেও আজ এসেছে ভোট দিতে। যদি ভিড় হওয়ার এই মুল্যবান অজুহাতটি না থাকত, তাহলে তার জীবন থেকে একটি রঙিন দিন কি হারিয়ে যেত না!

সারি সারি কিউবিকলের একটিতে গিয়ে টাচ স্ক্রিন কম্পিউটারে নির্বাচন করে প্রিন্টআউট নিয়ে পাশের একটি মেশিনে ঢুকিয়ে দিলাম । চাকরির পরীক্ষাতে যেমন স্ক্যানট্রন কম্পিউটারে চেক করা হয়, তেমন-ই। ভোট দিয়ে 'আই ভোটেড' স্টিকার নিয়ে ফিরে আসতে সাত মিনিট লাগল।

দেখে অবাক হলাম যে স্টিকারে অন্য ভাষার সঙ্গে হিন্দিও আছে 'ম্যায়নে মতদান কিয়া' -- আমরা আছি বলে। এভাবেই কেউ কেউ ভালোবাসা আদায় করে নেয়।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৩

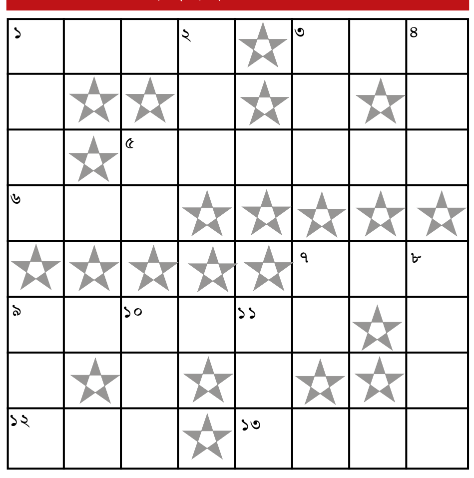

পাশাপাশি : ১। দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ বা শত্রুতা ৩। খুব বেশি শীতল বা ঠান্ডা করা ৫। ফুলের কলি, এখনও ফোটেনি ৬। পুঁজি বা অবলম্বন ৭। হরিণও হতে পারে মাছও হতে পারে ৯। আকাশ দিগন্তে যেখানে মিলিয়ে যায় ১২। রাজার অধীনস্থ বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক ১৩। রংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

উপর-নীচ : ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। যে দেহে প্রাণ নেই, মৃতদেহ ৩। মাছের ফুলকোর উপর যে কঠিন আবরণ থাকে ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। এই পাখি খুব উঁচুতে ওড়ে ৮। জাহাজে খালাসির কাজ ৯। কোনও কিছু দান করার ইচ্ছে ১০। কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১১। এক ধরনের লেবু।

সমাধান ■ ৩৯৭২

পাশাপাশি : ১। ঋত্বিক ৪। বহেড়া ৫। তাসা ৭। ভয়াল ৮। টায়টায় ৯। সটকানো ১১। সাঙনা ১৩। হল ১৪। জব্বর ১৫। সকাল।

উপর-নীচ : ১। ঋষভ ২। কবল ৩। গড়াপেটা ৬। সাশ্রয় ৯। সমীহ ১০। নোনাজল ১১। সারস ১২। নাগাল।

বিন্দুবিসর্গ

ছোট তারা ★

ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রূপ সাহা তাইকোন্ডো অনূর্ধ্ব চোদ্দো বিভাগে রাজ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সে অংশ নেবে আগামী ৭ এবং ৮ নভেম্বর।

সোনা-রুপো-তামা না হলে ঝাড়ুই সই

দীপাবলির আগে লক্ষ্মীলাভ ও সংসারে সুখশান্তির বিশ্বাসে ধনতেরাস এখন বাঙালির ঘরের উৎসব। পকেটের চাপ সহ্য করেই চলে সোনারুপোর গয়না কেনাকাটা। যাঁদের সেই ক্ষমতা নেই তাঁরা চলনসই বাসন কিংবা ঝাড়ু কিনেই রীতি পালন করবেন। দুপুর থেকে দোকানে দোকানে বধূদের ঢুঁ। কিছু কিনেই বাড়ি ফেরা। ধনতেরাস নিয়ে কী বলছেন জেলা শহর জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা, তুলে ধরলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি অনীক চৌধুরী।

পিতলের বাসন কেনার ইচ্ছে

পুজোর কেনাকাটার পর দামি কিছু কেনা হয় না। তবে ট্রেন্ড বলে তো একটা জিনিস আছে। তাই প্রতি বছরই ধনতেরাসে কিছু কিনে থাকি। সোনার যা দাম, তাতে আমাদের পক্ষে কেনা অসম্ভব। তবে পিতলের বাসনপত্র কেনার ইচ্ছে আছে। তাও না হলে অগত্যা ঝাড়ু কিনবই। ধনরক্ষা এবং পরিবারের সকলের সুস্থতার জন্যে এই কেনাকাটা।

-শেফালি মণ্ডল চায়ের দোকানি

রুপোর লক্ষ্মী-গণেশ সেট

আমার বিয়ের পর এবার প্রথম ধনতেরাস। সংসারের কল্যাণে এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য কিছু কিনতে হয় শুনেছি। দামের কারণে সোনা কেনা হবে বলে মনে হয় না। কী কিনব বুঝতে পারছি না। তবে হালকা ওজনের কিছু একটা নেওয়ার ইচ্ছে আছে। বাড়ির মঙ্গলকামনায় ঘর সাজাতে রুপোর লক্ষ্মী-গণেশ সেটও কিনতে পারি।

-সুস্মিতা চক্রবর্তী ব্যাংককর্মী

রুপোর কয়েন কিনব

কয়েকবছর ধরে ধনতেরাসে কেনাকাটা করছি। শুনেছি সেদিন সোনা বা রুপো কিনলে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ মেলে, সমৃদ্ধি ঘটে। সোনা বাজেটের বাইরে হয়ে যাবে ভেবে রুপোর কয়েন কিনব। পরিবার এবং সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে এটা করলে মানসিক শান্তি পাব।

-শোভনা দেব সরকার গৃহকর্ত্রী

সোনারই কিছু কিনব

প্রত্যেক গৃহবধূর সোনার গয়নার প্রতি একটা ভালোবাসা বা চাহিদা থাকে। কিন্তু ধনতেরাস সোনা কেনার জন্য একটা বিশেষ দিন। তাই এই দিনটিতে সোনার কিছু কেনার জন্য সারাবছর ধরে অল্প অল্প করে টাকা জমাই। এবারও গলা বা হাতের কিছু একটা কিনব।

-পম্পা ইন্দ্র নিয়োগী গৃহকর্ত্রী

এই ট্রেন্ডে আমাদের লাভ

দেড় দশক আগেও জলপাইগুড়িতে ধনতেরাস নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না। হালে ট্রেন্ড চলছে। যা আমাদের ব্যবসার পক্ষে ভালোই। অনেকে আগেই অর্ডার করেছেন অ্যাডভান্স সহ। অনেকে গয়নার বদলে রুপোর মূর্তি, থালা এগুলো কিনবেন। ক্রেতাদের পছন্দ হবে এমন সোনার হালকা এবং মাঝারি ওজনের গয়না বেশি রাখছি।

-শান্তনু রায় জুয়েলারি শোরুমের মালিক

ভিলেন সোনার দাম

বাজেট যাই হোক না কেন, কাউকে যাতে ফিরে যেতে না হয়, আমরা সেই চেষ্টা করি। তবে এবার ভিলেন সোনার দাম। মানুষ অর্ডার দিতে আসছেন ঠিকই, কিন্তু দাম শুনে তাঁর চাহিদা থেকে পিছিয়ে তুলনামূলক হালকা গয়নার অর্ডার দিচ্ছেন। তাই হালকা নানা ধরনের গয়নার প্রচুর স্টক রাখছি।

-প্রসেনজিৎ তালুকদার জুয়েলারি শোরুমের মালিক

সোনা না হলে রুপো

গতবছর এই দিনে মায়ের জন্য একটা সোনার গয়না কিনেছিলাম। এবার ঠিক করেছি মাসিকে সোনার কিছু একটা দেব। যদি বাজেট ফেল না হয়, তাহলে নিজের জন্য সোনার না হলেও রুপোর কিছু একটা আনব। শুনেছি এইদিন ধাতু কিনলে বাড়ির মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়। গত দু'বছর ধরে ধনতেরাসে কিছু না কিছু কিনছি।

-শ্রেয়স চক্রবর্তী বেসরকারি সংস্থার কর্মী

অনেকে অগ্রিমও দিয়েছেন

বছরভর আমরা দোকানে ঝাড়ু রাখলেও ধনতেরাসে এর বিক্রি অনেক বেড়ে যায়। এবার আগে থেকেই প্রায় দুই হাজার ঝাড়ু উল্লারডাবরি থেকে আনিয়ে স্টক করেছি। প্রচুর ক্রেতা বলে গিয়েছেন, ধনতেরাসের দিন এসে নিয়ে যাবেন। অনেকে অগ্রিমও টাকা দিয়েছেন। স্টকে যত আছে সব শেষ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

-অনুপকুমার শাহ ঝাড়ু ব্যবসায়ী

তামার সামগ্রীর বেশি চাহিদা

বছর পাঁচেক আগেও ধনতেরাসে ধাতু কেনার চল ছিল না বাঙালির মধ্যে। কিন্তু, গত কয়েকবছরে ধনতেরাসে অলংকার, বাসন কেনার একটা চল শুরু হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ তামার সামগ্রী কিনছেন। থালা, ধূপস্ট্যান্ড, ঘট, প্রদীপের চাহিদা আছে। ধনতেরাসের কৃপায় আশা করছি বিক্রি ভালোই হবে।

-সন্তোষ বর্মন বাসন ব্যবসায়ী

পুরোহিতের কথা

পুরাণকাল থেকে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি আমাদের কাছে ধন্বন্তরি দেবতার পুজোর দিন হিসেবে পরিচিত। সমুদ্রমন্থনের সময় ধন্বন্তরি দেবতার উৎপত্তি। তারপর থেকে পুজোর প্রচলন। অনেকে দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে এর যোগসূত্রের কথা বলেন। কিন্তু, এর সঙ্গে ধাতু কেনার কোনও ব্যাখ্যা শাস্ত্রে নেই। বিজ্ঞাপনী প্রচার বা ব্যবসার জন্য এখন সোনা, রুপোর গয়না কেনার চল হয়েছে।

– সুব্রত চক্রবর্তী

এই দিনটিতে সমুদ্রমন্থনে ধন্বন্তরির আবির্ভাবের কথা আছে। এছাড়াও লক্ষ্মীর পুজোও হয় এই সময়। ঘরের শুভকামনায় এই সময় অনেকে দেবীর আসনে সৈন্ধব লবণ, কর্পূর, আতপ চাল, জলশঙ্খ, গাছকৌটো রাখেন। কিন্তু সোনা কেনার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। বিগত কিছু বছর ধরে সোনা, রুপো, বাসন এবং ঝাঁটা কেনার প্রচলন বেড়েছে। হয়তো অন্য রাজ্যের রীতির দেখাদেখি বাঙালির মধ্যেও ধাতু কেনা শুরু হয়েছে।

- মিন্টু চক্রবর্তী

ছবি: শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কালীপুজোতেও ট্রাফিকে রাশ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর পর এবার কালীপুজোতেও থাকছে টোটো চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা। কালীপুজোতেও বিকেল চারটের পর থেকে শহর এলাকায় চলবে না টোটো এবং গাড়ি। দর্শনার্থীদের ভিড়ের পরিস্থিতি দেখে রাস্তা বিশেষে বাইক চলাচলের ওপরেও থাকবে নিষেধাজ্ঞা। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের কালীপুজো গাইড ম্যাপের উদ্বোধনে এমনটাই জানানো হল পুলিশের তরফে। শহরের বাইরে চারটি জায়গা চিহ্নিত হয়েছে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য। পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য আমরা কালীপুজোতেও জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ির জন্য গাইড ম্যাপ তৈরি করেছি। এছাড়াও আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর কালীপুজোতেও টোটো চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছি। পুজোর গাইড ম্যাপে পথ নির্দেশিকা সহ গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বাজির জন্য নির্দিষ্ট বাজার করা হয়েছে। আমরা গ্রিন বাজি দেখে কেনার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

শহর এবং শহরতলি মিলিয়ে মোট প্রায় ১৫টির মতো বিগবাজেটের কালীপুজো রয়েছে। যার মধ্যে সব থেকে বেশি আকর্ষণ রয়েছে দাদাভাই ক্লাব, নবারুণ সংঘ, যুব ঐক্য, মুনলাইট ক্লাব, যুবকল্যাণ সমিতির মতো বিগবাজেটের পুজোগুলোতে। গত বছর সব থেকে বেশি ভিড়ের ছবি দেখা গিয়েছে দাদাভাই এবং নবারুণ সংঘের পুজোর জন্য চার নম্বর গুমটির রাস্তায়। এমনও দেখা গিয়েছে পাশাপাশি এই দুটো পুজো দেখার জন্য মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। বিগত বছরের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে এবার আগে থাকতেই পুলিশের তরফে ভিড় নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে টোটো, গাড়ি তো দূরের কথা বাইক নিয়ে কাউকে ৪ নম্বর রেল গুমটি পার হতে দেওয়া হবে না। কদমতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকাতেই বাইক রেখে ওই এলাকায় ঠাকুর দেখতে যেতে হবে। অন্যদিকে, সেবাগ্রামের মোড় থেকেই ৪ নম্বর গুমটি যাওয়ার রাস্তায় যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। একইভাবে ডিবিসি রোডের মুনলাইট ক্লাবের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য থানা মোড় থেকেই বাইক নিয়ন্ত্রণ করবে পুলিশ। যুব মঞ্চ এবং মিলনির পুজোর জন্য কদমতলা মোড় থেকে বেগুনটারি মোড় পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ যানবাহনের জন্য নো এন্ট্রি থাকবে। প্রতিটি বিগবাজেটের পুজোর সামনে একটি করে পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ করা হচ্ছে।

সাদা পোশাকের পুলিশ, পিঙ্ক পুলিশ এবং উইনার্স টিম পুজোমণ্ডপ এবং ভিড় এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালাবে। সেই সঙ্গে পুলিশ কন্ট্রোলরুম থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালাবে পুলিশ। এদিনের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে দুর্গাপুজোতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির ওপর সচেতনতামূলক প্রচারের জন্য জেলার তিনটি পুজো কমিটিকে পুলিশের তরফে পুরস্কৃত করা হয়। কমিটিগুলো হল, রাজগঞ্জের শ্রীসংঘ ক্লাব, সদর ব্লকের মোহিতনগর ক্লাব ও পাঠাগার এবং লাটাগুড়ির নেতাজি সংঘ। স্মারকের পাশাপাশি ৪৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয় পুলিশের তরফে।

থিমে আশার আলো

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : থার্মোকল, প্লাস্টিকের কুপ্রভাব সবার সামনে। আজ যদি মাটির কাছে ঠাঁই না নিই তবে বাঁচাবে কে? আঁধার ঘনিয়ে এলে কে দেখাবে পথ? অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোই হয়তো আশা নিয়ে আসবে। এমনই ভাবনায় এবারে ময়নাগুড়ির দুই ক্লাব কালীপুজোর থিম বেছে নিয়েছে। 'মাটির ঘরে মা' এই থিমে কালীপুজোর মণ্ডপ গড়ছে বিবেকানন্দ অ্যাথলেটিক ক্লাব। ময়নাগুড়ি ইস্টার্ন ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর থিম 'জ্যোতির্ময়ী'। ময়নাগুড়ির অন্য বড় পুজোগুলির পাশাপাশি এই দুটি ক্লাবের কর্মকর্তারা তাঁদের পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থী টানার চেষ্টায় প্রস্তুতি প্রায় সেরে ফেলেছেন।

বিবেকানন্দ অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজো এবার ৬৩তম বর্ষে পড়ল। পুজো মণ্ডপটিকে পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। মণ্ডপসজ্জায় পুরোনো দিনে বিভিন্ন ধরনের মাটির পুতুল ব্যবহার করা হচ্ছে। মাটির পুতুল ছাড়াও মাটির কাপ, মাটির তাওয়া, হাঁড়ি, ঘণ্টা প্রভৃতি ব্যবহার করছে। ধূপগুড়ির শিল্পী জয় সরকার মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। মাটির জিনিসের পাশাপাশি তালপাতার পাখা, বাঁশের বিশাল কুলো মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা হয়েছে বলে মণ্ডপশিল্পী জানিয়েছেন। বাঁশ দিয়ে একটি বট গাছের আদল তৈরি চলছে। মাটির ছোট কাপের ব্যবহারে ওই গাছের পাতা তৈরি করছেন শিল্পীরা। পুজো কমিটির সভাপতি রাজু ভৌমিকের কথায়, 'ময়নাগুড়ির বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে আমাদের পুজো দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।' টেকাটুলির হরিশংকর রায় এই পুজোর প্রতিমা তৈরি করছেন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, মণ্ডপে ঢোকার আগে রাস্তাজুড়ে চন্দননগরের আলোকসজ্জা থাকছে। পুজো কমিটির সম্পাদক উত্তম দাশগুপ্তের বক্তব্য, 'বরাবরের মতো এবারেও আমাদের পুজোর থিমে অভিনবত্ব রয়েছে।'

ময়নাগুড়ি ইস্টার্ন ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন কালীপুজো এবার ৩৫তম বছরে পড়েছে। চারদিকে শুধু সমস্যা, অন্ধকার। কে হবেন মানবজাতির আদর্শ? কারা দেখাবেন প্রকৃত পথ, কারা দেখাবেন আশার আলো? সেই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর ঠিকানায় ওই ক্লাবের নিবেদন 'জ্যোতির্ময়ী'।

ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দানে পুজোর প্যান্ডেল তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। ফালাকাটার স্নেহাংশুশেখর বিশ্বাস মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। স্থানীয় মৃৎশিল্পী বুলেট রায় প্রতিমা তৈরি করছেন।

পুজো উদ্বোধন

ধূপগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : সুহৃদ সংঘের ৩৬তম পুজো উদ্বোধনের মাধ্যমে সোমবার রাতে শুরু হয়ে গেল এবারের ধূপগুড়ির শ্যামাপুজো উৎসব। এদিন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ভ্যাটিকান সিটির আদলে গড়া হয়েছে এবারের পুজোমণ্ডপ। পুজোর উদ্বোধন করেন এসডিও পুষ্পা দোলমা লেপচা, এসডিপিও গেইলসন লেপচা, বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। এদিন থেকেই পুজোমণ্ডপ খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্যে। আয়োজকদের তরফে আচার্যপ্রসাদ বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের আশা মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জা মিলে সকলের মন কাড়বে এবারের আয়োজন। দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখেই আগেভাগে পুজো উদ্বোধন হল।' মঙ্গলবার শহরে আরও তিনটি বড় পুজোর উদ্বোধন হবে।

জরুরি তথ্য

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	– ৩
এ নেগেটিভ	– ০
বি পজিটিভ	– ২
বি নেগেটিভ	– ০
এবি পজিটিভ	– ১
এবি নেগেটিভ	– ০
ও পজিটিভ	– ৩
ও নেগেটিভ	– ০

■ **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**

■ **পিআরবিসি**

এ পজিটিভ	– ৫
এ নেগেটিভ	– ০
বি পজিটিভ	– ১৫
বি নেগেটিভ	– ০
ও পজিটিভ	– ১০
ও নেগেটিভ	– ০
এবি পজিটিভ	– ১০
এবি নেগেটিভ	– ০

■ **এফএফপি**

এ পজিটিভ	– ৫
এ নেগেটিভ	– ০
বি পজিটিভ	– ৫
ও পজিটিভ	– ৫
এবি পজিটিভ	– ৫

■ **প্লেটলেট**

এ পজিটিভ	– ১
বি পজিটিভ	– ১
ও পজিটিভ	– ১
এবি পজিটিভ	– ১

মাইক নিয়ে কড়া নির্দেশিকা

ময়নাগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : কালীপুজোয় মাইক বাজানো নিয়ে সোমবার ময়নাগুড়ি থানায় বৈঠক হল। বৈঠকে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সাউন্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের আলোচনা হয়। কালীপুজোয় মাইক বাজানো নিয়ে প্রশাসন নির্দেশিকা জারি করছে। ময়নাগুড়ি ব্লক সাউন্ড সিস্টেম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অখিল সরকার, সম্পাদক উৎপল সেন জানালেন, প্রশাসনের নির্দেশ মেনেই মাইক বাজানো হবে। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে আসা ও নিরঞ্জনের সময় কোনও মাইক বা বক্স বাজানো যাবে না। আয়োজকরা চাইলে ঢাক ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি, মণ্ডপে ডিজে বাজানোর ওপরে প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। নির্দিষ্ট সময়ে ছোট সাউন্ড বক্স ও মাইক বাজানো যাবে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের বক্তব্য, 'দুর্গাপুজোর সময়েও সাউন্ড সিস্টেম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন। এবারেও তাঁরা আমাদের পাশে থাকবেন বলছেন।'

বাইরের আলোকশিল্পী না আনার দাবি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : জলপাইগুড়িতে এবারে স্থানীয় আলোকশিল্পীদের কালীপুজোর বাজার মন্দা। কারণ আলোকসজ্জার কাজের সবচেয়ে বড় অংশ করছেন চন্দননগরের শিল্পীরা। স্থানীয় শিল্পীরা কালীপুজোর দিকে তাকিয়ে থাকেন– ব্যবসা ভালো হবে এই আশায়। কিন্তু বড় পুজোর প্যান্ডেলগুলিতে চন্দননগরের শিল্পীদের রমরমা কারবার। ফলে স্থানীয় শিল্পীরা মনমরা। শুধু আলোকসজ্জা নয়, প্রতিমার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে জলপাইগুড়ির বাইরে থেকে প্রতিমা আনা হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে দাদাভাই ক্লাব, নবারুণ সংঘ, যুব ঐক্য, মিলনি সংঘের পুজোর কমিটির উদ্যোক্তারা চন্দননগরের শিল্পীদের দিয়ে আলোকসজ্জা করাচ্ছেন। দাদাভাই ক্লাবের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, আলোকসজ্জাকে আধুনিক মাত্রা দিতেই তাঁরা চন্দননগরের শিল্পীদের এনেছেন। সৈকত চট্টোপাধ্যায় যুব ঐক্যের। এই পুজো কমিটিও দর্শকদের কাছে টানতে চন্দননগরের আলোকশিল্পীদের এনেছেন। মিলনি সংঘের পুজো কমিটির সম্পাদক প্রতীক ঝা চক্রবর্তী জানালেন, তাঁরাও চন্দননগরের আলোকশিল্পীকে দিয়েই কাজ করাচ্ছেন।

৩০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক আলোকশিল্পীর কথায়, 'আমাদের ব্যবসা করা এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। আলোকশিল্পে অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। স্থানীয় শিল্পীদের যেমন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, তেমনি আলোকসজ্জার আধুনিক সরঞ্জাম কেনার পুঁজিরও অভাব। স্থানীয় শিল্পীদের সহায়তা করার জন্য সরকারের কাছে আমাদের বিনম্র আবেদন।' আলোকসজ্জার কাজ সিজনাল। তাঁদের বিয়ের মরশুম সহ পুজো পর্যন্ত পাঁচ মাস কাজ করে সারাবছরের সাংসারিক খরচ তুলতে হয়। পুজো কমিটিগুলির কাছে তাঁদের আবেদন, তারা যাতে আলোকসজ্জার কাজে স্থানীয় শিল্পীদের প্রাধান্য দেয়।

একই অবস্থা মৃৎশিল্পীদের ক্ষেত্রেও। সংগঠনের প্রবীণ নেতা রতন পালের বক্তব্য, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বাইরে থেকে জলপাইগুড়ি শহরে প্রতিমা আনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। তাঁদের আন্দোলনের জেরে বাইরে থেকে প্রতিমা আনা অনেকটা কমেছে। তবুও বেশ কয়েকটি কমিটি বাইরের শিল্পীদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। সেটা বন্ধ হোক বলে দাবি রতনের।

গুজরাটে টাটার নয়া বিমান কারখানা

দেশে তৈরি হবে সি-২৯৫

এয়ারক্রাফট উদ্বোধনে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ভদোদরায়।

ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর : ভারতে প্রথমবার সরকারি সফরে এসেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার গুজরাটের ভদোদরায় টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড (টিএএসএল)-এর এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখানেই তৈরি হবে বায়ুসেনার সি-২৯৫ পরিবহণ বিমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখরন। ইতিমধ্যে এই ধরনের কয়েকটি বিমান স্পেন থেকে আমদানি করেছে ভারত। দু-দেশের চুক্তি অনুযায়ী আরও ৪০টি সি-২৯৫ ভারতে তৈরি হবে। স্পেনের বিমান নির্মাতা সংস্থা এয়ারবাসের সঙ্গে এই কাজের যৌথ বরাত পেয়েছে টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন প্রতিরক্ষা সংস্থা টিএএসএল।

টাটার পাশাপাশি ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড, ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেড সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই প্রথম দেশের কোনও বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থা সামরিক বাহিনীর জন্য বিমান তৈরির বরাত পেয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সি-২৯৫ দুর্গম এলাকায় ছোট রানওয়েতে অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে। এই বিমান হাতে পাওয়ায় নিয়ন্ত্রণরেখা এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে রসদ পৌঁছে দেওয়া বিমানবাহিনীর পক্ষে সহজ হবে।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টাটা গোষ্ঠীর

একনজরে সি-২৯৫

- একবার জ্বালানি ভরে ১১ ঘণ্টায় ৫ হাজার কিলোমিটার উড়ান
- ৯,২৫০ কেজি পণ্য পরিবহণ
- ছোট রানওয়েতে ওঠা-নামার ক্ষমতা
- অত্যাধুনিক ককপিট এবং নেভিগেশন সিস্টেম

সুবিধা

- প্রত্যন্ত এলাকায় সেনা, সামরিক সরঞ্জাম এয়ারলিফটিং
- সামরিক যানবাহন, হেলিকপ্টার পরিবহণ
- নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ

“ আজ ভারত ও স্পেনের অংশীদারিত্ব একটি নতুন দিকনির্দেশ পেল। আমরা সি-২৯৫ বিমানের উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করছি। এই কারখানা ভারত-স্পেন সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

নরেন্দ্র মোদি

সদ্য প্রয়াত কর্ণধার রতন টাটার স্মৃতিচারণ করে মোদি বলেন, ‘এই প্রকল্প রতন টাটার মস্তিষ্ক প্রসূত। কিছু দিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। রতন টাটা যেখানেই থাকুন না কেন নিশ্চিতভাবে খুশি হয়েছেন।’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আজ ভারত ও স্পেনের অংশীদারিত্ব একটি নতুন দিকনির্দেশ পেল। আমরা সি-২৯৫ বিমানের উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করছি। এই কারখানা ভারত-স্পেন সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।... এটি ‘মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’ মিশনকে আরও শক্তিশালী করবে। এই উদ্যোগ দেশের প্রথম বেসামরিক বিমান তৈরি করতে সাহায্য করবে।’

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজ বলেন, ‘এই বিমানটি স্পেন তথা ইউরোপীয় উড়ান শিল্পের প্রতীক। ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি, এটি প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।’ ২০২১-এ এয়ারবাসের সঙ্গে ৫৬টি সি-২৯৫ বিমানের জন্য চুক্তি করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রক। এর মধ্যে ১৬টি বিমান স্পেনে তৈরি করে ভারতে সরবরাহ করার কথা এয়ারবাসের। বাকি বিমানগুলি তৈরি হবে ভারতে। সোমবার সেই বিমান কারখানার উদ্বোধন করলেন মোদি, সানচেজ।

আগামী বছর জনগণনা করতে পারে কেন্দ্র

গুঞ্জনের মাঝে জাতগণনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক চাইল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : বেটার লেট দ্যান নেভার। আপ্তবাক্য মেনে চার বছর দেরিতে হলেও ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্র জনগণনা শুরু করতে চলেছে। এমনটাই খবর। গোটা বছর ধরেই চলবে এই জনগণনা প্রক্রিয়া। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০২৬-এ সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসবে। তারপর পরবর্তী লোকসভা ভোটের আগেই ২০২৮ সাল নাগাদ আসন পুনর্বিন্যাস চূড়ান্ত করবে। আগামী বছর শুরু হয়ে ২০২৬-এর মধ্যে জনগণনা শেষ হয়ে যাবে। তারপরেই শুরু হবে আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ। কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে ২০২৮ সালের মধ্যে। এদিকে দীর্ঘ চার বছর অপেক্ষার পর জনগণনা হতে পারে খবরে কংগ্রেস জনগণনার সঙ্গে জাত গণনা হবে কিনা, তা নিয়ে কেন্দ্রকে দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট করে জানানোর দাবি জানাল।

এবারের জনগণনায় সাধারণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি (এসসি-এসটি) শ্রেণির উপশ্রেণিসমূহের ওপরও আলাদা সমীক্ষা হতে পারে। এছাড়া ধর্ম এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনগণনাও করা হবে। তবে জাতপাতভিত্তিক জনগণনা হবে না বলে সূত্রের খবর। এবারের জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

বিলম্বিত জনগণনার খবর সামনে আসার পর থেকেই বিরোধী দলগুলি জাতপাতভিত্তিক জনগণনার দাবিতে মুখর হয়েছে। তাতে সায় দিয়েছে বিজেপির শরিক দল জেডিইউ। কিন্তু শরিক ও বিরোধীদের সম্মিলিত দাবিকে নরেন্দ্র মোদি সরকার আমল না দেওয়ায় ‘অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে’ বলে সোমবার কেন্দ্রকে নিশানা করে তীব্র বিষোদগার করেছে কংগ্রেস।

জাতপাতভিত্তিক জনগণনা এবং লোকসভা আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয় নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘সরকারের ঘোষণায় এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদমই স্পষ্টতা নেই। নতুন জনগণনায় দেশের সব জাতের বিস্তারিত গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে মোদি সরকার কেন অবস্থান স্পষ্ট করছে না? দ্বিতীয়ত, এই জনগণনার ফলাফল কি লোকসভায় প্রতিটি রাজ্যের শক্তি নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে, নাকি এই জনগণনা লোকসভায় নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য করা হবে? এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি সমস্যার মুখে পড়বে না তো? পরিবার পরিকল্পনায় এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?’

কংগ্রেস নেতা মানিকম ঠাকুর বলেন, ‘ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন মোদি। তিনি কোনওভাবেই দেশের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জাতভিত্তিক জনগণনা করতে দিতে চাইছেন না। ন্যায়বিচারের দাবিকে উপেক্ষা করে দেশের দুর্বলতর শ্রেণির মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মোদি এটা করছেন তাঁর রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য থেকে।’ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল এবং এন চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টিকেও এ নিয়ে সরব হওয়ার আহ্বান জানান ঠাকুর। যদিও ইতিমধ্যে জেডিইউ-এর মুখপাত্র রাজীবরঞ্জন প্রসাদ বলেছেন, ‘আমরা জাতপাতভিত্তিক জনগণনার পক্ষে এবং সরকার যদি পরের বছর এটি করে, তবে খুশি হব।’

প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হওয়ার কথা। শেষবার জনগণনা তথা জনপঞ্জিকরণ (এনপিআর) হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। কিন্তু করোনা মহামারির জেরে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। জনগণনার প্রক্রিয়া চার বছর পিছিয়ে যাওয়ায় এবার থেকে জনগণনার কালচক্রও বদলে যাবে বলে জানিয়েছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ।

সর্বশেষ জনগণনায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১২১ কোটিরও বেশি, যাতে ১৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। ২০১১ সালে ওই জনগণনার পরপরই ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ভারত চিনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ হয়ে উঠেছে।

একনজরে

- ২০২৫-এ জনগণনা শুরু হয়ে শেষ হবে ২০২৬-এ। এরপর পুনর্বিন্যাসের কাজ, যা শেষ হতে পারে ২০২৮-এ।
- জনগণনায় সাধারণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণির উপশ্রেণিসমূহের ওপরও আলাদা সমীক্ষা হতে পারে।
- ধর্ম এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনগণনাও করা হবে।
- জাতভিত্তিক জনগণনা হবে না।
- জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে।

“ সরকারের ঘোষণায় এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদমই স্পষ্টতা নেই। নতুন জনগণনায় দেশের সব জাতের বিস্তারিত গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে মোদি সরকার কেন অবস্থান স্পষ্ট করছে না? দ্বিতীয়ত, এই জনগণনার ফলাফল কি লোকসভায় প্রতিটি রাজ্যের শক্তি নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে, নাকি এই জনগণনা লোকসভায় নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য করা হবে? এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি সমস্যার মুখে পড়বে না তো?

জয়রাম রমেশ

ওয়েনাড়ে নির্বাচনি প্রচারে সমর্থকদের মাঝে প্রিয়াংকা

সাইবার প্রতারণায় বেহাত ১২০ কোটি

‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর শিকার লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ‘মন কি বাত’-এ সাইবার জালিয়াতি নিয়ে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশবাসীকে ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ নিয়ে সতর্ক করেছেন তিনি। সেই সূত্রে সামনে এসেছে সাইবার জালিয়াতির নতুন কৌশল। যেখানে পুলিশ বা বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার নাম করে অনলাইনে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে জালিয়াতরা ফোন বা সামাজিক মাধ্যমে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিজেদের পুলিশ, সরকারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে জানায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারিতকে গ্রেপ্তার করা হবে। দায়ের হবে মামলা। অনেক সময় জালিয়াত চক্রের সদস্যরা পুলিশের পোশাকে প্রতারিতের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ মারফত ভিডিও কলও করে। অনেকে ভয় পেয়ে সাইবার জালিয়াতদের কথা বিশ্বাস করেন। অভিযোগ ধামাচাপা দিতে প্রতারকের কথা মতো অনলাইনে টাকা দিয়ে দেন। টাকা পেয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় প্রতারকরা। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও টাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

প্রতারিত ব্যক্তি যখন বুঝতে পারেন তাঁকে ঠকানো হচ্ছে ততক্ষণে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বেহাত হয়ে গিয়েছে। মন কি বাতে সেই জালিয়াতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি-এপ্রিল ত্রৈমাসিকে শুধু ডিজিটাল গ্রেপ্তারির শিকার হয়ে ১২০ কোটি টাকার বেশি খুইয়েছেন ভারতীয়রা। এই সময় বিনিয়োগের টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষের ২২২.৫৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে জালিয়াতরা। শেয়ার বাজার সংক্রান্ত জালিয়াতির মাধ্যমেও টাকা খুইয়েছেন বহু মানুষ। অঙ্কের হিসাবে যা ১,৪২০ কোটি টাকা। অনলাইন বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দিয়ে বেহাত হওয়া অর্থের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকার বেশি। এই পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে নথিভুক্ত অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে। তবে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, সাইবার জালিয়াতদের হাতে প্রতারিতদের অনেকেই অভিযোগ দায়ের করেন না। সাইবার প্রতারণার সব ঘটনার হিসাব পাওয়া গেলে বেহাত হওয়া অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি হত বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালের তথ্য বলছে, ২০২৩-এ ১৫.৫৬ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেখানে এই বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই মোট ৭.৪ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে। ২০২২ এবং ’২১-এ এই সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৯.৬৬ লক্ষ এবং ৪.৫২ লক্ষ। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, গত ৩ বছরে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা লাফিয়ে বেড়েছে।

ব্রাজিলে জি২০ শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে যাচ্ছেন সুকান্ত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ব্রাজিলে অনুষ্ঠেয় শিক্ষামন্ত্রীদের জি২০ বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ৩০-৩১ অক্টোবর ব্রাজিলের ফোর্তালেজায় বসবে জি২০ শিক্ষামন্ত্রীদের ওই বৈঠক।

ফোর্তালেজার সিয়ারা ইভেন্টস সেন্টারের ওই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গুণগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করবে।

ফোর্তালেজার সিয়ারা রাজ্যকে এই বৈঠকের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ এর জনশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, যা অন্য দেশগুলির ক্ষেত্রে একটি প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বৈঠকে ভারতের সাম্প্রতিক শিক্ষাগত অগ্রগতি, বিশেষত জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র অধীনে শিক্ষাখাতে ডিজিটাল রূপান্তর ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি তুলে ধরবেন। সুকান্ত মজুমদারের মতে, জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

পাশাপাশি তিনি অন্যান্য দেশের শিক্ষাগত উদ্ভাবনগুলি থেকে কী শেখা যায়, তা নিয়েও আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন।

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেরও আয়োজন থাকবে, যেখানে ভারতের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহযোগিতামূলক অগ্রগতির প্রস্তাব তুলে ধরা হবে।

৮ কোটি না পেয়ে স্বামীকে খুন

হায়দরাবাদ, ২৮ অক্টোবর : ব্যবসায়ী স্বামীর ৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাগাতে না পেরে প্রেমিক ও আরও এক ব্যক্তির সাহায্যে স্বামীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্ত্রী। এই ঘটনায় স্ত্রীর দুই শাগরেদকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

অক্টোবরের ১ তারিখে তেলেঙ্গানার উপ্পলে রমেশ নামে ওই ব্যবসায়ী খুন হন। সেদিন উপ্পল থেকে গাড়ি করে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছিল কর্ণাটকে। ঘটনাস্থল থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে বেঙ্গালুরুর কাছে কোডাগু জেলার কফি খেত থেকে ব্যবসায়ীর দেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যবসায়ীর স্ত্রী নীহারিকা ছাড়া তাঁর প্রেমিক নিখিল ও অঙ্কুর নামে আরও এক ব্যক্তি ঘটনায় যুক্ত। কফি খেত থেকে উদ্ধার হওয়া রমেশের পোড়া দেহ শনাক্ত করা পুলিশের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের হলেও সিসিটিভির ফুটেজের সাহায্যে পুলিশ খুনের কিনারা করেছে। তা সম্পন্ন হতে প্রায় এক মাস লেগে যায়।

ভিনরাজ্যে দেহ উদ্ধার

অভিযুক্ত মহিলা। (ডানদিকে) ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার।

সূত্রের খবর, ফুটেজে উপ্পল থেকে বেরোনো মার্সিডিজের ছবি ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে গাড়িটির মালিক উপ্পলের বাসিন্দা বছর ৫৫-র রমেশ। এদিকে, তাঁর স্ত্রী নীহারিকাই স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার ডায়ারি করেছিলেন। সেই সংক্রান্ত তদন্তে নেমে পুলিশ উপ্পলের বাড়িতে আসে। ২৯ বছরের নীহারিকাকে নিয়ে পুলিশের প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ভেঙে পড়ে স্বামীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা নীহারিকা স্বীকার করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আর্থিক প্রতারণায় নীহারিকাকে জেলে যেতে হয়। সেখানে অঙ্কুরের সঙ্গে তার আলাপ। জেল থেকে বেরিয়ে ব্যবসায়ী রমেশকে বিয়ের পর শুরু হয় বিলাসবহুল জীবন। বয়সের পার্থক্যে স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল হয়নি। এর মধ্যেই নীহারিকা প্রেমে পড়েন পশুচিকিৎসক নিখিলের।

‘গগনযান মিশন’ স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : এক বছরের জন্য ‘গগনযান মিশন’ পিছিয়ে দিল ইসরো। এই মিশনে মহাকাশে ভারতীয় নভশ্চর পাঠানোর কথা রয়েছে। সোমবার ইসরো জানিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে গগনযান অভিযান ২০২৫ সালে হচ্ছে না। পরিবর্তে ২০২৬ সালে হবে ওই অভিযান। একই সঙ্গে ইসরোর চন্দ্রযান-৪ এবং নিসার-এর উৎক্ষেপণ সূচিও ঘোষণা করেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ।

দিল্লির আকাশবাণীতে সর্দার প্যাটেল স্মারক ভাষণে ইসরোর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নতুন সময়সূচি ঘোষণা করেন সোমনাথ। তিনি বলেন, ইসরোর প্রথম মানববাহী মহাকাশ অভিযান ২০২৫ সালে হচ্ছে না। তার পরিবর্তে ২০২৬ সালে ওই অভিযান হবে। এছাড়া, চন্দ্রযান-৪ ২০২৮ সালে রওনা হবে। ২০২৫ সালে ভারত-আমেরিকার যৌথ অভিযান নিসার। সোমনাথ বলেন, ‘জাপানের মহাকাশ সংস্থা জেএএক্সএ-র সঙ্গে একটি যৌথ চন্দ্র অভিযানের পরিকল্পনাও রয়েছে ইসরোর। অভিযানের নাম হবে ‘চন্দ্রযান-৫’।’ তবে কবে সেই অভিযান হতে পারে, তা নিয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি সোমনাথ।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি গগনযান মিশনের জন্য মনোনীত চার নভশ্চরের নাম ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁরা হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালকৃষ্ণন নায়ার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণান, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ এবং উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লা।

২০১৮ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রথম ‘গগনযান’ প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তখন বলা হয়েছিল ২০২২ সালে সেই অভিযান হবে।

ইসরোর সূচি

- গগনযান: ২০২৬-এ মানববাহী মহাকাশ অভিযান
- চন্দ্রযান-৪: নমুনা সহ ফেরত আসার মিশন ২০২৮-এ
- নিসার: ২০২৫-এ ভারত-মার্কিন যৌথ মিশন

কাশ্মীরে নিহত ৩ জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরে নাশকতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি। সোমবার আখনুর সেক্টরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৭টা নাগাদ আখনুরের বাতালে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনা। দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে সরকারি বাহিনী। চিরুনি তল্লাশির সময় জঙ্গিদের সঙ্গে সেনাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। বাহিনীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় ৩ জঙ্গি। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গত সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ২ সেনা জওয়ান সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়। তারপরেই উপতক্যাজুড়ে তল্লাশিতে গতি এনেছে সেনা।

বৈঠক ওয়াক-আউট বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ফের ভেস্তে গেল যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) ওয়াকফ বৈঠক। সোমবার বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করলেন বিরোধী দলগুলির সদস্যরা।

শাসক-বিরোধী তর্জায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বৈঠকের আবহ। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের প্রশাসক এবং দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এমসিডি) কমিশনার অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে মূল প্রতিবেদনটি পরিবর্তন করেছেন।

বিরোধী সাংসদরা অভিযোগ করেন, অশ্বিনী কুমার প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করে তা উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেননি তিনি। প্রতিবাদে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং, ডিএমকের মোহাম্মদ আবদুল্লা, কংগ্রেসের নাসির হুসেন এবং মহম্মদ জাওয়াদ সহ কয়েকজন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য তাঁরা বৈঠকে ফিরে আসেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে ‘অপ্রয়োজনীয় এবং অন্তঃসারশূন্য’ আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি জানিয়ে জেপিসিকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর মতে, বিলটি মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রের তরফে তাঁদের সম্পত্তির ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় মুসলিম সংগঠনগুলিও সরব। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্র ওয়াকফ বোর্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৪৪টি সংশোধনী প্রস্তাব করেছে। তাদের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য এই সংশোধনীগুলি নিয়ে আসছে।

বর্তমান ওয়াকফ আইন অনুযায়ী, যে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণার অধিকার বোর্ডের হাতে থাকলেও নতুন সংশোধনীতে এই ক্ষমতা জেলা শাসক বা সমপদমর্যাদার আধিকারিকদের দেওয়া হবে। এছাড়া নতুন বিলে ওয়াকফ সম্পত্তি একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে নথিভুক্তিকরণের প্রস্তাবনা রয়েছে। বিরোধী দলগুলির বড় অংশ এবং বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এই বিলকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করছে। গত মঙ্গলবার জেপিসির বৈঠকে অসংসদীয় আচরণের অভিযোগে এদিনের বৈঠক থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ওয়াকফ

বিষ্ণোই গ্যাংয়ের কোপে বিহারের বাহুবলী সাংসদ

পাটনা, ২৮ অক্টোবর : এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী খুনের পর বলিউডের সুপারস্টার সলমন খানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলায় অভিযুক্ত সলমন দীর্ঘদিন ধরে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় রয়েছেন। সলমনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের শুটাররা বাবা সিদ্দিকীকে খুন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এবার বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকির মুখে বিহারের সাংসদ পাপ্পু যাদব। সোমবার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছে বলে দাবি পাপ্পুর।

সাংসদ জানিয়েছেন, ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করেছেন। লরেন্সের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে তাঁকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেয় ওই ব্যক্তি।

এখানেই শেষ নয়। ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি আরও জানিয়েছে, এই ফোন করার জন্য নাকি জেলের জ্যামার বন্ধ রাখতে ঘণ্টাপ্রতি ১ লক্ষ টাকা খরচ করেছে লরেন্স বিষ্ণোই। যদিও ফোনটি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

হুমকির কথা চিঠি লিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে জানিয়েছেন পাপ্পু। । বাবা সিদ্দিকী খুন হওয়ার পর বাহুবলী সাংসদ বলেছিলেন, ‘ওদের গোটা গ্যাংকে আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দেব।’ তার জেরেই পাপ্পুকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকি ফোন বলে মনে করছে পুলিশ।

মানাবাড়ি চা বাগানের শেড ট্রি'র মগডালে চিতাবাঘ।

দিনভর মগডালে বসে চিতাবাঘ

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২৮ অক্টোবর : দিনভর অন্য মেজাজেই মগডালে বসে চিতাবাঘ। কখনও লেজ নাড়িয়ে, আবার কখনও পাশের ডালে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করতে দেখা যায় তাকে। আর সেসব দেখতে সোমবার এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি ওদলাবাড়ি থেকেও দলে দলে মানুষ মানাবাড়ি চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে ভিড় করে। ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীদের। এদিকে, শিরীষ গাছের মগডাল থেকে নামার কোনও লক্ষণ নেই ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক চিতাবাঘের। খবর লেখা পর্যন্ত চিতাবাঘটি মগডালেই বসে। বনকর্মীদের ধারণা, সন্ধ্যা নামতেই এলাকা জনশূন্য হয়ে যাবে। তখন নিজেই চিতাবাঘটি মগডাল থেকে নীচে নেমে আসবে। প্রায় ৬০ ফুট উঁচু মগডাল থেকে নীচে ঝাঁপ দিলে যাতে তার কোনওভাবেই চোট না লাগে সেসব চিন্তা করে দুপুরের পর গাছের নীচে জাল বিছিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মাল বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ ওয়ার্ডেন কিশলয় বিকাশ দেব।

বাগানের ম্যানেজার পবন ছেত্রী বলেন, 'বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে এদিন স্প্রে করার পরিকল্পনা ছিল। কাজ শুরুর আগে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাগানের এক চৌকিদার কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গী করে ওই সেকশনে পৌঁছে দুটো চিতাবাঘ দেখতে পেয়ে দ্রুত আমাকে ফোন করেন। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস'র কো-অর্ডিনেটর নফসর আলির কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই চা বাগান চিতাবাঘের স্বাভাবিক বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রমিকদের সতর্ক থাকা উচিত।'

বাড়তি গুরুত্ব চা বাগানের পাট্টা পাওয়া শ্রমিকদের

আবাসের সমীক্ষার পর সুপার চেকিং

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : জেলায় আবাস যোজনার সমীক্ষা শুরু হয়েছে ২১ অক্টোবর থেকে। চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই সমীক্ষা শেষ হলে জেলাজুড়ে শুরু হবে সুপার চেকিং। আধিকারিক পর্যায়ে অফিসাররা উপভোক্তাদের নিয়ে কোনও অভিযোগ বা সন্দেহ রয়েছে কি না খতিয়ে দেখবেন। সেইমতো তালিকা পরিবর্তনেরও সুবিধা থাকছে। তবে চা বাগানে জমির পাট্টা পাওয়া শ্রমিক এবং শ্রমিক কোয়ার্টারের বাসিন্দাদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে সুপার চেকিংয়ের সময়।

জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে আবাস যোজনা প্রকল্পে ৭৭ হাজার ৫০০ জন উপভোক্তার তালিকা হাতে নিয়ে সমীক্ষা চলছে। এই সমীক্ষার ফলাফল দেখে উপভোক্তার নাম ধরে ধরে অনস্পট সুপার চেকিং শুরু করবেন অফিসাররা। ১৬ নভেম্বরের মধ্যে সুপার চেকিংয়ের প্রক্রিয়া শেষ করে রাজ্যের কাছে জমা দিতে হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পাশাপাশি রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও পাঠানো হবে।

সোমবার বিকেলে অফিসারদের নিয়ে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসের হলঘরে এই বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পোর্টালের সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে মোবাইল অ্যাপ দিয়ে চেকিং করা হবে, সেটাই হাতেকলমে শেখানো হয়।

পঞ্চায়েত স্তরের অফিসাররা বর্তমানে সমীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন। সুপার চেকিংয়ের মাধ্যমে এই সমীক্ষায় কোনও ভুলভ্রান্তি রয়েছে কি না দেখা হবে। কী কী দেখা হবে? উপভোক্তা কাঁচা বাড়িতে থাকেন কি না। ঘরের মেঝে পাকা কিন্তু চার দেওয়াল বাঁশের, মাথার উপরে টিনের ছাউনি, এমন ঘরও কাঁচাবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হবে। অন্যদিকে, মেঝে পাকা এবং ঘরের চার দেওয়াল কংক্রিটের কিন্তু ছাদে টিনের ছাউনি দেওয়া রয়েছে, তাহলে সেই বাড়ি পাকা বাড়ি বলে গণ্য হবে। তাছাড়া তালিকায় নাম থাকা বাড়ির মালিক আয়কর দেন কি না বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কী পরিমাণ জিএসটি দিয়ে থাকেন, সেগুলিও দেখা হবে সুপার চেকিংয়ের সময়।

ময়নাগুড়ির রামশাইতে আবাস প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা। -ফাইল চিত্র

বিশেষ নজর

- ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সমীক্ষার ফলাফল নিয়ে অনস্পট সুপার চেকিং আধিকারিকদের
- প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না যায়, সেদিকে খেয়াল
- রিপোর্ট পাঠানো হবে পঞ্চায়েত দপ্তরের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে

জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বী রানা জানান, চা বাগানের শ্রমিকদের বিষয়টি সুপার চেকিংয়ের সময় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। চা শ্রমিকরা বাগানের দেওয়া পাকা কোয়ার্টারে থাকেন। সেই কোয়ার্টারের মালিক কিন্তু সেই শ্রমিক নন। সেইসঙ্গে আবার সংযোগে চা শ্রমিককে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সুপার চেকিংয়ে পোর্টাল বা আপ কী নির্দেশ দেয়, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সমীক্ষকদের করা রিপোর্ট সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তবেই সেই উপভোক্তার নাম ঘরপ্রাপক হিসেবে পোর্টালে আপলোড করা হয়। এই দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেছে জেলা প্রশাসন। সুপার চেকিংয়ের সময় উপভোক্তার নামে অভিযোগ থাকলে গ্রিভান্স সেলে আসা অভিযোগ খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কালীপুজো পার হলেই শুরু হবে সুপার চেকিং।

শিক্ষিকাকে শোকজ

হিলি, ২৮ অক্টোবর : ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কারের ঘটনায় জড়িত শিক্ষিকাকে শোকজ করল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। সোমবার ওই শিক্ষিকাকে শোকজের চিঠি পাঠান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হিলি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। গত শুক্রবার হিলির লস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কার করানোর অভিযোগ ওঠে ওই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'আজ ওই শিক্ষিকাকে শোকজ করেছি। আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে।'

গোরু চোর সন্দেহে আটক তরুণ

ময়নাগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : অচেনা তরুণের হাতে এলাকার গোরু দেখেই প্রতিবেশীর সন্দেহ হয়। ওই তরুণের পথ আগলে দাঁড়ান তিনি। কয়েকটা প্রশ্ন করতেই ঘেমে অস্থির ওই তরুণ। সোমবার দুপুরে ময়নাগুড়ি ব্লকের হুসলুডাঙ্গা বাজার এলাকায় গোরু চোর সন্দেহে ওই তরুণকে স্থানীয়রা আটক করেন। কিছু সময় পরে স্থানীয়রা ধৃতকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ জোয়ারদারের বাড়ির সামনে গোয়ালে গোরু বাঁধা ছিল। সেখান থেকে ওই তরুণ একটি গোরু নিয়ে পিচ রাস্তার দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। এক প্রতিবেশীর হাঁকডাকে গোরুর মালিক ও আরও বেশ কয়েকজন জড়ো হন। রাজ এসে ওই তরুণের হাত থেকে গোরুটিকে উদ্ধার করেন। রাজ বলেন, 'প্রতিবেশী না খবর দিলে কিছুই জানতে পরতাম না।'

উত্তরকন্যার ক্যান্টিনে কাটমানির রফা

পিএ'র চিরকুটে 'উন্নয়নে'র বরাত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : একখানা হলুদ চিরকুট। তাতে লেখা তিনখানা নাম। দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিবের (পিএ) জমা করা সেই হলুদ চিরকুটের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট এজেন্সির নামে টেন্ডার পাশ হচ্ছে। কোন টেন্ডার কে পাবে, কত টাকায় রফা হবে সেই সমস্ত কিছু ঠিক হচ্ছে উত্তরকন্যার ক্যান্টিনে বসে। এই ক্যান্টিন এবং তার ওপরতলার অফিসই মূলত কোটি কোটি টাকা কাটমানি লেনদেনের ঠেক হয়ে উঠেছে। সেখান থেকেই রোটেশনের ভিত্তিতে পেটোয়া ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়।

কাজ পাওয়ার নিরিখে প্রথম সারিতে রয়েছেন রায়গঞ্জের এক ঠিকাদার। অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এই পুকুরচুরির খবর কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে। কিন্তু কেউই কোনও ব্যবস্থা নেয় না। বরং এই চক্র চালিয়ে যাওয়াতেই মদত দেওয়া হচ্ছে।

বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এই সীমাহীন দুর্নীতির প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলব। পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটেও (ইডি) দরবার করব।'

অন্য দপ্তরগুলির মতো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে কাটমানি, বিল পেতে কমিশন দেওয়ার প্রথা ২০১১ সাল থেকেই রয়েছে। কিন্তু গত দু'আড়াই বছরে এই দপ্তরের দুর্নীতি সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়েছে যে, কোনও কাজের জন্য বরাদ্দ টাকার ৫০ শতাংশের বেশি সেই কাজে ব্যয় করতে পারছেন না ঠিকাদাররা। একাধিক ঠিকাদার বলছেন, 'কাটমানি দিতে দিতেই ২৫ শতাংশের বেশি চলে যাচ্ছে। তারপর স্থানীয় ক্লাব, নেতা-নেত্রীরা তো রয়েছেন। কোনও কাজ হলে তাঁরাও

দুর্নীতির আঁতুড়

- আট জেলায় যত কাজ হয়, সব করে ২০-২২টি এজেন্সি
- এক কর্তার ব্যক্তিগত সচিব টেন্ডার থেকে কাটমানি নেওয়ার প্রক্রিয়া সামলান
- ওই সচিবই একটি হলুদ চিরকুটে তিনটি এজেন্সির নাম লেখেন
- যে সংস্থা সবথেকে বেশি কাটমানি দিতে রাজি তার নাম সবার ওপরে থাকে
- চিরকুট সই হয়ে এলে টেন্ডার আপলোড হয় অনলাইনে

হাত পেতে বসে যান। দাবি না মানলে পদে পদে বিরক্ত করেন, কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঝামেলা করেন। তাই তাঁদেরও প্যাকেট দিতে হচ্ছে।' অনেক এজেন্সি আবার ১৫-২০ শতাংশ এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তার বেশি লাভ সরিয়ে রেখে বাকি টাকায় কাজ করছে। কেননা এই দপ্তরের কাজ পাওয়াটা কিছু এজেন্সির কাছে মনোপলি কারবার হয়ে গিয়েছে।

এজেন্সি সূত্রে খবর, আট জেলায় যত কাজ হয় সবগুলিই ২০-২২ জন ঠিকাদার রোটেশনের ভিত্তিতে করছেন। এই পুরো টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিব। ঠিকাদারদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা, কোন কোন কাজ বের হচ্ছে, কত টাকার প্রকল্প, বিটুমেনের রাস্তার বদলে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি, বেশি টাকার কাজে কোন এজেন্সি সবচেয়ে বেশি কমিশন দেবে অর্থাৎ এককথায় উন্নয়নমূলক কাজের 'টেন্ডার বিক্রির' দায়িত্ব ওই ব্যক্তিগত সচিবই নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই ব্যক্তিগত সচিবের কাছ থেকেই অনলাইনে টেন্ডার আপলোড হওয়ার আগেই হলুদ চিরকুটে শীর্ষস্থানীয় কর্তার কাছে সওদা হওয়া এজেন্সির তালিকা যায়। হলুদ চিরকুটে তিনটি এজেন্সির নাম লেখা থাকে। যে এজেন্সি সব থেকে বেশি কমিশন দিচ্ছে তার নাম সবার উপরে লেখা হয়। এই চিরকুটে সই হয়ে ফেরত আসার পরই টেন্ডার আপলোড হয়। আগে থেকে নির্দিষ্ট হওয়া এজেন্সি ব্যতীত কোনও এজেন্সি টেন্ডারে অংশ নিয়ে ফেললে সেই এজেন্সির কর্তাকে ডেকে রীতিমতো ধমকান শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিব।

অভিযোগ, উত্তরকন্যার ক্যান্টিনেই এখন ঘুঘুর বাসা বসেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পেটোয়া ঠিকাদারদের আড্ডা জমছে এখানেই। এই ক্যান্টিনের ওপরতলায় একটি ঘরে রীতিমতো কম্পিউটারে কমিশনের হিসাবনিকাশ লেখা হয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ কাটমানির খবর তুলে ধরতেই হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছে দপ্তরের কর্তাদের। কয়েকটি এজেন্সির কর্তাদের ওপর শুরু হয়েছে বাড়তি 'নজরদারি'। দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য, প্রথম দিন থেকেই দাবি করে আসছেন, স্বচ্ছভাবেই কাজ হচ্ছে তাঁর দপ্তরে।

বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে কলকাতা

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : ফের বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে জায়গা করে নিল কলকাতা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা স্যাভিলস গ্রোথ হাব ইনডেক্সের সমীক্ষায় পর্যটনের নিরিখে বিশ্বের সেরা শহরগুলির মধ্যে ১৯তম স্থান পেয়েছে কলকাতা। ধারাবাহিক উন্নয়নের নিরিখে ১১তম স্থানে রয়েছে কল্লোলিনী তিলোত্তমা। শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্বের মেট্রো শহরগুলির মধ্যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কলকাতার প্রত্যেকের সহযোগিতা ছাড়া এই স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমাদের শহর সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করে, কীভাবে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা সহাবস্থান করতে পারে এবং কীভাবে উন্নয়ন পরিবেশ সচেতনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারে।' তিনি লেখেন, 'প্রত্যেক কলকাতাবাসীর সমর্থন ছাড়া এই স্বীকৃতি সম্ভব হত না। একসঙ্গে আমরা একটি শহর গড়ে তুলছি। যা তার ঐতিহ্যকে সম্মান করে, উন্নয়নের সঙ্গে এগিয়ে যায় এবং পরিবেশের যত্ন নেয়। আসুন আরও উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যকর এবং আরও সমৃদ্ধ কলকাতার জন্য একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাই।'

এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার নানা বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলার দুর্গাপুজো পেয়েছে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। সুন্দরবনে তৈরি হওয়া দুধ কয়েকদিন আগেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। ফের আন্তর্জাতিক খেতাব পেল 'সিটি অফ জয়'। এখন কলকাতায় গঙ্গা আরতির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যা দেখতে সাধারণ মানুষের আগ্রহও রয়েছে যথেষ্ট। কলকাতা শহরের উন্নয়নও সাধারণ মানুষের চোখে ধরেছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়ন, সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রদান, পর্যটনক্ষেত্রগুলিকে ঢেলে সাজানো সহ একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে কলকাতা ছাড়াও রয়েছে রাজস্থানের জয়পুর ও উদয়পুর।

সবজির দাম যাচাইয়ে মহকুমা শাসক। সোমবার দিনবাজারে।

বাজারে এসডিও, নিমেষে কমল দাম

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : ব্যবধান মাত্র কয়েক মিনিট। তার মধ্যেই ৮০ টাকার টমেটো নামল ৬৫ টাকায়। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ জলপাইগুড়ির দিনবাজার এমন ছবিই দেখল। কোনও পুজো স্পেশাল অফার নয়, মহকুমা শাসকের বাজার পরিদর্শনের পর ব্যবসায়ীরা সঠিক দাম নিতে বাধ্য হলেন। তাহলে আগে চড়া দামে বিক্রি করছিলেন কেন? ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, অনেক টমেটোতে দাগ থাকে। পাশাপাশি অনেক টমেটো পচেও যায়। এতে তাঁদের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। তাই কিছুটা বড়সড়ো লাভের মার্জিন রেখেই বিক্রি করেন।

কী ঘটল এদিন? সন্ধ্যায় দিনবাজারের সবজি বাজার জমজমাট। ক্রেতা-বিক্রেতার দরদাম চলছে। এরই মাঝেই জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী দোকানে দোকানে গিয়ে দাম যাচাই করতে শুরু করেন। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই একে একে সকল বিক্রেতাই টমেটোর দর কমিয়ে দিলেন। এতটা বেশি দামে বিক্রি করা নিয়ে মহকুমা শাসক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের থেকে তিনি সবজি কেনার স্লিপ দেখতে চান। কিন্তু কেউই তা দেখাতে পারেননি। ব্যবসায়ীরা পাইকারি বাজার থেকে বিনা রসিদে কিনলে, টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা ওই সবজি বাজেয়াপ্ত করেন, সেই নির্দেশও দিয়েছেন মহকুমা শাসক।

এদিন দিনবাজারে দাঁড়িয়ে মহকুমা শাসক বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা বিভিন্ন বাজারে ঘুরছেন। সুফল বাংলার থেকে বেশি দামে কোনও বাজারে টমেটো বিক্রি হচ্ছে কি না, তা তাঁরা খোঁজ নিয়ে দেখছেন। অনেক ক্রেতা মৌখিকভাবে অতিরিক্ত দাম নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। পাশাপাশি ফলের বাজারগুলোতেও নজরদারি রাখা হবে।'

দুর্গাপুজোর আগেও টাস্ক ফোর্স লাগাতার অভিযান চালিয়েছিল। স্লিপ ছাড়া অধিকাংশ ব্যবসায়ীই পাইকারি বাজার থেকে আলু আমদানি করছিলেন। সেই একই ছবি টমেটোর ক্ষেত্রেও ধরা পড়ল। কবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন রয়েছে। দিনবাজারে আসা এক ক্রেতা প্রদীপ তরফদার বলেন, 'প্রশাসনের অভিযান হলেই সবজির দাম কমে যায়। আধিকারিকরা চলে গেলে ফের দাম বেড়ে যায়। সকালে যে দামে সবজি বিক্রি হয় রাতেই তার দাম অনেকটাই বেড়ে যায়। একটা স্থায়ী সমাধান চাই।'

সামনেই কালীপুজো, ছটপুজো রয়েছে। মহকুমা শাসক জানিয়ে দিয়েছেন, এই সময়ে সবজি বাজারের ফল বাজারেও নজরদারি চালানো হবে।

প্রার্থীপদ বাতিলের দাবি

দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সংগীতা রায়ের মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবিতে উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানাল বাম-কংগ্রেস।

সোমবার সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি পর্ব চলাকালীন কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ ও বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণকুমার বর্মা ৬ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নকে চ্যালেঞ্জ জানান। হরিহর বলেন, 'তৃণমূল প্রার্থী পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় স্বামী হিসাবে জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার নাম লিখেছিলেন। । পরবর্তীতে বিধানসভা উপনির্বাচনে স্বামীকে বাদ দিয়ে বাবার নাম লিখেছেন। তিনি অনেক কিছু লুকোচ্ছেন। তাই তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিলের জন্য কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি।'

বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। সংগীতার এসসি সার্টিফিকেট জাল বলেও অভিযোগ রয়েছে। সংগীতা মন্তব্য করতে চাননি। তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম

সংগীতা রায়।

রায়ের দাবি, 'আমাদের প্রার্থী সমস্ত তথ্য অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কংগ্রেস হেরে যাওয়ার ভয়ে এসব বলছে।'

পিসি চন্দ্রের ধনতেরাস অফার

নিউজ ব্যুরো

২৮ অক্টোবর : ধনতেরাস উদযাপনে দারুণ সমস্ত অফার নিয়ে এল পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স। ৮৫ বছর ধরে তারা তাদের গুণমান দিয়ে উপভোক্তাদের বিশ্বাস, ভরসা অর্জন করেছে। সমৃদ্ধির উৎসবে ক্রেতারা পেয়ে যাবেন হিরের গয়নার মজুরির ওপর ২৫ শতাংশ ছাড়। সঙ্গে থাকছে হিরে ও গ্রহরত্নের ওপর ১০ শতাংশ ছাড়। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব উপহার। ৫০ হাজার টাকার ওপর কেনাকাটায় মিলবে পাঁচ গ্রাম ওজনের একটি রুপোর কয়েন। ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কেনাকাটায় মিলবে ৫০০ মিলিগ্রামের একটি সোনার কয়েন। পাশাপাশি থাকছে লাকি ড্র'র মাধ্যমে দুই কেজির সোনার কয়েন জেতার সুবর্ণ সুযোগ।

মহিলাদের দর বাড়ে

প্রথম পাতার পর

আমরা মহিলাদের ২,১০০ টাকা করে দেব। বিজেপির ঘোষণা শুনেই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জানিয়ে দিয়েছে তারা দেবে আড়াই হাজার!

ভোট হতে চলেছে মহারাষ্ট্রেও। সেখানে এনডিএ সরকারের প্রকল্প চলছে লেড়কি বহেন। মহিলারা পান দেড় হাজার টাকা। এবার ইন্ডিয়া জোট ঘোষণা করে দিয়েছে, জিতে এলে তারা দেবে মাসে দু'হাজার। এর আগে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের দেড় হাজারকে টেক্কা দিয়ে বিজেপির টোপ ছিল সতেরোশো।

পঞ্জাবে হাজার টাকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ওড়িশায় সুভদ্রা প্রকল্পে বলা হয়েছে, ২১ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত মহিলারা পাঁচ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। বছরে দশ হাজার। তামিলনাড়ুতে আবার মেয়ে জন্মালে তার নামে ৫০ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হয়। ১৮ বছর বয়সে তা তোলা যায়। এছাড়া কলাইনার মাগালির উরিমাই প্রকল্পে মাসে হাজার টাকা তো আছেই। কর্ণাটকে আবার আছে গৃহলক্ষ্মী। মাসে ১ কোটি ২৮ লাখ মহিলা পান দু'হাজার টাকা। ডান-বাম, বিজেপি-অবিজেপি সিঙ্গল ইঞ্জিন হোক বা ডাবল ইঞ্জিন কোনও সরকারই বাকি নেই। আগে নানারকম সমালোচনা করলেও এখন সবাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পথেই পা মিলিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আরও কত কী। দিল্লি, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরলে মহিলাদের সরকারি বাসে ফ্রি, টিকিট কাটতে হয় না। এই তো কিছুদিন আগেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'রেউড়ি' সংস্কৃতি নিয়ে কত কথা বলতেন। ভোটের আগে ভেট দেওয়া নিয়ে এখন কিছু বলতে শোনেন তাঁকে?

মোদ্দা কথা হল, মুখে যে যাই বলুক, ভোট চাই। ভোটের জন্য মহিলাদের সমর্থন চাই। আর তার জন্যই চাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। দলমত কোনও ব্যাপারই নয়। তাই বলছিলাম, যে দেশে মহিলাদের কদর নেই, যেখানে ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা রোজকার ব্যাপার, সেখানে মহিলাদের দর বাড়ে কেবল ভোটের মুখে।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় ফসলের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত

ভূত নয়, জীবাণু প্রতিরোধক জিন সর্ষেতে

চন্দ্রনারায়ণ সাহা ও সম্বিত গুপ্ত

রায়গঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : জলবায়ু পরিবর্তনের এইসংকটময় সময়ে, শস্য উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। যার সরাসরি প্রভাবের মধ্যে অন্যতম ব্র্যাসেকেসি (সর্ষে) পরিবারের ফসলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস। বিশেষত ব্র্যাসেকেসি রাপা ইত্যাদি কেবল আমাদের খাদ্য চাহিদাই মেটায়না। দৈনন্দিন জীবনে এদের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। এই উদ্ভিদগুলি ভোজ্যতেল উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি দূষিত মাটি পরিশোধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এইগুলির। এমতাবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ ফসলের সংরক্ষণ গবেষণার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সৌমিতা পোদ্দার ও তাঁর ছাত্রী গবেষিকা সায়নী দাস লাহা।

ডঃ পোদ্দার জানান,'আমি এবং আমার পিএইচডি শিক্ষার্থী সায়নী দাস লাহা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে ব্র্যাসেকেসি রাপাতে ৩৬৭টি ছত্রাক প্রতিরোধী এবং ৯৮২টি লবণাক্ততা প্রতিরোধী জিন রয়েছে। এর মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ জিন উভয় ধরনের প্রতিবন্ধকতা রুখতে সক্ষম। ব্র্যাসেকেসির আরেক প্রজাতি জুন্সিয়ায় এই জিনগুলির আটটি সদৃশ জিন পাওয়া গেছে, যা এই প্রতিকূল

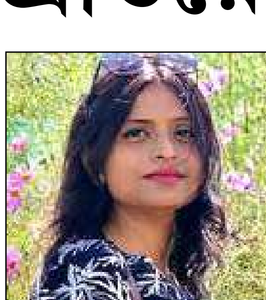

গবেষক ডঃ সৌমিতা পোদ্দার

পরিস্থিতি সামলাতে একইভাবে সক্ষম করে তুলেছে এই প্রজাতি গুলিকে। আমাদের এই গবেষণার ফলাফল খুবই ইতিবাচক। প্রতিরোধী জিনগুলির খোঁজ পাওয়ার মানে হল, আমরা এখন জানি কীভাবে সর্ষে ফসলগুলিকে আরও শক্তিশালী করা যায়।'

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসল উৎপাদন বিপদের মুখে পড়েছে। একজন সাধারণ কৃষক এখন যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন, যেমন মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বা ছত্রাকের আক্রমণ, সেগুলোর প্রতিরোধে এই গবেষণা নতুন দিশা দেখাবে। বিশেষত সর্ষের ক্ষেত্রে অল্টারনারিয়া জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ এক দুশ্চিন্তার বিষয়। এই প্রেক্ষিতে ডঃ পোদ্দারের আবিষ্কৃত জিনগুলো ব্যবহার করে ভবিষ্যতে এমন ফসলের জাত তৈরি করা যাবে যা, যে কোনও প্রতিকূলতায় টিকে থেকে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সর্ষে গোত্রের বিবর্তনের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, এদের জিনোমে বারবার মিউটেশন ঘটেছে, যার ফলে তৈরি হয়েছে একটি জটিল জেনেটিক কাঠামো। এই জটিল জেনেটিক কাঠামোয় এমন সব প্রতিরোধী জিন খুঁজে বের করার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ফসলের জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। প্রতিরোধী জিনগুলির সঠিক শনাক্তকরণ এবং তাদের কার্যপ্রণালীর বিশদ বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে যা ফসলের গুণমানের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে ও আগামী প্রজন্মের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। প্রাথমিকভাবে প্রখ্যাত জার্নাল 'প্ল্যান্টা'তে রিভিউ আকারে এই কাজ প্রকাশিত হয়েছে।

পিএফ সমস্যা মেটাতে শিবির

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : চা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের তরফে সোমবার মালবাজারের রানিচেরা চা বাগানে শিবির হল। শিবিরে ওই চা বাগানের ৭১ জন কর্মী ও শ্রমিকের অধিকাংশেরই পিএফ সমস্যা সমাধান হয়েছে। কয়েকজনের সমস্যা মেটানো যায়নি। বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের পিএফ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আঞ্চলিক পিএফ কমিশনারের সঙ্গে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় সাক্ষাৎ করেন। পিএফ অফিস সূত্রে খবর, শ্রমিক ও কর্মচারীদের পিএফ সমস্যার সমাধানে নভেম্বর মাস থেকে চা বাগান ধরে ধরে শিবির করা হবে।

দুই রাজপরিবারে

প্রথম পাতার পর

বড়োতারার পরনে থাকে বাঘের ছালের বসন। দেবীর পায়ের তলায় শিব লম্বালম্বিভাবে অর্থাৎ বড়োতারার একেবারে মুখোমুখি থাকেন। দেবীর দু'পাশে দুটি শিয়াল থাকে। বাঁদিকে দেবীর নীচের হাতে রক্তের বাটি ও ওপরের হাতে সুন্দি এবং ডানপাশে উপরের হাতে খাড়া ও নীচের হাতে বিশেষ ধরনের অস্ত্রকাটার থাকে।

পুজোর আগে বিশেষ পুলিশ পাহারায় দেবীকে সোনা ও রুপোর গয়না পরানো হয়। সোনা-রুপোর তৈরি ১০৮টি নরমুণ্ডের মালা, সোনার চাপ কলিহার, সোনার কাঠির মালা, সোনার টিপ, সোনার নথ, মাথার ওপরে ওরচাঁদ পরানো হয়। দেবীর পুজোয় রুপোর তৈরি রেকাবি, গ্লাস, চন্দন বাটি, পানপাত্র, বাটি, শঙ্খ-ত্রিপদী ব্যবহার করা হয়।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে কালীপুজোর দিন প্রথা মেনে দুপুরের কিছু আগে কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তিকে স্নান করানো হবে। স্নান করাবেন রাজ পরিবারের পুত্রবধূ। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সেই সময় উপস্থিত থাকবেন মণ্ডপে। এখানে দেবী অষ্টভুজা। তাঁর দুই হাতে থাকে খড়্গ ও রুপোর মুণ্ডমালা। বাকি ছয় হাতে দেবী আশীর্বাদ করেন। স্নান শেষে লাল বেনারসিতে দেবীকে সাজানো হয়। হাতে-কানে-গলায় পরানো হয় সোনার অলংকার।

মদনমোহনবাড়িতে বড়োতারার পুজোয় বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পী প্রভাত চিত্রকর প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। মদনমোহনবাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে আগামী বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা থেকে পুজো শুরু হবে। প্রতিমার উচ্চতা হবে সাড়ে সাত হাত। বড়োতারার পুজো করবেন পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রথা অনুযায়ী পাঁঠা, মেষ (ভেড়া), পায়রা, মাগুর মাছ ও হাঁস বলি দেওয়া হবে।'

মহারাজা ফণীন্দ্রদেবের আমলে শুরু হয়েছিল জলপাইগুড়ি রাজপরিবারে কালীপুজো। রাজ পরিবারের পুরোহিত শিবু বলেন, 'সন্ধ্যা ৫টায় রাজবাড়ির পুজো শুরু হবে। রাত ১১টায় পুজো শেষ হবে। পুজোর সময়ে রাজ পরিবারের সদস্যরা সবাই উপস্থিত থাকেন মণ্ডপে।' দেবী জাগ্রত বলে ভক্তদের ঢল নামে এখানে।

ইতিহাস আর বিশ্বাসের মেলবন্ধনে বিশেষ মাত্রা পায় দুই পরিবারের পুজো।

ফাঁস ব্যালন ডি'অর প্রাপকের নাম

পুরস্কার উঠছে ভিনির হাতে

প্যারিস, ২৮ অক্টোবর : ভারতীয় সময় সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিটে প্যারিসের থিয়েটার দু শাতলে বসতে চলেছে ব্যালন ডি'অরের মঞ্চ। এজন্য ৪ সেপ্টেম্বর ৩০ জনের নাম মনোনীত করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে ফাঁস হয়ে গিয়েছে পুরস্কার প্রাপকের নাম। দেখা যাচ্ছে ৬৩০ পয়েন্ট নিয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে প্রথমবার ব্যালন ডি'অর পেতে চলেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। যদিও খবর রটেছিল, রিয়ালের কোনও ফুটবলার এবার ব্যালন ডি'অর পাচ্ছে না বলে তাঁরা পুরস্কার অনুষ্ঠান বয়কট করতে চলেছে। গত মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদকে ভিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দিয়েছিলেন। দুই নম্বরে নাম রয়েছে স্পেনের মিডফিল্ডার রড্রির। কয়েকমাস আগে স্পেনের ইউরো কাপ জয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বর্তমানে অবশ্য তিনি চোটের কারণে মাঠের বাইরে। যা হয়তো ভোটিং প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলেছে। ৫৭৬ পয়েন্ট নিয়ে রড্রি অনেকটাই পিছিয়ে ভিনির থেকে। তিন নম্বরে রিয়ালের আরও এক ফুটবলার জুডে বেলিংহাম। ৪২২ পয়েন্ট পেয়েছেন বলে পোস্টে দেখা গিয়েছে। চার ও পাঁচে যথাক্রমে কিলিয়ান এমবাপে এবং হ্যারি কেন।

হোয়াইটওয়াশ এড়াতে মরিয়া রোহিত-গম্ভীর

ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে।

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর : জোর কা ঝটকা ধীরে সে! ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। অতীত সাফল্যের কথা ভুলে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন গেল গেল রব উঠেছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রাক্কালে টিম ইন্ডিয়ার জন্য পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয়।

বুমরাহ বন্দনায় ম্যাক্সওয়েল

নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। আমার খেলা সেরা বোলারদের তালিকাতেও সবার আগেই রাখব ওকে। আমি নিশ্চিত, বুমরাহ ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সর্বকালের সেরা হতে চলেছে।

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টের পাশে টিম ইন্ডিয়া সিরিজও হারবে, কে জানত। অথচ ঘরের মাঠে সেটাই ঘটেছে। আর তারপরই ভারতীয় দলকে নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনার বন্যা। প্রশ্ন উঠেছে, ঘরের মাঠে টম ল্যাথামের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কি হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় পড়তে হবে টিম ইন্ডিয়াকে?

কী হলে কী হবে, ১ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট শুরু হলেই বোঝা যাবে। তার আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ গৌতম গম্ভীররা। তিনদিনে পুনে টেস্ট শেষ হওয়ার পর ক্রিকেটমহলের নজর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দিকে। ১ নভেম্বর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ে পৌঁছেও গিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে। তার আগে আজ বাণিজ্যনগরীতে অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গম্ভীরের গোপন বৈঠকের খবর রাতের দিকে সামনে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা-র সঙ্গেও তাঁরা আলাদাভাবে কথা বলেছেন। দলের ব্যাটিংয়ে কেন বারবার সমস্যা হচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করছেন রোহিতরা। তাছাড়া ব্যাটারদের একই ভুল বারবার হওয়ার কারণে দলের অন্দরে যথেষ্ট উদ্বেগও রয়েছে।

এমন উদ্বেগ কাটবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে মিশন অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্টে নিজেদের মেলে ধরতে মরিয়া রোহিত-বিরাটরা। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, আসন্ন ওয়াংখেড়ে টেস্টে পূর্ণ শক্তি নিয়েই নামতে চলেছেন রোহিতরা। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে জসপ্রীত বুমরাহকে ওয়াংখেড়ে টেস্টে বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনাও বাতিল করেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ছন্দে ফিরতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়ার একরাশ উদ্বেগের মাঝে সোনালি রেখা হিসেবে আজ হাজির হয়েছেন বুমরাহ। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে তাঁর জন্য এসেছে ঢালাও প্রশংসা। অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আজ বলে দিয়েছেন, ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই বুমরাহ সর্বকালের সেরা হওয়ার পথে। ম্যাক্সওয়েলের কথায়, 'নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। আমার খেলা সেরা বোলারদের তালিকাতেও সবার আগেই রাখব ওকে। আমি নিশ্চিত, বুমরাহ ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই সর্বকালের সেরা হতে চলেছে।'

মোদির মুখে এল ক্লাসিকো

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ভদোদরায় সোমবার। -এএফপি

ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর : বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা কী? উত্তরটা নিঃসন্দেহে ফুটবল। সেই ফুটবলকে সামনে রেখেই স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারতের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে রয়েছে স্পেনের দুই শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক। গত শনিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের দ্বৈরথ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল এদেশেও। এবারের এল ক্লাসিকোয় শেষ হাসি হেসেছে বার্সেলোনা। সেই কথা শোনা গেল মোদির মুখেও।

ভারত সফরে এসেছেন স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান পেড্রো স্যাঞ্চেজ। সোমবার সকালে গুজরাটের ভদোদরায় একটি এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্স উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোদি। সঙ্গী ছিলেন স্প্যানিশ রাষ্ট্রপ্রধান। দুজনে একটি রোড শো-তেও অংশ নেন। সেখানেই মোদি বলেছেন, 'স্প্যানিশ ফুটবল ভারতেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয় তো এই মুহূর্তে এদেশেও চর্চায়। স্পেনের মতো ভারতেও দুই দলের লড়াই সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয়।' ফুটবল দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করছে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কোচ ভিভিএস

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর : ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে টিম ইন্ডিয়া। ৪ নভেম্বর সূর্যকুমার যাদবদের জোহানেসবার্গ রওনা হওয়ার কথা। আসন্ন সেই সিরিজে কোচ হিসেবে যাচ্ছেন না গৌতম গম্ভীর। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ কোচের দায়িত্ব পালন করবেন।

রাহুল দ্রাবিড় যখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ ছিলেন, সেই সময় বেশ কয়েকবার জাতীয় দল নিয়ে বিদেশ সফরে গিয়েছেন ভিভিএস। এবারও তিনিই যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। কারণ, সূর্যকুমারদের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হয়েছে রোহিত শর্মাদের অস্ট্রেলিয়া সফরের। ৫ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষ হচ্ছে রোহিতদের। তারপরই রোহিত, বিরাট কোহলিদের স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রওনা হওয়ার কথা। পারথে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট শুরু ২২ নভেম্বর। তাই স্যর ডনের দেশে আগে হাজির হয়ে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন ভারতীয় ক্রিকেটারদের। সেই কারণেই রোহিতদের নিয়ে কোচ গম্ভীর উড়ে যাবেন অস্ট্রেলিয়ায়। আর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চার ম্যাচের টি২০ সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্ব সামলাবেন ভিভিএস। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ এমন তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের সময় কোচ ভিভিএসের সহকারি হিসেবে সাইরাজ বাহুতুলে, হৃষীকেশ কানিতকার ও শুভদীপ ঘোষ থাকবেন। তাঁরা সকলেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভিভিএসের সহকারী হিসেবে কাজ করেন।

সাফকে চিঠি এআইএফএফএ-র

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : রবিবার নেপালের কাছে হেরে মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভারত। তবে রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে প্রায় ১ ঘণ্টা ম্যাচ খেলেনি নেপাল। তাতেই ছন্দপতন হয় ভারতের মেয়েদের। গোটা ঘটনায় নিজেদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিচ্ছে এআইএফএফ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দাবি, এর আগে একইরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলকে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, ফেডারেশনের কাছে ফুটবলারদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

টিকে থাকাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : আইএসএলে টানা ছয় ম্যাচ হারের পর এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে গিয়ে প্রথম ম্যাচে ড্র। এই এক পয়েন্ট আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে নাকি পারো এফসি-র মতো দলকে হারাতে না পারায় ফুটবলাররা হীনমন্যতায় ভুগবেন, তা সময়ই বলবে। তবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে তুলনায় শক্তিশালী বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ জিততেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে
বসুন্ধরা কিংস বনাম ইস্টবেঙ্গল
সময় : রাত ৮.৩০ মিনিট
স্থান : চাংলিমিথাং

প্রতিপক্ষ হাতের তালুর মতো চেনা লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর। লম্বা সময় এই ক্লাবেই কোচিং করিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার আগে। আপাতত অবশ্য বর্তমান দলকে শারীরিক, টেকনিকাল দিকের সঙ্গে মানসিকভাবে চাঙ্গা করতেই সময় যাচ্ছে তাঁর। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথাই বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে, 'এই ম্যাচটা আমাদের কাছে মাস্ট উইন গেম। তাই প্রতিদিনই ছেলেদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করতে কথা বলছি। আমরা যদি এত বড় প্রতিযোগিতায় এসে গ্রুপ লিগ পর্যায় পার করার জন্য উজ্জীবিত না হই তাহলে বলতেই হবে, দলের সমস্যা গভীর। তবে আমার মনে হয়, ছেলেরা পরিস্থিতিটা বুঝতে করতে পারছে। এবং ওরা তৈরি। জিততে পারলে তো খুবই ভালো। নাহলে অন্তত একটা ড্র আমাদের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে রেখে দেবে।' প্রতিপক্ষের বেশ কিছু ফুটবলার তাঁর চেনা। তাঁদের খেলার ধরনও জানা। তবু এখন পরিস্থিতি অন্য বলে মনে করছেন ব্রুজোঁ, 'কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, এটা ঠিক। তাছাড়া আগের ম্যাচে ওদের খেলা আমি দেখেছি বলে ওদের কোচের কিছু পরিকল্পনা আন্দাজ করতে পারছি। তবু সবকিছু বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রতিপক্ষ নয়, আমরা নিজেদের নিয়ে ভাবছি। কারণ ম্যাচটা আমরা নিজেরা কী করব, তার উপর নির্ভর করছে।'

দলকে উজ্জীবিত করে চলেছেন ব্রুজোঁ

বসুন্ধরা ম্যাচের প্রস্তুতিতে জিকসন সিং, নন্দকুমার শেখর ও সাউল ক্রেসপো।

ইস্টবেঙ্গলে এই মুহূর্তে চোট-আঘাত আর তেমন নেই। বরং এএফসি-তে গিয়ে একাধিক বিদেশি খেলাতে পারাটা বাড়তি সুবিধা। গোল পেয়ে প্রাথমিক জড়তা কাটাতে পারবেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও। দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তে জানাচ্ছেন কৃত্রিম ঘাসের মাঠ বা আবহাওয়া নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নন। তবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে থাকার সময়ে তিনি যেহেতু বসুন্ধরার বিপক্ষে খেলেছেন গত মরশুমে তাই দলটা সম্পর্কে ধারণা থেকেই জানিয়ে দেন, প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। ইউস্তের মন্তব্য, 'গত বছর দেখেছি ওরা খুবই শক্তিশালী দল। বিশেষ করে বিদেশিরা দুর্দান্ত। ঘরের মাঠে ড্র ও ঢাকায় গিয়ে ১-২ গোলে হেরে যাই। এবারের দল সম্পর্কে জানি না। তবে আমাদের জিততেই হবে।' দলে কোনও পরিবর্তন হবে কি না তার কোনও আভাস ব্রুজোঁ এদিন দেননি। তবে এই ম্যাচ জিতে টিকে থাকতে সেরা দলটাই যে লাল-হলুদ কোচ নামাতে চলেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আম্পায়ারিং নিয়ে ক্ষোভ বাংলা দলের

কেরল-২৬৭/৭

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : গজরাচ্ছিলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা!

এটাকে আম্পায়ারিং বলে? এমন আম্পায়ারিং চলতে থাকলে ভারতীয় ক্রিকেটের মান আরও নষ্ট হবে।

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলা বনাম কেরলের ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে রীতিমতো ক্ষোভে ফুটতে ফুটতে মাঠ থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাংলার কোচ। তাঁর এমন ক্ষোভ ও আচরণ স্বাভাবিক।

ঈশানের পাঁচ

কেরলের বিরুদ্ধে গতকাল খেলা শুরুর পর বাংলার শুরুটাও ভালো হয়েছিল। বল হাতে মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ঈশান পোড়েল (৮৩/৫) দলকে ভরসাও দিয়েছিলেন। আজ বদলে গেল ছবিটা। তার জন্য সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষ্প্রাণ পিচ যেমন দায়ী, তেমনই কাঠগড়ায় ম্যাচের দায়িত্বে থাকা আম্পায়াররা। বাংলার এগিয়ে চলার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো জলজ সাক্সেনা (৮৪) ৭২ রানে স্লিপে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে জীবন পাওয়া আগে তাঁকে অক্সিজেন দিয়েছিলেন আম্পায়াররা। ব্যক্তিগত ১৭ ও ৩৭ রানের মাথায় শাহবাজ আহমেদের বলে এমন দুটি এলবিডব্লিউ তাঁকে না দিয়ে বাংলা শিবিরের ক্ষোভের সামনে আম্পায়াররা। অভিজ্ঞ জলজ যদি আগে আউট হতেন, তাহলে তৃতীয় দিনের শেষে কেরলের রানটা ২৬৭/৭ পৌঁছে যেত না। গতকালের ৫১/৪ থেকে শুরু করে আজ তৃতীয় দিনের শুরুতে ঈশানই ধাক্কা দিয়েছিলেন কেরলকে। কিন্তু আম্পায়ারের দাক্ষিণ্যে দু'বার (মোট তিনবার) জীবন পেয়ে বাংলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন জলজ। দোসর হিসেবে সঙ্গে পেলেন সলমন নিজার (অপরাজিত ৬৪) ও মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে (অপরাজিত ৩০)।

জলজ সাক্সেনা ও সলমন নিজারের ১৪০ রানের জুটিতে চাপে বাংলা।

গতকাল খেলা শুরুর সময়ই বোঝা গিয়েছিল সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের বাইশ গজ নিষ্প্রাণ। খেলা শুরু থেকে বল নীচিও হচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রেখে শৃঙ্খলার বোলিং করে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজটা করেছিলেন ঈশান। বল হাতে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, প্রদীপ্ত প্রামাণিকরাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত 'ভুল' হলে কারই বা কী করার আছে। দিনের খেলার শেষে ব্যাকফুটে থাকা বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'ওদের স্কোরটা শেষ পর্যন্ত কত হবে, জানি না। কিন্তু যাই হোক না কেন, আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়ার জন্য ঝাঁপাব আমরা। দেখা যাক কী হয়।'

বিহার ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট প্রাপ্তির পর কেরল ম্যাচে তিন পয়েন্ট না এলে নকআউটের লক্ষ্যে সমস্যা বাড়বে বাংলার।

ধোনিকে স্টাম্পিংয়ের পাঠ দেন স্ত্রী সাক্ষী

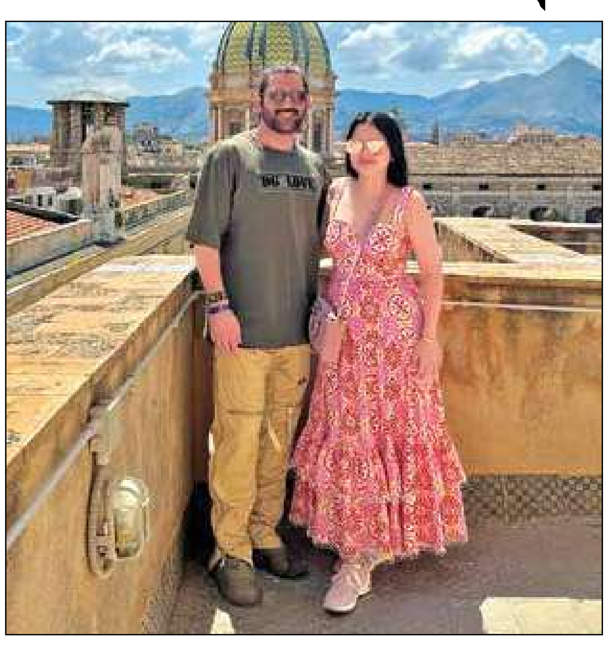

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : তড়িৎ গতিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেওয়া সিদ্ধান্ত বহু ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিয়েছে। সেই তাঁকে বাড়িতে টিভিতে খেলা দেখতে বসে স্ত্রী সাক্ষীর থেকে শুনতে হয়েছিল, 'তুমি স্টাম্পিংয়ের নিয়ম জানো না।' খোদ ধোনি একটি অনুষ্ঠানে ফাঁস করেছেন যা। বলেছেন, 'একদিন বাড়িতে সাক্ষীর সঙ্গে বসে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ দেখছিলাম। সাধারণত ওর সঙ্গে বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় না। সেদিন এক ব্যাটার ওয়াইড বলে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন। ফিল্ড আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দায়িত্ব দিলেও ব্যাটার ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা লাগায়। যা দেখে সাক্ষী বলে, ওয়াইড বলে তো স্টাম্পিং হয় না। দেখো তৃতীয় আম্পায়ার ওকে ঠিক ডেকে নেবে।' এরপর মাহি স্ত্রীর ভুল ভাঙাতে বলেছিলেন, 'নো বলে স্টাম্পিং হয় না, ওয়াইড বলে হয়।' যা বলার পরই স্ত্রীর বিস্ময়কর উক্তি চমকে দিয়েছিল ধোনিকে।

আগামী বছরের আইপিএলে খেলার জল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। সেইমতো চেন্নাই সুপার কিংসও আইপিএলের আসন্ন নিলামের আগে ধোনিকে 'আনক্যাপড' প্লেয়ার হিসেবে রিটেইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এর মাঝেই গতবারের আইপিএলে আট নম্বরে ব্যাটিং করতে নামার কারণ প্রকাশ্যে আনলেন মাহি।

ফিনিশার ধোনিকে বরাবার দেখে এসেছে ক্রিকেটবিশ্ব। কিন্তু গত বছরের আইপিএলে শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজাদের পর ব্যাট হাতে নেমেছেন ধোনি। যা ভক্তদের অবাক করেছিল। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সিএসকে-র স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু আটে নামার কারণ প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের 'মহেন্দ্রবাবু' বলেছেন, 'আমি খুব সহজ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। যদি দলের বাকিরা নিজেদের ভূমিকা যথাযথ পালন করে, তাহলে কেন আমি উপরে ব্যাটিং করব?

একদিন বাড়িতে সাক্ষীর সঙ্গে বসে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ দেখছিলাম। সাধারণত ওর সঙ্গে বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় না। সেদিন এক ব্যাটার ওয়াইড বলে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন। ফিল্ড আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দায়িত্ব দিলেও ব্যাটার ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা লাগায়। যা দেখে সাক্ষী বলে, ওয়াইড বলে তো স্টাম্পিং হয় না। দেখো তৃতীয় আম্পায়ার ওকে ঠিক ডেকে নেবে।

মহেন্দ্র সিং ধোনি

গতবারের আইপিএলের কথাই যদি ধরেন, তাহলে চলতি বছর টি২০ বিশ্বকাপ ছিল। আইপিএলের পরই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা হত। তাই চেয়েছিলাম, সিএসকে-র ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের (জাদেজা, দুবে) স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের ব্যাটিং অর্ডারে এগিয়ে দিতে। আমি দেশের জার্সিতে অবসর নিয়েছি। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। তাই ব্যাটিং অর্ডারে নীচের দিকে নেমেই আমি খুশি। দলও আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিল। আমার জায়গায় অন্য কেউ ফিনিশারের দায়িত্ব পালন করলে কোনও সমস্যা নেই।'

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে শেষ হ্যাগ জমানা

লন্ডন, ২৮ অক্টোবর : কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল। অবশেষে তা সত্যি হল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হল এরিক টেন হ্যাগকে। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এই ঘোষণা করা হয়। চলতি মরশুমটা একদমই ভালো যাচ্ছিল না রেড ডেভিলসের। রবিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের কাছে ২-১ গোলে হারার পর টেন হ্যাগের চাকরি যাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আপাতত লিগে ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে রয়েছেন ব্রুনা ফার্নান্ডেজরা। ইউরোপা লিগেও ৩৬টি দলের মধ্যে তাদের স্থান ২৩তম। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন পরবর্তী জমানায় ষষ্ঠ কোচ হিসেবে ছাঁটাই হলেন হ্যাগ।

এরিক টেন হ্যাগ

আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেব প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা রুড ভ্যান নিস্তেলরুইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ডাচ তারকা গত মরশুমে হ্যাগের সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব দ্রুত নতুন কোচ নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী কোচ হিসেবে একাধিক বড় নাম উঠে এসেছে। এই তালিকায় জাভি হার্নান্ডেজ, জিনেদিন জিদান, গ্রাহাম পটার, সিমোনে ইনজাঘির নাম রয়েছে।

ছেলে অগস্ত্যর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম হার্দিক পান্ডিয়ার।

তিন ফরম্যাটে চোখ হর্ষিতের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : গত আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে নজর কাড়েন। তারপর থেকে একাধিকবার ভারতীয় দলে ডাক পেলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখনও অভিষেক হয়নি হর্ষিত রানার। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির রিজার্ভ স্কোয়াডেও রয়েছেন দিল্লির এই পেসার। হর্ষিত জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরে ডাক পাওয়া তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো। একই সঙ্গে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় হর্ষিত নিজেকে তৈরি রাখতে চান তিন ফরম্যাটের জন্যই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে হর্ষিত বলেছেন, 'টিম ম্যানেজমেন্ট আমার ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রাখছে। তবে আমি টি২০, ওডিআই, টেস্ট তিন ফরম্যাটের জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে চাই।' পাশাপাশি জাতীয় শিবিরে থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাও ভাগ করে নেন। বলেছেন, 'রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নেটে বল করা ম্যাচের থেকে কোনও অংশে কম নয়।' তিনি পরামর্শ পেয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের থেকেও।

মহমেডানে মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : পরপর তিন ম্যাচে হার। যার জেরে ফুটবলারদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে পদক্ষেপ নিতে চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও কেরালা ব্লাস্টার্সের পর হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে রীতিমত নাস্তানাবুদ হয়ে ৪ গোলে হার আন্দ্রেই চেরনিশভ বাহিনীর। এরপর রাশিয়ান কোচকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এমনকি ম্যাচের পর তাঁর দলের মনোবিদ প্রয়োজন কি না তা নিয়ে কোচকেও প্রশ্ন করা হলে চেরনিশভ মেনে নেন, কোথায় একটা খামতি আছে দলের। সেখান থেকে ফুটবলারদের বার করা প্রয়োজন। এরপরেই নড়েচড়ে বসেন কর্তারা। কোচকে রেখে দিয়ে একজন মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচ নিয়োগ করা যে দরকার, একথা বলেন তাঁরাই। এদিন এই বিষয়ে কোচ ও ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ক্লাবের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা রাহুল টোডি ও অন্যান্যরা। সেখানেই ঠিক হয় ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে হাতে বেশ কয়েকটা দিন সময় আছে। তার আগেই ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে একজন মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচকে জুড়ে দেওয়া হবে দলের সঙ্গে। শ্রাচি গ্রুপের সঙ্গে যে চুক্তি আছে সেই অনুযায়ী তারাই এই মেন্টাল স্ট্রেংথ কোচকে নিয়ে আসবে। তারা আবার চুক্তিবদ্ধ বেঙ্গালুরুর 'ইয়েস' নামের একটি সংস্থার সঙ্গে। সেখান থেকেই আসবেন মনকে চাঙ্গা করার এই কোচ। এই সংস্থাতেই রি-হ্যাব করছেন মহমেডানের চোট পাওয়া বিদেশি ডিফেন্ডার মহম্মদ কাদিরি।

ধনতেরাস উৎসব
১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ থেকে
কালীপুজোর দিন পর্যন্ত
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹৩০০+₹৭৫* ছাড়! (মজুরিতে)
হিরের মূল্যে ₹১০০০## ছাড়!
২,৫০,০০০ টাকার সোনা বা হিরের গয়না কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সোনার নাকছাবি
গ্রহরত্নে ১০%** ছাড়!
হিরের গয়নায় ৫০%# পর্যন্ত ছাড়! (মজুরিতে)
পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট ১০% ছাড়!
কস্টিউম গয়নায় ২০%* পর্যন্ত ছাড়!
লাকি ড্র তে জিতুন আকর্ষণীয় পুরস্কার!
সোনার নাকছাবি, স্মার্ট টিভি, এয়ার ফ্রায়ার, ট্রলি ব্যাগ, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স ও আরও অনেক কিছু!
লাকি ড্র হবে: ২৯ ও ৩০ অক্টোবর, ২০২৪
বিভিন্ন ওজনের সোনা ও রুপোর কয়েন পাওয়া যাচ্ছে
Gifty Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
5% EXTRA CASHBACK* SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹4,000 per card account. Validity: 24 Oct - 30 Oct 2024. T&C Apply.
নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/1024

BIDHAN JEWELLERS
&
DIAMOND PVT. LTD.
শুভ ধনতেরাস
সমৃদ্ধি ও সুখের প্রতীক হয়ে উঠুক
আপনার পছন্দের অলংকার
অফার
*T&C Apply
GOLD MAKING charge start from 9%
DIAMOND ORNAMENT MAKING UPTO 40% OFF
Real Stone discount upto 12% off
Upto Rs. 400 per gm discount on Making charge of Gold ornaments
100% valuation of exchanged Old Gold on Actual Puritycount
Offer valid from 18th October to 10th November 2024
Offer valid from 18th October to 10th November 2024
PRE BOOK GOLD AND DIAMOND ORNAMENTS NOW
and take home on the auspicious day of dhanteras
9735519911 | 9593892701 | 9046984746
143, Hill Cart Road, Beside HDFC Bank, Siliguri

MPJ JEWELLERS
GEMS | GOLD | DIAMONDS
সোনাই সম্পদ
ধনতেরাস অফার
25% OFF
সোনার গয়নার মজুরিতে
UPTO 15% OFF
হীরের মূল্যের ওপর
UPTO 10% OFF
গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর এবং
প্লাটিনামের গয়নায়
অফার: 31st October পর্যন্ত
পুরনো সোনার গয়নার উপর 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য | প্রতিটি কেনাকাটায় আকর্ষণীয় উপহার
১ লাখ টাকা ও তার ওপর কেনাকাটায় ফ্রি সোনার কয়েন
24 ক্যারাট সোনার কয়েন এখন সবচেয়ে কম দামে
SILIGURI:
Dwarika Signature Tower, Sevoke Road,
Opposite - Makhan Bhog, Ph: 62923 38776
5% EXTRA CASHBACK SBI card
New collections available at www.mpjjewellers.com
Contact for Franchise: 98304 33794 | info@mpjjewellers.com
GARIAHAT: (033) 4001 4856/58 BEHALA: (033) 2396 7777/6666 GARIA: (033) 2430 2107/7695 V.I.P. ROAD: (033) 2500 6263/64/65 NAGERBAZAR: (033) 2519 1233 AMTALA: (033) 2480 9911 UTTARPARA: (033) 2663 3300 SERAMPORE: (033) 2652 2228/2229 CHANDANNAGAR: (033) 2683 0066 ARAMBAGH: (03211) 257 111 MIDNAPORE: (03222) 291 009 TAMLUK: 94774 97169 / 90388 36826 KANTHI: 74788 94929 BURDWAN: (0342) 255 0234 DURGAPUR: (0343) 254 3268 RAMPURHAT: (03461) 255044 BERHAMPORE: (03482) 274 222 MALDA: (03512) 220 424 COOCHBEHAR: (03582) 223 014 PURULIA: (03252) 222 122 SILIGURI: (0353) 291 0042 GUWAHATI (G.S. Road): 9395586707 / 8486991968 GUWAHATI (Adabari): (0361) 267 6666 GUWAHATI (Lalganesh): (0361) 247 0909 DIBRUGARH: (0373) 232 1740 SIVASAGAR: 6292338761 TEZPUR: (03712) 222 444 JORHAT: (0376) 230 1122 NAGAON: (03672) 232 046 DHUBRI: 70861 58359 BONGAIGAON: (03664) 225 111 BARPETA ROAD: 8638430095 SILCHAR: (03842) 231 063 SHILLONG: (0364) 250 5116 AGARTALA: 98634 12126

HONDA
Happy Dhanteras
Scooter মানে ACTIVA
With H-Smart Technology
Cashback of 5% up to ₹5000#
Low ROI @ 7.99%**
To enjoy the video, please Scan QR Code.
3.25 CRORE
For more information give a missed call on 7230032200
IDFC FIRST Bank
HDFC BANK
TATA CAPITAL Two Wheeler Loans
SHRIRAM Finance
L&T Finance
For dealer details scan the QR Code
BOOK ONLINE NOW!
CLICK BOOK RELAX
*Cashback Offer available on all Honda two-wheeler models for EMI transactions made using HDFC Bank credit cards and IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. *Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of Rs. 5000. *Valid on one transaction per card/order during the offer period. *Cashback offer valid until 30th November 2024. *The scheme is available in select outlets only. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment. *Source: Cumulative Sales figure of Brand Activa from June 2001 to June 2024 as per HMSI internal data. CBR [Click, Book, Relax] facility available at selected dealerships only.
Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in
Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; ETHELBARI: Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; JALPAIGURI: Ratna Automobiles - 9434199165; MALBAZAR: Gitanjali Automotives - 8637345924; MAYNAGURI: Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; HASIMARA: Manoj Auto Service - 8101112777; ISLAMPUR: Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; HALDIBARI: Rajib Automobiles - 8016426165; NAXALBARI: Sunil Motors - 9933829999; MALDA: Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; RAIGANJ: Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; DALKHOLA: Sarala Honda - 9153038380; KALIYAGANJ: Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; PAKUA: Laxmi Honda - 8016444505; RATUA: Paresh Honda - 9382757248; SAMSI: Puja Honda - 9635292872; BALURGHAT: G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; CHANCHOL: Santosh Honda - 9933479841; COOCH BEHAR: Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; HARISHCHANDRAPUR: Raj Honda - 9851647224; KALIACHAK: M.A. Honda - 9733140140; KUSHMANDI: Paul Honda - 9733015894, 9434325197; BUNIADPUR: SA Honda - 7980943436; MANIKCHAK: Shrikanta Honda - 8637526361; ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; BAROBISHA: Shila Honda - 8918005224,7001163030; FALAKATA: Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.
For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com